উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

মুসলিমরা কেন্দ্রের সুবিধা নেয় কিন্তু ভোট দেয় না » ৭

ফের রক্তাক্ত গাজা
ইজরায়েল-হামাস শান্তি চুক্তির এক সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে ফের বিমান হামলা চালাল ইজরায়েল। রবিবার এই হামলায় ৩৮ জন প্রাণ হারান। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২১°	২১°	২২°	২০°

ওঁরা গুলি চালান আর আমরা প্রদীপ জ্বালাই » ৭

২ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 20 October 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 150

সময়ের কথা

মূল্যবোধের বাজারে হাহাকারের বিকিকিনি

মানসী কবিরাজ

জল সরে গিয়েছে। নদী ফিরেছে তার চেনা ছন্দে। শুধু ক্ষতটা এখনও শুকায়নি। উপরের রক্ত জমাট বেঁধে গেলেও ভিতরের ঘা জেগে আছে দগদগে হয়ে। হ্যাঁ, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাবাসীদের দুর্দশার কথাই বলছি। ঘটনা কিছুটা পুরোনো হলেও তার অভিঘাত যে এখনও কতটা তীব্র তাঁরাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন জলের দাপটে যাঁদের জীবন ও জীবিকা দুই-ই ভেসে গিয়েছে। বিপর্যয়ের দু'সপ্তাহ পরেও অন্ধকার কাটেনি নিমা লামা, বুধন ওরাওঁ, প্রশান্ত সুব্বার মতো অনেকেরই। কেউ এখনও পড়ে আছেন ত্রাণশিবিরেই, কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে বাড়তি হয়ে। ঘর কবে আবারও ঘর হয়ে উঠবে জানা নেই।

বন্যা কি এখানে আগে হয়নি? হয়েছে তো। বন্যাকবলিতদের ত্রাণ দেওয়া আগেও ছিল এখনও আছে। কিন্তু দুর্গত মানুষদের হাহাকার এবং তাদেরকে ত্রাণ বিলি করা নিয়ে এমন বাণিজ্য কিন্তু আগে ছিল না। যেমনটা এখন দেখছি। দিনকয়েক আগে ফোন স্ক্রল করতে করতে এমন কিছু রিলস এবং ছবি চোখে পড়ল, যেটা দেখে মনে হল ডিজিটাল যুগ যত বেশি আপডেটেড হচ্ছে, মানুষ তত পণ্যে পরিণত হচ্ছে। কেউ টিভি চ্যানেলে নেচেকুঁদে চিৎকার করে খবর বিক্রি করছেন। কেউ সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মে ত্রাণের রাজনীতি বিকিকিনি করছেন, কেউ দানের জনপ্রিয়তার।

অথচ ছোটবেলা থেকে জেনেছি দান বা সাহায্যের কথা কখনও বলতে নেই, ছবি দেওয়া তো দূর অস্ত। এমনকি ডান হাতে দান করলে বাঁ হাতের সেটা জানার কথা নয়। সেসব কথা আজ শুধু বাক্সবন্দি মমিদের মতো মিউজিয়ামে রাখা। এখন তো দশজন মিলে এক প্যাকেট মুড়ি বিলি করার ছবি আপলোড হয়। আহা মানবপ্রেমী! সত্যি সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ। আস্ত একটা সমাজ যেন পুরো বাজারে পরিণত হয়েছে। মুনাফা এবং মুনাফাই যার শেষকথা। আর তাই-ই ভয়াবহ বন্যা বিপর্যয়ে বিমান কোম্পানি, বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা সবাই ঝোপ বুঝে কোপ মারছে।

এরপর দশের পাতায়

গঙ্গাবাগের মন্দিরের পথে দশমাথার মহাকালী। রবিবার মালদা শহরে। ছবি : অরিন্দম বাগ (খবর ৯-এর পাতায়)

খুনের আশঙ্কা

নিরাপত্তারক্ষী চাইলেন তৃণমূল নেতা

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৯ অক্টোবর : তৃণমূল মহিলার জেলা সভানেত্রীর পর শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি, শাসকদলের আরও এক নেতা আশঙ্কিত নিজস্ব নিরাপত্তা নিয়ে। আইএনটিটিইউসি'র জেলা সভাপতি ও কাউন্সিলার বিশ্বজিৎ হালদার তো কার্যত খুন হয়ে যেতে পারেন বলে আশঙ্কা করছেন। যে কারণে তিনি পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি দলীয় নেতৃত্বের কাছে নিরাপত্তারক্ষী চেয়েছেন। তৃণমূলের ডাকসাইটে নেতা ও কাউন্সিলার দুলাল সরকার ওরফে বাবলা খুন হয়ে যাওয়ার পর থেকেই রাজ্যের শাসকদলে এই ভীতি বাড়ছে। যে কারণে মালদার অনেক তৃণমূল নেতার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা হয়েছে। জেলার রাজনীতিতে বাবলার অনুগামী হিসেবেই পরিচিত বিশ্বজিৎ। তবে তাঁকে নিরাপত্তারক্ষী দেওয়ার ব্যাপারে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি জেলা পুলিশ থেকে।

দলীয় রাজনৈতিক মণ্ডলে তাঁর যত দায়িত্ব ও গুরুত্ব বৃদ্ধি

> বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো নয়। কে কখন কার শত্রু, কখন কার মনে খারাপ ভাবনা জন্ম নেয়, তা বলা মুশকিল।
>
> **বিশ্বজিৎ হালদার**
> কাউন্সিলার

পাচ্ছে, ততই যেন নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ছেন বিশ্বজিৎ। নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কিছুদিন আগেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তৃণমূল মহিলার জেলা সভানেত্রী চৈতালি ঘোষ সরকার। তাৎপর্যপূর্ণভাবে দুজনই পুরাতন মালদার তৃণমূল নেতা। এবং তাঁদের এই নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে বাবলার খুন। নিরাপত্তারক্ষী চাওয়ার প্রসঙ্গে বিশ্বজিৎ বলছেন, 'বর্তমানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ভালো নয়। কে কখন কার শত্রু, কখন কার মনে খারাপ ভাবনা জন্ম নেয়, তা বলা মুশকিল। একজন মানুষ সবার কাছে ভালো হতে পারে না।' বাবলার খুনের ঘটনার জেরে তিনি এবং তাঁর মতো অনেকেই যে আশঙ্কিত, তা মনে করিয়ে দিয়ে বিশ্বজিৎ বলেন, 'আমি দলের জন্য ভালোভাবে কাজ করছি। কিন্তু অন্ধকারে কে কী ভাবছে বা ষড়যন্ত্র করছে, সে বিষয়ে আমি তো কিছু জেনে বসে নেই। সেই আশঙ্কা থেকেই দল ও প্রশাসনকে বিষয়টি জানিয়েছি।'

এরপর দশের পাতায়

বন্ধ স্কুলে শিক্ষকের দেহ

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : পুজোর ছুটিতে বন্ধ থাকা একটি স্কুল থেকে এক তরুণ শিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগঞ্জের এনাতুল্ল্যাপুর-মঞ্জুরিচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই স্কুলেরই সহকারী শিক্ষক ছিলেন কুমারগঞ্জের দিওর পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা কাজল মণ্ডল (৩১)। স্কুলের রাঁধুনি সাবেদা বিবির বক্তব্য, স্কুল পরিষ্কার সহ কয়েকটি কাজের কথা বলে এদিন তাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে স্কুলে আসেন কাজল। তিনি চাবি ফেরত না পেয়ে স্কুলে এসে ওই শিক্ষককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তরুণ ওই শিক্ষকের এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না এলাকার লোকজন। কোনও সুইসাইড নোট না মেলায়, কী কারণে ওই শিক্ষকের মৃত্যু ঘটছে, তা স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। পুলিশ আধিকারিকদের বক্তব্য, ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

বন্ধ স্কুল থেকে এক সহকারী প্রাথমিক শিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল কুমারগঞ্জে। দীপাবলির ২৪ ঘণ্টা আগে শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না তেমন কেউই। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালের নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন তিনি। বিয়ে করেছেন তিন মাস আগে। স্থানীয়দের বক্তব্য, মিশুকে প্রকৃতির কাজল সবসময়ই হাসিখুশি থাকতেন। তবে '১৭-র নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আদালতে মামলা হওয়ার পর থেকেই তিনি কিছুটা চুপচাপ থাকছিলেন। রাঁধুনি সাবেদা বলেন, 'কিছু খাতা দেখা এবং স্কুল পরিষ্কারের কথা বলে মাস্টারমশাই আমার থেকে চাবি নেন। বিকেল গড়িয়ে গেলেও তিনি চাবি ফেরত দিতে আসেননি। সন্দেহ হওয়ায় মাস্টারমশাইকে খুঁজতে স্কুলের জানলা-দরজা বন্ধ দেখি। ডাকাডাকি করে উত্তর না পেয়ে ভাঙা জানলার ভিতরে চোখ রাখি এবং মাস্টারমশাইকে ঝুলতে দেখি।' তাঁর চিৎকারেই

কী ঘটেছে

- স্কুল পরিষ্কার সহ কয়েকটি কাজের কথা বলে রাঁধুনির কাছ থেকে চাবি নিয়ে স্কুলে ঢোকেন শিক্ষক
- কিন্তু চাবি ফেরত না পেয়ে স্কুলে গিয়ে ওই শিক্ষককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান রাঁধুনি
- মাত্র ৩ মাস আগে বিয়ে করেছিলেন ওই শিক্ষক
- তবে কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে

আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন এবং বিষয়টি জানানো হয় কুমারগঞ্জ থানায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠায়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাদেব ঘোষ বলেন, 'কাজল খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিল। স্কুলের গাছপালা খুব ভালোবাসত। মাঝে মাঝেই বলত, স্কুলে গিয়ে

এরপর দশের পাতায়

চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথে কেরল

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ অক্টোবর : কেরলে ৩৫ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ছিল না ২০১৬ সালেও। ২১ শতাংশ পরিবারের দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জুটত না। ১৫ শতাংশ পরিবারের মাথার ওপর ছাদ ছিল না। সেই কেরল চরম দারিদ্র্যমুক্ত রাজ্য হতে চলেছে। দেশের মধ্যে প্রথম। স্বাধীনতার পর গত ৭৮ বছরে এই ইতিহাসের ঘোষণা হবে ১ নভেম্বর। সেদিনই আবার কেরলের প্রতিষ্ঠা দিবস।

কোন জাদুতে এই সাফল্য? কেরলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী এমবি রাজেশ জানিয়েছেন, প্রথম বাম ও গণতান্ত্রিক (এলডিএফ) সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল চরম দারিদ্র্যদূরীকরণ। সেজন্য 'এক্সট্রিম পভার্টি ইরাডিকেশন প্রোজেক্ট' (ইপিইপি) গ্রহণ করেছিল মন্ত্রীসভা। তাতেই কেল্লা ফতে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৬৪,০০৬টি পরিবারকে চরম দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে আনা গিয়েছে।

ওই পরিবারগুলির জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা, উপার্জন এবং মাথার ওপর পাকাপোক্ত ছাদের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। এই অসাধ্যসাধনের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী এমবি রাজেশকে কৃতিত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। রাজেশের দপ্তরের অধীনে প্রকল্পটি সাফল্য এনে দিয়েছে। গরিবি হটাওয়ের স্লোগান দিয়েছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। প্রায় ৫০ বছর আগে। স্লোগানটি এতদিন স্লোগানেই আটকে ছিল। কেরল প্রথম বাস্তবায়িত করল।

রাজেশ বলেন, 'এটা কেরলের জন্য বাস্তবিকই গর্বের মুহূর্ত। কেরল দেশের মধ্যে প্রথম তো বটেই, চিনের পর বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে সফলভাবে চরম দারিদ্র্যমুক্ত হল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আদলে চরম দারিদ্র্য দূর করার কর্মযজ্ঞ হাতে নেওয়া হয়েছিল। সেই লক্ষ্যপূরণে আমরা ১০০ শতাংশ সফল।' পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দাবি করে থাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথীর মতো প্রকল্পে রাজ্যে গরিবি কমেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দারিদ্র্যমুক্ত হয়নি।

কেরলে সরকার শুধু পাইয়ে দেয়নি, চরম দারিদ্র্যদূরীকরণ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল, রাজ্যে যাতে একজনও চরম দরিদ্র হিসেবে না থাকেন, তা সুনিশ্চিত করা। এই প্রকল্পে গরিব পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে একের পর এক পদক্ষেপ করা হয়। তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, পাকা বাড়ি, জীবিকা, উপার্জনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্প শুরুর সময় সমীক্ষায় দেখা যায়, কেরলের ৬৪,০০৬টি পরিবারের মোট ১,০৩,০৯৯ জন চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছেন।

এরপর দশের পাতায়

মন্দির নেই, বেদিতে পুজো

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৯ অক্টোবর : রাত পোহালেই শ্যামা মায়ের আরাধনা। আপামর বাঙালি মেতে উঠবে আদ্যাশক্তির উপাসনায়। তবে জঙ্গিপুরের চাচণ্ডে এবারের ছবিটা একটু ভিন্ন। গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে মায়ের মন্দির। তবে অক্ষত রয়েছে বেদি। আর সেই বেদিতেই আদ্যাশক্তির আরাধনা হবে এখানে।

গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে কেউ ভিটেমাটি হারিয়ে, কেউ আবার ফাঁকা আকাশের নীচে দিন গুজরান করছেন। তবে তাতে মনের জোরে আর মায়ের আরাধনায় ভাটা পড়েনি এতটুকুও। শতাব্দীপ্রাচীন মায়ের মন্দির বিলীন হয়ে গিয়েছে প্রকৃতির রুদ্ররূপে ভাঙনের কবলে পড়ে। তবে অদ্ভুতভাবে দেবীর থান অক্ষত রয়ে গিয়েছে। তাই জৌলুসের বহর এবছর না থাকলেও, আবেগের এতটুকুও কমতি নেই।

শোঁ শোঁ শব্দে ভয়াল গঙ্গা যখন বিকেল ঘনিয়ে আসতেই গর্জন করছে, তার মাঝেই শক্তির দেবীর আরাধনায় যাতে কোনও রকমের ত্রুটি না থাকে, তার কসুর করছেন না মিনতি দাস, বাপন দাস থেকে শুরু করে সনাতন ঘোষরা। শহরে যখন আলোর রোশনাইয়ে সকলে মেতে উঠবেন রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তখন এখানে পুজো কিছুটা ফিকে। যদিও পুজোয় যে কোনও ত্রুটি থাকবে না তা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন উদ্যোক্তারা। মিনতি বলেন, 'প্রকৃতির রোষে মায়ের মন্দির বিলীন হয়ে গিয়েছে গঙ্গায়। তবে দেখুন তার পরেও দেবীর থানে পুজো হবে। এর চেয়ে আর কী ভালো হতে পারে। মা আমাদের লড়াইয়ের শক্তি দিচ্ছেন। দেখি চেষ্টা করি লড়াইয়ের।'

গঙ্গাগর্ভে গিয়েছে মন্দির। তবে অক্ষত দেবীর থানেই হবে পুজো।

এবছর বিঘার পর বিঘা জমি নদীতে হারিয়ে গিয়েছে। ফলে আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা নিয়েই

এরপর দশের পাতায়

বাঁশকালীর পুজোয় ছাগবলি

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৯ অক্টোবর : ব্রিটিশ শাসনকালে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসা কষ্টিপাথরের কালীমূর্তিকে আজও ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করে আসছে হলদিবাড়ি শহরের মানুষ। পুজোর সময় আলাদা করে কোনও নতুন মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপন করা হয় না। দীপাবলির রাতে প্রাচীন রীতি মেনেই দেবীর আরাধনায় মাতেন স্থানীয়রা। পুজোর দিন নিরামিষ ভোজন করে এতে শামিল হন। পুজোর দিন সকলের গন্তব্য হয়ে ওঠে এই মন্দির প্রাঙ্গণ।

স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের দাবি, পরাধীন ভারতে হলদিবাড়ি শহরের এই এলাকায় ছিল ব্রিটিশ বার্ক মেয়ারের জুট মিল। বর্তমান রেলগেট সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ছিল ওই কোম্পানি। তার চত্বরে ছিল একটি প্রাচীন বট গাছ। প্রবীণ নাগরিক অমিত (া বলছেন, 'পয়ামারির বাসিন্দা হেলহেলা রায় স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী ওই বট গাছের নীচে মাটির ঢিপি তৈরি করে নিয়মিত পুজোপাট শুরু করেন। ক্রমে সেখানে পুজো দিতে নিত্যদিন প্রচুর লোকজন ভিড় জমাতে শুরু করে। আর তাতেই কোম্পানির কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওই স্থানে পুজোপাট বন্ধের নির্দেশ দেন কোম্পানির বড়বাবু।'

আরেক প্রবীণ সত্যরঞ্জন রক্ষিত জানালেন, এরপর একই রাতে ওই ব্রিটিশ বড়বাবু ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্নে দেবীকে দর্শন করেন। দেবী উভয়কে পুজোর ব্যবস্থা করতে বলেন। অন্যথা প্রভূত ক্ষতির ভয় দেখান। তারপরই বড়বাবুর নির্দেশে ব্রিটিশ আবাসস্থলের পাশে বাঁশঝাড়ের নীচে টিনের চালা তৈরি করে দেবীর ওই মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। এরপরেই দেবীর মহিমা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁশঝাড়ের নীচে এর পুজো হয় বলে মন্দিরটি বাঁশকালীবাড়ি নামে অধিক পরিচিত। তবে পরবর্তী সময়ে পাকা মন্দির তৈরি করা হয়েছিল।

মন্দিরের প্রাচীন কষ্টিপাথরের এই মূর্তি আজও পূজিত হয়ে আসছে।

মন্দির কমিটির তরফে উমাশংকর রায় বলেন, 'এই মন্দিরের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের আবেগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এলাকায় কোনও শিশুর জন্মের পর তার মুখের ভাত, নববধূকে বাড়িতে বরণ করার আগে মন্দিরে নিয়ে আসার রীতি আজও প্রচলিত। এমনকি নতুন বাহন কেনা হলেও এই মন্দিরে পুজো দিয়েই সেই বাহন ব্যবহার করেন বাসিন্দারা।' মন্দিরের পূজারি তুলেন রায় জানান, মন্দিরে আজও ছাগবলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। তবে কারও মানত থাকলেই বলি দেওয়া হয়।

তরাই-ডুয়ার্স নিয়ে প্রশ্ন

মধ্যস্থতাকারীকে স্বাগত, এক মঞ্চে ডাক অজয়ের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : দাবি আদায়ে পাহাড়ের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এক মঞ্চে আসার আহ্বান আগেই জানিয়েছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। এবার অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টও (আইজিজেএফ) একই দাবি তুলল। রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে দলের তরফে কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারীকে স্বাগত জানিয়ে সবাইকে এক হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

দলের নেতা এনবি খাওয়াসের বক্তব্য, 'শুধু লোকবল দিয়ে দল ভারী করে লাভ নেই, সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁপাতে হবে।' পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-র মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'কেন্দ্র গোর্খাদের দাবি মেটানোর কথা বলে সেখানে তরাই-ডুয়ার্সকেও ঢুকিয়ে দিয়েছে। কোনও দিনই তরাই-ডুয়ার্স পাহাড়ের দাবির সঙ্গে একমত হবে না। মানুষ প্রশ্ন করলেই বিজেপি বলবে, মধ্যস্থতাকারী কাজ করছেন। অপেক্ষা করুন। কিন্তু সেই অপেক্ষা আর শেষ হবে না।'

বিজেপি ক্ষমতায় এলে গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন পূরণ হবে, এই আশায় ২০০৯-এর লোকসভা ভোটে বিমল গুরুংরা বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছিলেন। দার্জিলিং থেকে বিজেপি জয়ী হলেও সেবার তারা কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারেনি। তবে, সরকারে এসে পাহাড়ের আন্দোলন দমাতে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছিল। অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিজয় মদনকে পাহাড় সমস্যার সমাধান খুঁজতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্ব পেয়ে তিনি দার্জিলিংয়ে একবারই এসেছিলেন। সেখানে তিনি মোর্চা প্রধান বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে বৈঠক করে দিল্লি ফিরে যান। মধ্যস্থতাকারীর কাজকর্ম নিয়ে এর বেশি কিছু জানে না পাহাড়।

পাহাড়ের প্রবীণ সিপিএম নেতা কেবি ওয়াত্তার বলেছেন, 'বিজয় মদন একবারই দার্জিলিংয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সেবারও বিমল ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের নেতার সঙ্গে দেখা করা, সাধারণ মানুষের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেননি। সেই মধ্যস্থতাকারী পরবর্তীতে কী কাজ করেছিলেন জানা নেই।' এরই মধ্যে কেন্দ্র ফের একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে পাহাড়ের রাজনৈতিক ভেদাভেদ অনেকটাই বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দল ভিন্ন ভিন্ন মত নিয়ে চললে দাবি আদায় সম্ভব নয় বলেই মনে করেন বিমল গুরুং, বিনয় তামাংয়ের মতো নেতারা। তাই গোর্খা জাতির উন্নতির স্বার্থে বিমল আগেই সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে এক মঞ্চে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবার অজয় এডওয়ার্ডের পার্টির অন্যতম নেতা এনবি খাওয়াস এই দাবি তুললেন।

দেবীর সাজ। মালদা শহরের ভাই ভাই সংঘের কালী প্রতিমা। অরিন্দম বাগের ক্যামেরায়।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ সংবাদের ঘোকসাডাঙ্গার প্রতিনিধি রাকেশ শা'র বাবা লক্ষ্মীপ্রসাদ শা প্রয়াত হলেন শনিবার রাতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। বার্ধক্যজনিত রোগে বেশ কয়েকদিন ধরে ভুগছিলেন সাংবাদিকের বাবা।

গত ২২ দিন ধরে তিনি কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শনিবার রাত বারোটা নাগাদ প্রয়াত হন লক্ষ্মীপ্রসাদ। রবিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর পরিবারে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ছাড়াও তিন নাতি-নাতনি রয়েছেন।

Tender Notice

E-NIeT No:- 11(e)/CHAL-II/APAS/2025-26, Dtd-15/10/2025 & E-NIeT No:- 12 (e)/CHAL-II/APAS/2025-26, Date-16/10/2025. Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website www.wbtender.gov. in Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

রহিমাবাদ বাগানে পুজোয় সম্প্রীতি

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৯ অক্টোবর : ডুয়ার্সের শামুকতলা থানার রহিমাবাদ চা বাগানের কালীপুজো মানে সম্প্রীতির বার্তা। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সহ সব সম্প্রদায়ের মানুষ এই পুজোর আয়োজনে শামিল হন। ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই চা বাগানের পুজোয় মা কালী আবির্ভূত হন সম্প্রীতির দেবী রূপে। এবারেও বাগান সংলগ্ন বাসিন্দারা মেতে উঠেছেন মা কালীর আরাধনায়। চাঁদা আদায় থেকে শুরু করে পুজোর জোগাড় সব কাজেই সব ধর্মের মানুষকে দেখা যায়। স্থানীয় শিল্পীরা প্রতিমা গড়েন।

স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ চৌধুরী জানান, ১৯৪৮ সালে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। তারপর থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই পুজোর অন্যতম ঐতিহ্য। মুশতাক আহমেদের কথায়, 'কালীপুজোর সময় আমরা সবার সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠি। পুজোর আয়োজনেও শামিল হই।' পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজ যেমন করা হয় তেমনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

আজ সাফারি শুরু জলদাপাড়ায়

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৯ অক্টোবর : ১৬ দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে পুনরায় জলদাপাড়ায় চালু হতে চলেছে গাড়ি ও হাতি সাফারি। তবে হলং নদীর ওপর ডাইভারশন খুব মজবুত না হওয়ায় সাফারির টিকিট বুকিং কাউন্টার নদীর এপারে আনা হচ্ছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'যুব আবাসের পাশে কর্মতীর্থ বিল্ডিংয়ের একটি ঘরে আপাতত এই কাউন্টার খোলা হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া না হয় ততদিন ওই ভবনেই কাউন্টার থাকবে।' রবিবার দেখা গেল কর্মতীর্থ বিল্ডিংয়ের একটি ঘরে টিকিট কাউন্টার খোলার জন্য শেষমুহূর্তের কাজ চলছে।

যদিও এখানে কাউন্টার থাকলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। বয়স্করা সবচেয়ে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। কারণ ওই ভবনে বসার ব্যবস্থা নেই। এছাড়া নেই কোনও শৌচালয়। পানীয় জলের ব্যবস্থাপনারও অভাব রয়েছে। ফলে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। যদিও এ ব্যাপারে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা বললেন,

কর্মতীর্থ বিল্ডিংয়ে সাফারির টিকিট বুকিংয়ের কাউন্টার। মাদারিহাটে।

'আমরা শৌচালয়ের জন্য পাশের যুব আবাসের আধিকারিকের কাছে আবেদন জানাব। আর বয়স্ক পর্যটকদের বসার জন্য দুটো বেঞ্চও রাখা হবে।' এছাড়া সাফারির টিকিটের বিষয়ে বনাধিকারিক জানান, সোমবার দুপুর ২টোয় প্রথম সাফারির ট্রিপের টিকিট রবিবার বিকাল থেকে দেওয়া হল। এছাড়াও সোমবার সকাল থেকে হাতি সাফারিও শুরু হয়ে যাবে।

বন দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মাদারিহাটের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মধ্যেই সঞ্জয় দাস নামে এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'আমাদের মূল দাবি, গাড়ি সাফারির টিকিট অনলাইনে বুকিং করার নিয়ম দ্রুত চালু করা হোক। তাহলে পর্যটকদের সুবিধা হবে।' তবে অপরদিকে হলং বিটের কাছে আরও একটি সেতু ভেঙে পড়ায় লোকনৃত্যের আয়োজন নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। খাউচাঁদপাড়ার তপশিলি উপজাতি মহিলা দলের সদস্যারা এই নাচ পর্যটকদের সামনে পরিবেশন করেন। বিনিময়ে তাঁদের কিছু অর্থ উপার্জন হয়। খাউচাঁদপাড়ার বাসিন্দা শম্ভু সুব্বা এনিয়ে বললেন, 'আমাদের এখানকার মহিলাদের রোজগার বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাঁরা পর্যটকদের কাছে নাচ পরিবেশন করে কিছু উপার্জন করতেন। তাই আমরা চাই এব্যাপারে একটি বিকল্প ব্যবস্থা করা হোক।'

প্রতিবন্ধকতা উড়িয়ে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন

কৌশিক দাস

বড়দিঘি, ১৯ অক্টোবর : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। কিন্তু হতে পারেনি। বাস্তবের অমল কিন্তু রোদ্দুর হতে পেরেছে। অমলের পুরো নাম অমল রায়। বয়স আঠাশ, উচ্চতা প্রায় আড়াই ফুট। এই উচ্চতার জন্য ছোটবেলা থেকে তাঁকে কম কটূক্তি কিংবা হেনস্তার শিকার হতে হয়নি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এবং দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন অমল। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন কনটেন্ট বানিয়ে রীতিমতো জনপ্রিয় তিনি। নেটিজেনদের কাছে অবশ্য তিনি 'দুষ্টু অমল' নামেই বেশি পরিচিত।

মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ি অমলের। বাবা বাবুরাম রায় সামান্য কৃষক। দিন আনা-দিন খাওয়া পরিবার। অমলের পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেজন্য বাবুরাম অনেক কষ্ট করে দিনমজুরি করে পড়াশোনা শিখিয়েছেন ছেলেকে। ময়নাগুড়ি কলেজ থেকে ২০২১ সালে গ্র্যাজুয়েশন করেন। এরপর পরিবারের হাল ধরতে আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রাইভেট

অমল রায়।

টিউশনকে। চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যদি কোনও সরকারি অথবা বেসরকারি কোনও প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরি পাওয়া যায়। কিন্তু চাকরি পাননি।

সেসময় তীব্র হতাশায় ডুবতে শুরু করেন। দু'বেলা পেটভরে খাওয়াই মুশকিল। এরমধ্যে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছু তো একটা করতেই হবে। সেই থেকে ভিডিও বানানোর কথা মাথায় আসে। বিভিন্ন সামাজিক এবং হাস্যকৌতুক ভিডিও বানানো শুরু করলেন অমল। ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হতে শুরু করেন। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। এটাই এখন অমলের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমলের কথায়, 'প্রথমেই সেভাবে সাফল্য আসেনি। তবে এখন কনটেন্ট বানিয়ে ভালোই রোজগার হচ্ছে। বহু মানুষ ভালোবাসা দিচ্ছেন।' বর্তমানে ফেসবুকে তাঁর ৭৫ হাজার ফলোয়ার রয়েছেন।

ছেলের কথা বলতে গিয়ে বাবুরাম বললেন, 'একদিকে শারীরিক বাধা, অন্যদিকে কটূক্তি, লাঞ্ছনা। কিন্তু সেসব বাধাকে অতিক্রম করে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে ছেলেটা। হাঁটতেও সমস্যা হয় ওর। কিন্তু হাল ছাড়েনি। নিজের পরিশ্রম দিয়ে ছেলেটা কিছু করার চেষ্টা করছে।'

কর্মখালি

কার্টুন ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ির লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। বেতন 12000/- + পেট্রোল 8116743501.

•

Basian Islamia Senior Madrasah (Govt. Recognised Un-Aided) Wanted Teachers Subjects : Bio-Science (Life Science), English Qualification : Graduate with D.El.Ed/B.Ed Apply by : 27 Oct 2025 Interview : 10 Nov 2025, 12 P.M. Apply in person with resume. No online applications. Address : Basian, Raiganj, Uttar Dinajpur, WB-733156. (K)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 7125 9502 6410 Govt. of India নাম ভুল থাকায় গত 17-10-25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Uma Benarjee এবং Soma Banerjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার পুরো এবং শুভ নাম Uma Benarjee প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা তৈরি হলো। ছাট গুড়িয়াহাটি, P.S. কোতোয়ালি, P.O. + Dist. কোচবিহার। (C/118152)

•

আধার কার্ড নং 5806 4287 3977 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 17-10-25, J.M. 1st Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Bablu Sekh এবং Bablu Mia, বাবা Najarul Sekh এবং Nazrul Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার নাম Bablu Sekh, S/o. Najarul Sekh আধার কার্ডে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ঃ মাটিকাটা, পোঃ মধুপুর, থানা- পুণ্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার, পঃবঃ। (C/118154)

•

ভোটার লিস্ট, 2002, S.L. নং 523, পার্ট নং 183-5, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভোটার ID কার্ড নং WB/01/005/546297 আমার এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 17-10-25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ajina Bibi এবং Ajina Khatun এবং স্বামী Amir Hossain এবং Amir এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক এবং প্রকৃত নাম Ajina Khatun এবং আমার স্বামীর সঠিক এবং প্রকৃত নাম Amir Hossain, দুধের কুঠি দেওয়ান বস, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- কোচবিহার, পিন- 736170. (C/118153)

আজ টিভিতে

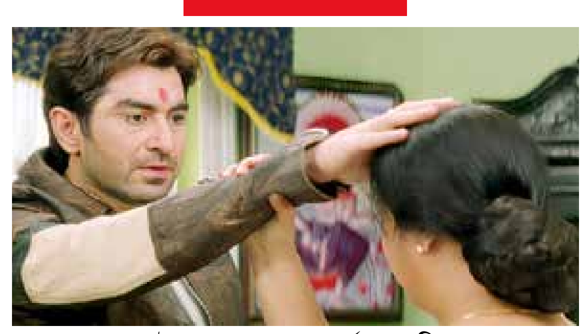

ওয়ান্টেড দুপুর ১২.১৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১২.১৫ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.০০ ইডিয়ট, সন্ধে ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিশমিশ, দুপুর ১.০০ পাগলু, বিকেল ৪.০০ পাওয়ার, সন্ধে ৭.০০ সতীর একান্নপীঠ, রাত ১১.০০ ফুল আর পাথর
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ আজকের সন্তান, দুপুর ১২.০০ আসল নকল, ২.৩০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ বদনাম, রাত ১১.০০ সুইৎজারল্যান্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সাধক বামাক্ষ্যাপা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসার ছোঁয়া
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০৫ বিবি নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.২৮ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.১৫ ভীমা, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী, রাত ১০.৫৯ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার
জি বলিউড : সকাল ১০.৫৪ ফুল বনে অঙ্গারে, দুপুর ২.০৬ নসিব অপনা অপনা, বিকেল ৫.০১ আদমি, রাত ৮.০০ ফুল অওর অঙ্গার, ১০.৫২ আগ সে খেলেঙ্গে
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৫০ এতরাজ, বিকেল ৪.৩৮ কৃশ-থ্রি, সন্ধে ৭.৩০ অপরিচিত-দ্য স্ট্রেঞ্জার, রাত ১০.১৫ চক্র কা রক্ষক

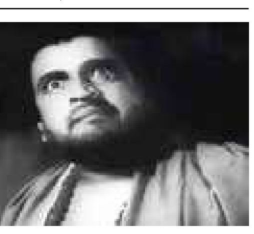

সাধক বামাক্ষ্যাপা
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

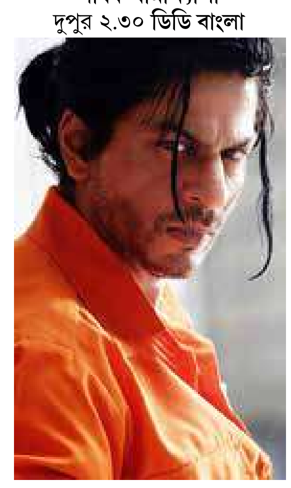

ডন-টু সন্ধে ৬.৩১
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.০৫ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, বিকেল ৩.৫২ মনমর্জিয়া, সন্ধে ৬.৩১ ডন-টু, রাত ৯.০০ রাষ্ট্র কবচ ওম, ১১.১৭ হ্যাপি ভাগ জায়েগি

কালীপুজো উপলক্ষ্যে

কাঁচা মাছের সর্ষে পোস্ত রান্না শেখাবেন পুষ্পিতা রায়চৌধুরী এবং প্রিয়াংকা মুখার্জি। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্বাভাবিক ব্যবহার বজায় রাখুন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কমবে। কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। বৃষ : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। অন্যায়কারীকে সমর্থন করতে যাবেন না। রোগমুক্তিতে স্বস্তি। মিথুন : অর্থ নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে। ভাইবোনের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। কর্কট : আপনার উদারতায় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে সুস্থ করে মানসিক তৃপ্তি। সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি লাভ। কন্যা : পুরোনো কোনও রোগ নিয়ে অহেতুক চিন্তা ত্যাগ করুন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে সুফল পাবেন। তুলা : প্রায় বিনা কারণেই কর্মক্ষেত্রে অপদস্থ হতে পারেন। কাজ ফেলে রাখবেন না। দাম্পত্যে শান্তি। বৃশ্চিক : নিজের সৃজনমূলক কাজকে পেশা বানানোর সিদ্ধান্ত। বাড়তি বিনিয়োগে তেমন ফল মিলবে না। ধনু : স্ত্রীর দ্বারা উপকৃত হবেন। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অশান্তি। মকর : পেশার পরিবর্তনের চিন্তা আসবে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কুম্ভ : আপনার সিদ্ধান্তের ওপর সাফল্য নির্ভর করছে। প্রেমের সমস্যা কেটে যাবে। মীন : সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদে স্বস্তি মিলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৮ আশ্বিন, ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২ কাতি, সংবৎ ১৪ কার্তিক বদি, ২৭ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪০, অঃ ৫।৫। সোমবার, চতুর্দশী দিবা ২।৫৭। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ৮।৩২। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৩।৪১। শকুনিকরণ দিবা ২।৫৭ গতে চতুষ্পাদকরণ রাত্রি ৩।৪২ গতে নাগকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।৩২ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ২।৫৭ গতে ঈশানে। কালবেলাদি- ৭।৫ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ২।১৪ গতে ৩।৪০ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৪৮ গতে ১১।২২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও উত্তরে যাত্রা নিষেধ, দিবা ১১।২১ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ২।৫৭ গতে যাত্রা নাই, দিবা ৩।৪০ গতে পুনর্যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩২ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৫৭ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট। দিবা ২।৫৭ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দিবা ২।৫৭ মধ্যে চতুর্দশীর উপবাস। চতুর্দশ যমতর্পণ, দিবাস্নান কর্তব্য। ভূতচতুর্দশীকৃত্য। শস্ত্রাহত চতুর্দশী। নরকচতুর্দশী। আচারবশতঃ চতুর্দশ শাকভক্ষণ। গোস্বামিমতে যমচতুর্দশী ও ধর্মরাজপুজো। অমাবস্যার নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।৫ গতে রাত্রি ৬।৪১ মধ্যে লক্ষ্মীপুজো ও অলক্ষ্মীপুজো এবং উল্কাদানাদি। মধ্যরাত্রিতে শ্রীশ্রী শ্যামাপুজো। দেবীর দীপযাত্রা। দীপাবলি। দেওয়ালি। দেবগৃহাদিতে দীপদান। দিবা ২।৫৭ গতে অক্ষয়া (মৌনী) স্নানদানাদি। শেষরাত্রি ৪।৪ গতে পরারুণোদয়ে করতোয়া স্নানে বহুশত সূর্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফল সমফল। কবি অতুলপ্রসাদ সেনের জন্মদিন (১৮৭১)। শ্রীশ্রীমা তারাদেবীর আর্বিভাব। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে ও হালিশহরে রামপ্রসাদের ভিটায় শ্রীশ্রীকালীপুজো ও উৎসব, তারাপীঠে শ্রীশ্রীমা তারামায়ের পুজো। ত্রিপুরা রাজ্যের পীঠস্থান উদয়পুরে শ্রীশ্রী ত্রিপুরেশ্বরী দেবালয়ে বিশেষ পুজো ও মেলা। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রামদাস বাবাজি মহারাজের তিরোভাব তিথি উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২০ মধ্যে ও ৮।৪৮ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ১০।৫৫ মধ্যে ও ২।২৪ গতে ৩।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মণ্ডপে মা। রবিবার বালুরঘাট স্পোর্টিং ক্লাবে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

উদ্বোধন নিয়ে রেষারেষি

বালুরঘাটে মণ্ডপের সামনে আচমকা রাস্তা সংস্কার

সুবীর মহন্ত ও পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ অক্টোবর : সংস্কৃতির শহর বালুরঘাট। হাতে হাত মিলিয়ে এ শহর নিজেদের কৃষ্টির কথা বলে। অথচ সেখানে পুজো উদ্বোধনের মতো বিষয় নিয়ে রেষারেষি! কোন নেতা ক'টা পুজোর উদ্বোধন করবেন তা নিয়ে ইগোর লড়াই শুরু হয়েছে সেই দুর্গাপুজোর নিরঞ্জনপর্বেই। কালীপুজোতেও সেটা বজায় রইল। কেউ সেলেব্রিটি নিয়ে এলেন, কেউ ছুটলেন গ্রামেগঞ্জে। কে ক'টা পুজো উদ্বোধন করবেন তা নিয়ে চলল দড়ি টানাটানি। স্নায়ুযুদ্ধে একে-অপরকে টেক্কা দিতে নেতারাও সকাল-সন্ধ্যা ছুটলেন এ পাড়া-ও পাড়া। আবার, পুজোর উদ্বোধনে ব্যাঘাত ঘটানোর চেষ্টার অভিযোগও উঠেছে শহরে। এসব মোটেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না সংস্কৃতিপ্রেমী বালুরঘাটবাসী। বিজেপির কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বনাম তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার এই দ্বন্দ্বে বিরক্ত পুজো উদ্যোক্তারাও।

পুজোর উদ্বোধন ঘিরে স্নায়ুযুদ্ধে এক ধাপ এগিয়ে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে পুজোর উদ্বোধন করেছেন পুর চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। এদিন সন্ধ্যায় সুকান্তর দত্তক নেওয়া গ্রাম চকরাম এলাকায় গিয়ে কালীপুজোর উদ্বোধন করেন। এর মাধ্যমে যেন বুঝিয়ে দেওয়া হল, নিজের দত্তক নেওয়া গ্রামেই আমন্ত্রণ পাননি সাংসদ। তারপরে শহরের প্রিন্স ক্লাব, আবার গ্রামে গিয়ে বাদামাইল যুব সংঘ ক্লাবের পুজো উদ্বোধন সারেন তিনি। শেষে শহরের খেয়ালি সংঘ, নিজের ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লি ও কলেজ স্কোয়ার ক্লাবের পুজো উদ্বোধনে ছিলেন চেয়ারম্যান। সাংসদ দুটি উদ্বোধন করলে চেয়ারম্যান করছেন ছ'টি।

বালুরঘাটে এই রাস্তার কাজ নিয়ে বিতর্ক।

সম্প্রতি তৃণমূল শহর সভাপতি সুভাষ চাকির বালুরঘাট স্পোর্টিং ক্লাবের পুজো উদ্বোধনের কথা ছিল সুকান্ত মজুমদারের। পরে চাপে পড়ে ক্লাব কর্তৃপক্ষ পিছিয়ে যায়। ওই বিতর্কের রেশ কাটতে না কাটতেই সাড়ে তিন নম্বর মোড় ক্লাবের পুজো উদ্বোধন নিয়ে নতুন করে বিতর্কে জড়ায় তৃণমূল-বিজেপি। এদিন সকালে মণ্ডপের সামনের রাস্তায় বাঁশ দিয়ে প্যান্ডেল বানিয়ে আলোকসজ্জা ও চাঁদোয়া বিছানো শুরু হয়েছিল। একটি অস্থায়ী মঞ্চ তৈরি হচ্ছিল। রবিবার সন্ধ্যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের তোড়জোড় চলছিল। কিন্তু, সকালে রোড রোলার নিয়ে রাস্তা সংস্কারের দল সেখানে যায়। অভিযোগ, পুরসভার রাস্তার কাজের জন্য প্যান্ডেলের বাঁশ খুলতে হয়। অন্যান্য কাজও আটকে যায়। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই কাজ করা হয়েছে বলে বিজেপি ও ক্লাব কর্তৃপক্ষ অভিযোগ তোলে। যদিও সন্ধ্যায় অভিনেত্রী সোহিনী সরকারকে দিয়েই সেই পুজোর উদ্বোধন করান সুকান্ত। বিজেপি শহর মণ্ডলের সভাপতি সমীরপ্রসাদ দত্ত বলেন, এই সরকারের কাজ বাগড়া দেওয়া। সুকান্তবাবু উদ্বোধন করবেন জেনেই ব্যাঘাত ঘটাতে রাস্তা সংস্কারের কাজ করতে এসেছিল পুরসভা। এভাবে সুকান্তদাকে আটকানো যাবে না।

যদিও বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যানের দাবি, বালুরঘাটবাসী যাতে সুন্দরভাবে প্রতিমা দর্শন করতে পারেন, তাই পুজোর আগে রাস্তা সংস্কার করা হয়। সোমবার পুজো, তাই রবিবার মণ্ডপের সামনের বেহাল রাস্তাগুলি সংস্কার হচ্ছে। এটা শিডিউল ওয়ার্ক। কিন্তু বিজেপি যেভাবে তৃণমূল পরিচালিত বালুরঘাট পুরসভার বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে নেমেছে, তাতে ওদের উদ্দেশ্য মানুষ বুঝতে পারছেন। ওরা শহরের উন্নয়নমূলক কাজ না করে, শুধুমাত্র ক্লাবগুলিকে পয়সা দিয়ে কিনে নিতে চাইছে। শহরের ঐতিহ্য নষ্ট করছে। মানুষই এর জবাব দেবে।

রাজনৈতিক তর্জা

- সুকান্ত ও পুর চেয়ারম্যানের মধ্যে পুজো উদ্বোধন নিয়ে রেষারেষি
- সুকান্তর পুজো উদ্বোধনের আগে পুরসভার বিরুদ্ধে ব্যাঘাত ঘটানোর অভিযোগ
- সুকান্ত ২টি উদ্বোধন করলে অশোক ছুটছেন ৬টি ক্লাবে
- কুৎসা ছড়ানোর অভিযোগ ওঠায় বিরক্ত শহরবাসী

শ্যামাপুজোর বহু মণ্ডপে বিপ্লব

বুনিয়াদপুর, ১৯ অক্টোবর : সোমবার কালীপুজো। তাই কালীপুজোর আগের দিন অর্থাৎ রবিবার থেকে বুনিয়াদপুর ও বংশীহারীতে কালীপুজোর উদ্বোধন শুরু হয়ে গিয়েছে। এই এলাকায় বেশ কয়েকটি বিগ বাজেটের পুজো হয়। দর্শনার্থীরা যাতে বেশিদিন ধরে ঠাকুর দেখতে পারেন, তাই এদিন থেকে বিগ বাজেটের পুজোগুলির উদ্বোধন শুরু হয়ে গিয়েছে।

বুনিয়াদপুরে ৬টি ও বংশীহারীর দৌলতপুরে ২টি কালীপুজোর মণ্ডপের উদ্বোধন করেছেন ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র। বংশীহারীর যুবশ্রী ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন করেন তিনি। এবছর এই পুজোটি ৪২তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এরপর তিনি যুব শক্তি ক্লাবের শ্যামাপুজোর মণ্ডপের উদ্বোধন করেন। তারপর তিনি পিরতলার বুনিয়াদপুর তরুণ সংঘের শ্যামাপুজোর মণ্ডপের উদ্বোধন করেন।

এছাড়া বুনিয়াদপুর ফুটবল মাঠে অগ্রগামী ক্লাবের পুজোর উদ্বোধনও করেন। শেষে দৌলতপুর বিদ্রোহী ক্লাব ও যুব সংঘের পুজো উদ্বোধন হয়। বেশকিছু মণ্ডপে এদিন দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। মন্ত্রী বিপ্লবের কথায়, 'আমি সকলকে জাতি-ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে পুজোর ক'টা দিন আনন্দ করার আহ্বান জানাই।'

মডার্ন ক্লাবে মহাকুম্ভ

কুশমণ্ডি, ১৯ অক্টোবর : ৫৪ বছরে পদার্পণ করল কুশমণ্ডি ব্লকের মডার্ন ক্লাব। এবারের কালীপুজোয় তাদের বাজেট ৩ লক্ষ টাকা। মডার্ন ক্লাবের থিম মহাকুম্ভ। কুশমণ্ডি থানা এলাকার কয়েক হাজার মানুষ এবার মহাকুম্ভ দর্শন করেছেন। তবে ইচ্ছে থাকলেও অনেকে সেখানে যেতে পারেননি। তাঁদের ইচ্ছে পূরণের জন্যই মহাকুম্ভের আয়োজন।

পুজো কমিটির সম্পাদক বুদ্ধদেব মাহালি বলেন, মণ্ডপে ঢুকলেই দর্শনার্থীরা আলাদা জগতে প্রবেশ করবেন। জলধারা থেকে সাধুদের আখড়া যেমন থাকবে, পাশাপাশি এলইডি স্ক্রিনে দেখানো হবে মহাকুম্ভের আসল দৃশ্য। শিল্পী বুবাই বসাক এখন রাতদিন পরিশ্রম করে চলেছেন মহাকুম্ভের পরিবেশ তৈরিতে। পুজোমণ্ডপ থেকে দরিদ্রসেবা করা হবে। স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে একদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে বলে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন।

লরির ধাক্কায় মৃত

গঙ্গারামপুর, ১৯ অক্টোবর : গঙ্গারামপুর শহর সংলগ্ন নারই রাইস মিলের সামনে শনিবার লরির ধাক্কায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃতের নাম রবিন মার্ডি (৪৭)। এদিন ওই রাইস মিলে লরিটি ঢোকার সময় হঠাৎ রবিন লরির সামনে চলে আসেন। লরির ধাক্কায় তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। তাঁকে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। রবিবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত

হরিরামপুর, ১৯ অক্টোবর : গত শুক্রবার ও শনিবার হরিরামপুর ব্লকের বেশকিছু জায়গায় অভিযান চালিয়ে মোট ২২ কেজি শব্দবাজি আটক করেছে পুলিশ। ছোট ও বড় বিভিন্ন চকোলেট বোম, লংকাবাজি, কালিপটকা সহ বাজারমূল্যে প্রায় লক্ষাধিক টাকার শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করা হলেও কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে জানান হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার।

থানায় অভিযোগ

পতিরাম, ১৯ অক্টোবর : এক বধূকে মারধরের অভিযোগে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের নামে পতিরাম থানায় লিখিত অভিযোগ করলেন ওই বধূ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বারো বছর আগে মণিপুর এলাকায় ওই বধূর বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে স্ত্রীকে বাপের বাড়িতেই রাখতেন স্বামী। তিনদিন আগে আট বছরের কন্যাকে নিয়ে ওই বধূ স্বামীর বাড়িতে ফিরলে স্বামী ও পরিবারের সদস্যরা মিলে তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। মারধরের ফলে বধূর একটি হাত ভেঙে যায়।

বেগুনের কেজি ৮৫ টাকা

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৯ অক্টোবর : সবজির বাজারে ফের আগুন! বেগুন কিনতে হাতে ছ্যাঁকা লাগার দশা বৈষ্ণবনগর, চর সুজাপুর, পার লালপুর, গোপালপুরের মতো গ্রামীণ হাটবাজারে। এটাই যেন চাষিদের জন্য 'শাপে বর'। সকাল থেকে প্রতি কিলো বেগুন বিক্রি হয়েছে ৮০ থেকে ৮৫ টাকায়। এই দাম শুনে সাধারণ ক্রেতারা হতবাক হলেও মুখে হাসি বেগুনচাষিদের। সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতি, অতিবৃষ্টি এবং মাঠজমি নষ্ট হওয়ার পর এবার প্রথম লাভের মুখ দেখছেন চাষিরা।

স্থানীয় কৃষক ও বিক্রেতাদের দাবি, টানা বর্ষণ ও নদীর জল উপচে পড়ায় সেপ্টেম্বর মাসে বৈষ্ণবনগর ব্লকের অন্তত ৭০টি গ্রাম আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে জলবন্দি ছিল। সেই সঙ্গে বেগুন, ঢ্যাঁড়শ, টমেটো, কুমড়ো সহ বহু ফসল খেতেই পচে যায়। ফলে বাজারে সরবরাহ কমে যায় ৫০ শতাংশেরও বেশি।

আবদুল রহিম নামে স্থানীয় এক সবজি বিক্রেতা বলেন, 'দু'মাস ধরে জলে ডুবে ছিল খেত। অনেক চাষির ফসল একেবারেই নষ্ট। যাঁরা কোনওভাবে বাঁচাতে পেরেছেন, তাঁরা আজ এই দাম পেয়ে খুশি। আমাদের কাছেও ফসল কম আসে, তাই পাইকারিতে দামও বেশি।' অপর বিক্রেতা হাসান শেখের কথায়, আগে ৩০-৩৫ টাকায় বেগুন বিক্রি হত, এখন সেই বেগুনই পাইকারিতে ৬০ টাকা কেজি। ফলে খুচরো বাজারে ৮০ টাকাতেও ক্ষতি হচ্ছে না।

অন্যদিকে, চাষিদের মুখে হাসি থাকলেও ক্রেতাদের মধ্যে ক্ষোভ তীব্র। বৈষ্ণবনগর বাজারে কেনাকাটা করতে আসা রহিমা বেগম বললেন, বেগুন, আলু, কুমড়ো- সবকিছুর দাম বাড়ছে। এককালে যে বেগুন দিয়ে তিনবেলা রান্না হত এখন সেটা বিলাসবস্তু। অপর ক্রেতা সঞ্জয় দাসের মন্তব্য, কালীপুজোর আগে এমন দাম হলে উৎসবের বাজার করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর নাভিশ্বাস উঠবে।

তবে চাষিদের বক্তব্য, এই দাম তাঁদের বাঁচিয়েছে। বৈষ্ণবনগরের চাষি সৌগত মণ্ডল জানালেন, 'বন্যায় ধান-পাট সব নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বেগুনই কিছুটা ফলন দিয়েছিল। এই দামে বিক্রি করে আগের ক্ষতি কিছুটা পুষিয়ে নিচ্ছি।' আরেক চাষি মোসলেম শেখের কথায়, বন্যার ধাক্কা থেকে চাষিকে ফিরিয়ে আনতে সরকার সহায়তা দেয়নি। তাই বাজারের এই উঁচু দামই এখন ভরসা।

কৃষি দপ্তর বলেছে, মালদা জেলায় প্রায় ৪০-৪৫ শতাংশ বেগুন চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ইংরেজবাজার, মানিকচক ও বৈষ্ণবনগরের মতো পাইকারি বাজারে বেগুনের রপ্তানি আগের তুলনায় প্রায় অর্ধেক। ফলস্বরূপ পাইকারি ও খুচরো বাজারেই দামে আগুন লেগেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা শেখ আবদুল হক বলেন, চাষিদের মুখে হাসি ফুটেছে, সেটা ভালো। কিন্তু ক্রেতার কপালে ভাঁজ পড়েছে। বন্যার মতো দুর্যোগে দু'পক্ষের ভাগ্যের পার্থক্যটাই স্পষ্ট। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত চিত্র, ক্রেতার চোখে জল আর চাষির মুখে হাসি, বৈষ্ণবনগরের সবজি বাজারে এখন এই দুই রূপই চলছে পাশাপাশি।

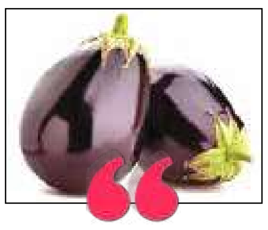

> দু'মাস ধরে জলে ডুবে ছিল খেত। অনেক চাষির ফসল একেবারেই নষ্ট। যাঁরা কোনওভাবে বাঁচাতে পেরেছেন, তাঁরা আজ এই দাম পেয়ে খুশি। আমাদের কাছেও ফসল কম আসে, তাই পাইকারিতে দামও বেশি।
>
> **আবদুল রহিম** সবজি বিক্রেতা

জলকাদায় নাকাল বোরাগীপাড়া

কুমারগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : কুমারগঞ্জের দিওর খরাইল এলাকার বোরাগীপাড়ার বাসিন্দা সন্ধ্যা দাসের বয়স সত্তর পেরিয়েছে।

দিনকয়েক আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যেতে হয়েছিল। কেন? কারণ, এলাকার রাস্তা এতটাই বেহাল যে কোনও গাড়ি তো দূরস্থান, এমনকি টোটো বা বাইকও ঢুকতে পারে না। সেখানকার জনা পঞ্চাশেক বাসিন্দা এমন ভোগান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

দেড়শো মিটার কাঁচা রাস্তাই তাঁদের দুর্ভোগের মূল কারণ। মূল রাস্তা থেকে কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা শেষ হলেই শুরু হয় হাঁটুসমান কাদা ও জল।

দিওর পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দীপক মণ্ডল বলেন, 'সেই রাস্তা সংস্কারের প্রস্তাব গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈঠকে পাশ হয়ে গিয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টাকা ঢুকলেই কাজ শুরু হবে।'

ইটভাটায় কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু

সামসী, ১৯ অক্টোবর : ইটভাটায় কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে চাঁচল-২ ব্লকের ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের হারোহাজরা এলাকায়। মৃতের নাম এটেম মণ্ডল (২২)। বাড়ি ওই এলাকার সদরপুরে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ইটভাটায় কাজে যান এটেম। আর্থমুভারের ধাক্কায় তিনি গুরুতর জখম হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

ইটভাটার মালিক সফিকুল ইসলাম বলেন, 'ওই তরুণ আগেও এখানে কাজ করেছে। এরপর এদিন কাজে যোগ দিতেই এমন দুর্ঘটনা ঘটে। খুব দুঃখজনক ঘটনা। আমি এটেমের পরিবারের পাশে আছি।'

পাটের কাঠি রাখা নিয়ে মারধর

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ১৯ অক্টোবর : পাটের কাঠি রাখা নিয়ে প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা। এরপর প্রতিবেশীদের হামলায় আহত হলেন এক ব্যক্তি। রবিবার সকালে পারলালপুর বাজার এলাকার ওই ঘটনায় গুরুতর জখম অবস্থায় ওই ব্যক্তিকে বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

তাঁর মাথায় সাতটি সেলাই পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। এদিকে, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা গা-ঢাকা দিয়েছেন।

বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, দুই পক্ষের তরফে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তাঁদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। হামলাকারীদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই এলাকায় পাটের কাঠি রাখা নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে বচসা বাধে। এরপর সেখানে সাময়িকভাবে ঝামেলা মেটান হয়। পরে দুপুরে তপন বিশ্বাস বাজারে মাছ কিনতে গেলে অভিযুক্ত প্রতিবেশী বিশ্বজিৎ সরকার, চণ্ডী ভাস্কর ও তাঁদের সঙ্গীরা মিলে তপনকে ধরে বেধড়ক মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। একেবারে কাঠের বাটাম দিয়ে পেছনদিক থেকে তাঁর মাথায় আঘাত করা হয়েছে। আচমকা হামলায় তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর মাথায় সাতটি সেলাই পড়ে।

তপনের স্ত্রী সবিতা বিশ্বাসের কথায়, 'দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবেশী বিশ্বজিৎ সরকার ও চণ্ডী ভাস্করের সঙ্গে পাটের কাঠি রাখা নিয়ে বিরোধ চলছিল।

এদিন সকালে সেই নিয়ে ফের বচসা শুরু হয়। এরপরই পরিকল্পিতভাবে তপনকে আক্রমণ করা হয়েছে।' অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে, ওই ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এমন ঘটনা রুখতে পুলিশি টহল আরও জোরদার করা হোক।

যা ঘটেছে

- দীর্ঘদিন ধরেই প্রতিবেশী বিশ্বজিৎ সরকার ও চণ্ডী ভাস্করের সঙ্গে এলাকায় পাটের কাঠি রাখা নিয়ে তপনের বিরোধ চলছিল
- রবিবার ফের তাঁদের মধ্যে বচসা বাধে
- এরপর অভিযুক্তরা তপনকে রাস্তায় আটকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ
- এদিকে, ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্তরা গা-ঢাকা দিয়েছেন

সিপিআর শেখানোর কর্মসূচি

সামসী, ১৯ অক্টোবর : জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (মাধ্যমিক) ব্যবস্থাপনা ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চাঁচল ব্লকের শুক্রবাড়ি আবুলকাশেম হাই মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত হয় সিপিআর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। কর্মসূচির সূচনা করেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস, এসআই সৈয়দ মাসুদ করিম আনসারি, সহকারী জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অমিতাভ মণ্ডল, বামনগোলা ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুদীপ কুণ্ডু, তন্দ্রা চৌধুরী, মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ওবাইদুর রহমান প্রমুখ। পিছিয়ে পড়া সংখ্যালঘু এলাকায় মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিধায়ক।

সিপিআর একটি জরুরি জীবন রক্ষাকারী কৌশল যা হৃদস্পন্দন বা শ্বাসপ্রশ্বাস হঠাৎ কোনও কারণে বন্ধ হয়ে গেলে প্রয়োগ করা হয়। এতে বুকের সংকোচন ও প্রসারণ, কৃত্রিমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস চালু রাখার কৌশল অন্তর্ভুক্ত থাকে। সিপিআর একটি জরুরি পদ্ধতি যা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট, স্ট্রোক বা ডুবে যাওয়ার মতো প্রাণঘাতী পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়। এর ফলে অনেকের জীবন বাঁচানো সম্ভব হয়।

জেলা টিবি (যক্ষ্মা) আধিকারিক ডাঃ শৌভিক দাস বলেন, 'যতক্ষণ না রোগীর স্বাভাবিক শ্বাস ও হৃদস্পন্দন ফিরে আসে বুকের ওপর বারবার চাপ দেওয়া এবং মুখে মুখ লাগিয়ে শ্বাস চালু রাখার পদ্ধতি এই ব্যবস্থায় প্রয়োগ করা হয়। সিপিআরের মাধ্যমে মস্তিষ্কে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে রক্তপ্রবাহ বজায় রাখা সম্ভব। মালদা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বাণীব্রত দাস বলেন, 'উত্তরবঙ্গে এই প্রথম কোনও মাদ্রাসায় এই ধরনের প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়েছে।'

নয়া উদ্যোগ

তার চুরিতে গ্রেপ্তার ৫

গাজোল, ১৯ অক্টোবর : শনিবার রাতে কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় হানা দিয়ে বিদ্যুতের তার চুরি কাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে গাজোল থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতদের আদালতে পেশ করা হয়েছে। পুলিশের তরফে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৭ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন করা হয়েছে।

গত ১০ ও ১৫ অক্টোবর রানিগঞ্জ-১ এবং রানিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুতের তার চুরি হয়। অভিযোগ পেয়ে গাজোল থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। এরপর গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শনিবার রাতে কালিয়াচক থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কালিয়াচক এবং বৈষ্ণবনগর থানার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় গাজোল থানার পুলিশ।

প্রথমে গ্রেপ্তার করা হয় কালিয়াচক থানার ঝাবরা গাইনপাড়া গ্রামের বাসিন্দা রেণু শেখকে।

এরপর পুলিশি অভিযান চলে বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায়। গ্রেপ্তার করা হয় খোয়ারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আক্কাস আলিকে, দেওনাপুর গণেশ মণ্ডলপাড়া গ্রামের বাসিন্দা প্রেমকুমার মণ্ডল, চর সুজাপুর দিয়ারা আমতলা গ্রামের বাসিন্দা কালাচাঁদ মণ্ডল ওরফে কালু, দেওনাপুর লালভুট্টিপাড়া গ্রামের বাসিন্দা প্রেমকুমার মণ্ডলকে। ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় ১২ কুইন্টাল তার উদ্ধার করা হয়েছে।

বিদ্যুৎ চুরি

কুমারগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : বটুনে নৃপেন্দ্রনাথ প্রামাণিক নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে অবৈধভাবে বিদ্যুৎ সংযোগের পর্দা ফাঁস করল কুমারগঞ্জ বিদ্যুৎ দপ্তর। স্টেশন ম্যানেজার নাজমুল হক রবিবার পতিরাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

কড়া প্রশাসন

কুমারগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : কুমারগঞ্জ ব্লক প্রশাসন টোটো রেজিস্ট্রেশন নিয়ে কঠোর পদক্ষেপ করেছে। শনিবার বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, প্রতিটি টোটোর মালিককে বাধ্যতামূলকভাবে রেজিস্ট্রেশন করাতে হবে। যাঁরা অনুমোদিত ডিলার থেকে টোটো কিনেছেন, তাঁরা সংশ্লিষ্ট ডিলারের মাধ্যমেই রেজিস্ট্রেশন করাতে পারবেন।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, খুব শীঘ্রই টোটোর নির্দিষ্ট রুট নির্ধারণ করা হবে। রবিবার এলাকায় এই জন্য সচেতনতামূলক প্রচারও হয়েছে।

ওডিশার মন্দিরের নকশা চকভৃগু প্রিন্স ক্লাবে

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ অক্টোবর : বালুরঘাটের ঐতিহ্যবাহী চকভৃগু প্রিন্স ক্লাবের ৬৪তম বর্ষের কালীপুজো এবার দর্শকদের চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো নতুনত্ব নিয়ে এসেছে। এবারের মণ্ডপ তৈরি হয়েছে ওডিশার এক মন্দিরের নকশায়। যেখানে স্থানীয় শিল্পীদের নৈপুণ্যে ফুটে উঠেছে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার এক অনন্য সমন্বয়।

মণ্ডপশিল্পী লিটন ভৌমিক পুজোর মণ্ডপ সাজিয়েছেন অত্যাধুনিকভাবে। স্বনামধন্য মৃৎশিল্পী উত্তম পাল তৈরি করেছেন 'আটবাংলা' সাজের প্রতিমা, যা এবারের পুজোর প্রধান আকর্ষণ। আলোকসজ্জা করছেন মৃদুল পাল এবং শব্দ পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছেন শেখর মহন্ত।

চকভৃগু প্রিন্স ক্লাবের কালীপুজোকে ঘিরে বালুরঘাটবাসীর উন্মাদনা এখন তুঙ্গে। প্রতি বছরই তারা বালুরঘাটবাসীকে নতুন কিছু উপহার দিয়ে আসছে। এবছরও সাড়াজাগানো মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে বলে মত ক্লাব কর্তৃপক্ষের। তার সঙ্গে সাবেকি প্রতিমার ঐতিহ্য বজায় রাখা হচ্ছে। পুজো কমিটির সম্পাদক লেনিন সরকার বলেন, 'প্রতি বছর আমরা নতুন কিছু দেখানোর চেষ্টা করি। এবারের মণ্ডপে সাড়াজাগানো নকশা থাকছে। কিন্তু পুরোনো প্রতিমার ঐতিহ্যও সংরক্ষণ করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের জন্য পুজোয় আকর্ষণের কোনও কমতি থাকবে না।'

চকভৃগু প্রিন্স ক্লাবের মণ্ডপসজ্জা।

এদিন ভারত সেবাশ্রম সংঘ বালুরঘাট শাখার অধ্যক্ষ স্বামী বিষ্ণুরূপানন্দজি মহারাজ, বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পুজোর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল উত্তম ঢাকি ও তাঁর সম্প্রদায়ের বাজনা পরিবেশন। প্রতিবছরই বালুরঘাটবাসী এই পুজোকে ঘিরে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি করেন। এবারের কালীপুজোও সেই ধারাবাহিকতায় শহরকে আনন্দে ভাসিয়ে দেবে বলে বিশ্বাস সকলের। স্থানীয় বাসিন্দা অমিতাভ দাস বলেন, 'বালুরঘাটের প্রিন্স ক্লাবের কালীপুজো মানেই আনন্দ, উৎসবমুখর পরিবেশ। রবিবার সন্ধ্যা থেকেই মানুষ পুজোমণ্ডপের দিকে ছুটছে। এলাকাবাসীর উন্মাদনা চোখে পড়ার মতো, সবাই আনন্দে মাতোয়ারা।'

> প্রতি বছর আমরা নতুন কিছু দেখানোর চেষ্টা করি। এবারের মণ্ডপে সাড়াজাগানো নকশা থাকছে। কিন্তু পুরোনো প্রতিমার ঐতিহ্যও সংরক্ষণ করা হয়েছে। দর্শনার্থীদের জন্য পুজোয় আকর্ষণের কোনও কমতি থাকবে না।
>
> **লেনিন সরকার** সম্পাদক, পুজো কমিটি

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

03.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93D 75084 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করে আমি অবিশ্বাস্যভাবে কৃতজ্ঞ। এই অভিজ্ঞতা আমাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আশা এবং আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে এই সুন্দর একটি আশীর্বাদের জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা জুবের লাই মিদ্যা - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ভোটারের নাম বাদ গেলে আইনি সহায়তার আশ্বাস

বিকাশের নিশানায় এসআইআর

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ১৯ অক্টোবর : 'অমিত শা আর নরেন্দ্র মোদি যদি তাঁদের বাপঠাকুরদার জন্ম সার্টিফিকেট দেখাতে পারেন, তবে ভারতের আশি ভাগ মানুষও দেখাতে পারবেন। আসলে গরিব প্রান্তিক মানুষকে ভোটের অঙ্গন থেকে বের করে দিতে চাইছেন তাঁরা। আর ভোটের ক্ষমতা কেড়ে নিতেই এসআইআর। বিহারে হয়েছে, এবার বাংলায়।' শনিবার সন্ধ্যায় মালদায় সারা ভারত খেতমজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবী ইউনিয়নের আয়োজিত সেমিনারে যোগ দিতে এসে এসআইআর নিয়ে এমনটাই মন্তব্য করেন বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। তিনি আরও বলেন, 'এরাজ্যে কারও নাম জোর করে বাদ দিলে আমরা বামেরা আইনি সহায়তা দেব।'

শনিবার ছিল সারা ভারত খেতমজুর ও গ্রামীণ শ্রমজীবী ইউনিয়নের তৃতীয় জেলা সম্মেলন। কালিয়াচকের নজরুল ভবনে সম্মেলনটি হয়। মালদা শহরের বিপিনবিহারী ঘোষ টাউন হলে সেমিনার হয়। দুটি অনুষ্ঠানেই হাজির ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন কৃষক নেতা বিশ্বনাথ ঘোষ, জামিল ফিরদৌস, বাম নেতা অম্বর মিত্র, সিপিএমের জেলা সম্পাদক কৌশিক মিশ্র প্রমুখ। সেমিনারে বিকাশ তাঁর বক্তব্যে নরেন্দ্র মোদি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে তির্যক মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অযৌক্তিক মন্তব্য নিয়ে লোক হাসাহাসি করে। আমাদের লজ্জা করে। উত্তরবঙ্গে বন্যা রুখতে পাহাড়ে ম্যানগ্রোভ লাগাবেন মুখ্যমন্ত্রী, আর নাকি শিব মন্দির করে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, গণেশের মাথা নাকি কসমেটিক সার্জারি করে লাগানো হয়েছে। তিনি আবার বলেছেন, মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন মনে হয়েছিল মায়ের গর্ভে জন্মেছেন, মা মারা যাওয়ার পর মনে হয়েছে তাঁকে পরমাত্মা পাঠিয়েছে। বিজ্ঞানীরা হাসে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে হাসির খোরাক ওঁরা।' তাঁর সংযোজন, 'আমাদের চিন্তা চেতনার মধ্যে অযৌক্তিক ভাব, অলৌকিক চিন্তা ধীরে ধীরে ঢুকিয়ে দিতে চাইছে। প্রধানমন্ত্রী এরপর বলবেন, আমি যা করেছি, বলছি সব পরমাত্মার কথা।'

বক্তব্য রাখছেন সাংসদ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। মালদায়।

এসআইআর প্রসঙ্গে বিকাশের মন্তব্য, ভারতবর্ষের সংবিধান বলছে ইলেকশন কমিশন হচ্ছে স্বাধীন নিরপেক্ষ সংস্থা যারা ভোট পরিচালনা করবে। সুপ্রিম কোর্ট বলল, ইলেকশন কমিশনারকে নিয়োগ করার জন্য তিনজনের কমিটি হোক। যাতে ভারসাম্য থাকতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নিজে থাকতে পারেন, বিরোধী দলনেতা থাকবেন এবং ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতি। কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়মকে আইন করে বাতিল করে দিল। তারা ঠিক করল, প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত একজন মন্ত্রী থাকবেন আর বিরোধী দলনেতা। প্রধানমন্ত্রী আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অর্থাৎ নির্বাচন কমিশন নিয়োগ করবেন প্রধানমন্ত্রী নিজেই। তাহলে ওঁর নিয়োগ করা ব্যক্তিটি তাঁদের পুতুল তো হবেনই।

> প্রধানমন্ত্রী আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অযৌক্তিক মন্তব্য নিয়ে আমাদের লজ্জা করে। উত্তরবঙ্গে বন্যা রুখতে পাহাড়ে ম্যানগ্রোভ লাগাবেন মুখ্যমন্ত্রী, আর নাকি শিব মন্দির করে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী বলছেন, গণেশের মাথা নাকি কসমেটিক সার্জারি করে লাগানো হয়েছে। তিনি আবার বলছেন, মা যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন মনে হয়েছিল মায়ের গর্ভে জন্মেছেন, মা মারা যাওয়ার পর মনে হয়েছে তাঁকে পরমাত্মা পাঠিয়েছে।
>
> -বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য

এরপর বিকাশের বক্তব্য, বিহারে বিজেপির জেতার সম্ভাবনা নেই। তাই সেখানে এসআইআর করল। আর এই প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে বেছে বেছে গরিব প্রান্তিক মানুষদের ভোটের অঙ্গন থেকে দূরে সরিয়ে দিল। এবার বাংলায় করছে।

প্রধানমন্ত্রী অবৈধ, মন্তব্য প্রসূনের

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৯ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে ফের এসআইআর জুজু তৃণমূল কংগ্রেসের মুখে। শনিবার মালদার চাঁচলে বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকে দলের জেলা সহ সভাপতি তথা প্রাক্তন পুলিশকর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা সম্পর্কে বেলাগাম মন্তব্য করেন।

বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকে প্রসূন বলেন, 'মোদি অবৈধ প্রধানমন্ত্রী। মোদি-অমিত শা'র জমিদারি চলবে না। এসআইআর হতে দেব না। একজন ভোটারের নাম কাটা গেলেও আদালতের দ্বারস্থ হব। দেশে আইন ব্যবস্থা আছে। এসআইআরে নাম যেমন বিয়োজন হয়, তেমন সংযোজনও হয়। বিহারে কতজন অনুপ্রবেশকারীর নাম বাদ গিয়েছে, তাঁরা কোন ধর্মের এবং কতজনের নাম যোগ হয়েছে, সেই তালিকা নির্বাচন কমিশনকে দিতে হবে।'

তাঁর সংযোজন, 'যদি সংশ্লিষ্ট ভোটাররা অবৈধ হওয়ার ফলে তালিকা থেকে বাদ পড়েন, তাহলে '২৪ সালে সেই ভোটে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। তাহলে তিনিও অবৈধ প্রধানমন্ত্রী।'

প্রসূন ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চাঁচলের বিধায়ক নীহাররঞ্জন ঘোষ, জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন, দলের ব্লক সভাপতি আফসার আলি প্রমুখ।

প্রসূনের এহেন মন্তব্যের পর পালটা আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি। দলের উত্তর মালদা জেলার সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অভিষেক সিংহানিয়া বলেন, 'আসলে বিধানসভা ভোটের আগে উলটো-পালটা বলে বাজার গরম করতে চাইছে তৃণমূল। কিন্তু এসব বলে খুব একটা লাভ হবে না।'

বালুরঘাটের চকভৃগু প্রিন্স ক্লাবের পুজো। রবিবার মাজিদুর সরদারের ক্যামেরায়।

সরকারি হিউমপাইপ বিক্রির অভিযোগ

কাঠগড়ায় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৯ অক্টোবর : কথা ছিল, শ্মশানে যাতায়াতের সুবিধার্থে নয়ানজুলির ওপর একটি সেতু তৈরি হবে। তিন বছর পেরোলেও সেতু তৈরি হয়নি। এদিকে, সেতু তৈরির জন্য সরকারি টাকায় কেনা বেশ কয়েকটি হিউমপাইপ বেআইনিভাবে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। যদিও তাঁর দাবি, ওই সরকারি নির্মাণসামগ্রী পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছিল বলে তিনি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের অনুমতি নিয়ে স্থানীয়দের দিয়েছিলেন। কোনও আর্থিক লেনদেন হয়নি। যাঁরা ওই হিউমপাইপগুলো নিয়েছেন, তাঁদের বক্তব্যও একই।

প্রশ্ন উঠছে, কাজ বন্ধ বলে সরকারি নির্মাণসামগ্রী কীভাবে একজন পঞ্চায়েত সদস্য এভাবে বিলিয়ে দিতে পারেন! আবার গ্রামবাসীর একাংশ সরাসরি অভিযোগ তুলেছেন, টাকার বিনিময়েই হিউমপাইপগুলো বিক্রি করা হয়েছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে হিলি থানার ধলাপাড়া-৩ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাবরায়। যাঁরা পাইপগুলো নিয়ে গিয়েছিলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রবিবার তাঁদের সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সদস্য সুচিত্রা বর্মন মণ্ডল। তিনি বলেন, 'ভিত্তিহীন অভিযোগ। দীর্ঘদিন ধরে শ্মশান এলাকায় পাইপগুলো পড়ে ছিল। বাসিন্দারা আমাকে নেওয়ার জন্য বলেছিল। আমি প্রধানের সঙ্গে কথা বলে অনুমতি নিয়েই বাসিন্দাদের নিতে বলি।' প্রধান বীথিকা ঘোষ স্বীকার করেছেন তাঁর কাছে অভিযুক্ত ওই হিউমপাইপগুলো নেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু বিক্রির বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না বলে দাবি। তাঁর কথায়, 'আমি নিজে পাইপগুলো দেখিনি। বাসিন্দারা নেওয়ার পরে বিষয়টি নজরে আসে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে হিউমপাইপ যথাস্থানে ফেরত দিতে বলেছি।' এর বেশি তিনি আর কিছু মন্তব্য করতে চাননি।

অবৈধভাবে বসানো হিউমপাইপ।

বছর তিনেক আগে ধলাপাড়া-৩ গ্রাম পঞ্চায়েতে যাতায়াতের সুবিধার্থে ত্রিমোহিনী পতিরাম রাজ্য সড়ক থেকে ডাবরা শ্মশানকে জুড়তে মাঝের নয়ানজুলিতে সেতু তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। বড় আকারের চারটি হিউমপাইপ কেনে পঞ্চায়েত। কিন্তু কোনও অজানা কারণবশত সেতু তৈরির কাজ থমকে যায়। এরপর থেকে দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় হিউমপাইপগুলো পড়ে ছিল।

অভিযোগ, বছরখানেক আগে একটি হিউমপাইপ শ্মশানের পার্শ্ববর্তী এক বাসিন্দা তাঁর বাড়ির সামনের নয়ানজুলিতে বসিয়ে রাস্তা বানান। দিন কয়েক আগে আরও দুটি হিউমপাইপ নিয়ে যান স্থানীয় দুই ব্যক্তি। তাঁরাও ক্রেনে করে সেগুলো নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়ির সামনে বসিয়েছেন।

হিউমপাইপ নিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দা হীরেন ওরাওঁ। তাঁর দাবি, হিউমপাইপগুলো যে সরকারি, তা তিনি জানতেন না। হীরেন বলেন, 'আমি কাজে ছিলাম। আমাকে ফোন করে হিউমপাইপ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। ক্রেনে করে আনতে আমার ২২০০ টাকা খরচ হয়।' যদিও আরেক বাসিন্দা রতন রায় দ্রুত হিউমপাইপ উদ্ধার করে সেতু তৈরির দাবি জানিয়েছেন।

আগাছায় ঢাকা গর্ত, প্রায়শই দুর্ঘটনা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ অক্টোবর : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার কাউয়ামারি গ্রামের কাছে হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশনের পূর্ব রেলগেটটি রয়েছে। এই রেলগেট সংলগ্ন রাস্তার পাশে অনেকদিন থেকে একটি গর্ত হয়ে রয়েছে। বর্ষাকালে ওই গর্তটি আরও বড় আকার ধারণ করে।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, রেলগেট এবং তার পাশের রাস্তার একদম মুখে মাটি ধসে গর্তটি তৈরি হয়েছে। ওপরটা আগাছা দিয়ে ঢেকে রয়েছে। তাই দূর থেকে বোঝা যায় না। ফলে প্রায়ই যাতায়াতকারী মানুষজন এই গর্তের মধ্যে পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছেন। এব্যাপারে বারবার রেল কর্তৃপক্ষকে জানালেও কোনও সুরাহা হয়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা সাদিকুল ইসলাম বলেন, 'হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশন সংলগ্ন রাস্তাগুলি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। পূর্ব রেলগেটের কাছে একদম রাস্তার পাশেই একটি বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। কিন্তু গর্ত মেরামত করতে স্থানীয় বা রেল প্রশাসন কাউকেই উদ্যোগ নিতে দেখা যাচ্ছে না। ফলে প্রায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা হচ্ছে। প্রশাসন এভাবে উদাসীন থাকলে যে কোনও দিন বড়সড়ো দুর্ঘটনা হতে পারে।'

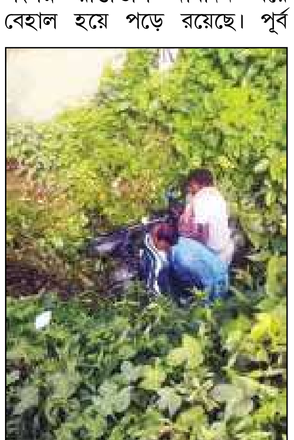

প্রায়ই যাতায়াতের পথে মানুষ এই গর্তে পড়ে আহত হচ্ছেন।

অপর এক বাসিন্দা আজিজুর রহমান বললেন, 'এই রাস্তার ওপর দিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ও ২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের প্রায় কয়েক হাজার মানুষ নিত্যদিন যাতায়াত করেন। কিন্তু রাস্তার পাশে আগাছায় লুকিয়ে থাকা ওই গর্তের জন্য সাধারণ মানুষ দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। অবিলম্বে প্রশাসনের এব্যাপারে নজর দেওয়া উচিত।'

তালশুর গ্রামের বাসিন্দা মুখলেসুর রহমানের কথায়, 'সোমবার এলাকার এক ব্যক্তি মোটরবাইক নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে আসছিলেন। একটি গাড়িকে সাইড দিতে গিয়ে রাস্তার পাশে ওই গর্তের মধ্যে মোটরবাইক সমেত পড়ে যান ওই ব্যক্তি। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে এলাকার একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান।'

বিষয়টি নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশন কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, সমস্যাটি দ্রুত খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অনন্য রূপে দেবী। বালুরঘাটের বাদামাইলের মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি। রবিবার।

এক কেজি রুপো, তিন ভরি সোনায় সাজ

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৯ অক্টোবর : ১৯৭৩ সালে হিলি থানার ত্রিমোহিনী এলাকার ঘোষপাড়ায় সাড়ে সাত হাত ইটাকাটা কালীপুজোর সূচনা হয়েছিল। ওই সময়কার স্থানীয় মানুষজন বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার মিঠাপুকুর এলাকা থেকে দুটি ইট নিয়ে এসে প্রতিস্থাপন করে পুজো শুরু করেন। মায়ের স্বপ্নাদেশে সাড়ে সাত হাত প্রতিমা নির্মাণ করা হয়।

এবছর সাড়ে সাত হাত ইটাকাটা কালী মা-কে ১ কেজি রুপো ও ৩ ভরি সোনার গয়নায় সাজিয়ে তুলবেন উদ্যোক্তারা। দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথিতে এখানে মায়ের পুজো হয়। পুজো শুরুর আগে মঙ্গলচণ্ডীর ঘট স্থাপন করে তারপর নিশিরাতের অমাবস্যা তিথিতে কালীপুজো হয়। এখানে পাঁচ প্রহরে কালীপুজো সম্পন্ন হয়। পুজোয় ষোড়শ উপচারে পাঁঠাবলিও দেওয়া হয়।

পুজোমণ্ডপে তিনদিন ধরে মঙ্গলচণ্ডী গান হয়। ওই মঙ্গলচণ্ডী গান সমাপ্ত হলে মশান খেলা ও চামুণ্ডা নাচের মাধ্যমে বিসর্জনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়।

বাড়ির মেয়ের বিদায়ের মতো করে ইটাকাটা কালী বিসর্জনের আগে কনকাঞ্জলি দেওয়া হয়। তারপরেই ওই কালীর বিসর্জন দেওয়া হয়।

ওই পুজোয় কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়। ভক্তরা পুজোয় কদমা, ডালায় করে ফল নিবেদন করেন। প্রতি বছরের মতো চলতিবছরেও নবারুন সংঘ মেলার আয়োজন করেছে।

এবিষয়ে নবারুন সংঘের সভাপতি সুজিত ঘোষ বলেন, 'পুরোনো রীতিনীতি ও প্রথা মেনে দীপান্বিতা অমাবস্যা তিথিতে মায়ের বাৎসরিক পুজো অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলচণ্ডীর ঘট বসিয়ে পুজো শুরু হবে এবং মঙ্গলচণ্ডীর গান শেষে বিসর্জনপর্ব শুরু হবে। পঞ্চম দিন সূর্যাস্তের পরে কনকাঞ্জলির পর মায়ের বিসর্জন হবে। প্রতি বছরের মতো এবছরও মেলার আয়োজন করা হয়েছে।'

গাজোলে শুরু বাজি বাজার

গাজোল, ১৯ অক্টোবর : উৎসবের মরশুমে সাধারণ মানুষ যাতে আতশবাজি ব্যবহার করতে পারেন, সেদিকে লক্ষ রেখে এবারেও গাজোলে শুরু হল বাজি বাজার। রবিবার থেকে শুরু হয়ে আগামী ২১ দিন পর্যন্ত এই বাজার চালু থাকবে। গাজোল ব্যবসায়ী সমিতি এবং গাজোল ব্লক পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে গাজোল ব্লকে এবার তৃতীয়বারের জন্য আতশবাজির বাজার চালু করা হল। এদিন বাজারের উদ্বোধন করেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিধানচন্দ্র রায় এবং গাজোল থানার আইসি আশিস কুণ্ডু।

ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক জানান, ২১টি দোকান লাইসেন্স পেয়েছে। কালীপুজো, ছটপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজো প্রভৃতি উৎসবে মানুষ এখান থেকে বাজি কিনতে পারবেন। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি দোকানে বিক্রি হচ্ছে শুধুমাত্র পরিবেশবান্ধব বাজি। কোনও দোকান যাতে নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি করতে না পারে সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখবে ব্যবসায়ী সমিতি। এছাড়াও করোগেটেড টিন দিয়ে তৈরি প্রতিটি দোকানের মধ্যে থাকছে নির্দিষ্ট দূরত্ব।

পথসভা

বুনিয়াদপুর, ১৯ অক্টোবর : পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর 'বিজয় সংকল্প যাত্রা' ও জনসভার সমর্থনে রবিবার বিকেলে বংশীহারী ব্রজবল্লভপুর ন'পাড়া ও এলাহাবাদ জিপির ডেটলহাটে পথসভা হল। দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে ২৫ অক্টোবর বিজয় সংকল্প যাত্রার মধ্যে দিয়ে আয়োজিত জনসভা সফল করতে জেলাজুড়ে বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য ক্ষিতীশ মাহাতো, দেবব্রত মজুমদার প্রমুখ।

ছোট্ট হাতে। ময়নাগুড়ি বাজারে ছবিটি তুলেছেন রমেন রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দুর্ঘটনায় মৃত্যু টোটোচালকের

তপন, ১৯ অক্টোবর : তপন ব্লকের সালাস এলাকায় শনিবার রাতে টোটো ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে টোটোচালকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ৫ জন। মৃতের নাম উদয় দাস (৫৫)। তাঁর বাড়ি সালাস গ্রামে।

শনিবার রাত ১টা নাগাদ তপন পাওয়ার হাউস মোড়ের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। টোটোয় করে কয়েকজন কাজিভাগ গ্রাম থেকে যাত্রাপালা দেখে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় টোটোর। টোটোটি দুই খণ্ডে ভাগ হয়ে যায় এবং ব্যাটারিগুলি ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে থাকে। যাত্রীরাও ছিটকে যান। বাইকচালকও গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে তপন গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই চিকিৎসকরা উদয়কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আহত ৫ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সূত্রের খবর, উদয় ওই রাতে নিজের টোটো নয়, বন্ধুর টোটো নিয়ে গিয়েছিলেন। তপন থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

লালন ফকির স্মরণ

রায়গঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : তরণীসেন মোহান্তের উদ্যোগে সুভাষগঞ্জের লালন সরণির সর্বতীর্থ ধামে রবিবার প্রখ্যাত বাউল সাধক লালন ফকিরের ১৩৬তম প্রয়াণ দিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল এলাকার বিভিন্ন বাউল দল। মাদল নিয়ে তাঁরা সুভাষগঞ্জ পরিক্রমা করে। এরপর সর্বতীর্থ ধামে লালন ফকিরের পুজো করা হয়। পুজো শেষে প্রায় হাজারখানেক মানুষের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। তরণী বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় লালন ফকিরের অবদান অপরিসীম। বর্তমান সময়ে তাঁর অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।' এদিনের নগরকীর্তনে হিন্দু-মুসলিম সহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

দেহ উদ্ধার

কুমারগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : কুমারগঞ্জের তাজপুরের এক বাসিন্দা শনিবার মাছ ধরতে গিয়ে আত্রেয়ী নদীতে ডুবে যান। মৃতের নাম রবিদাস টুডু (৫০)। দীর্ঘক্ষণ পর তাঁর দেহ নদী থেকে উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তের পর শনিবার রাতে তাঁর দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

চিনা ফানুসের দাপটে কোণঠাসা গ্রামীণ শিল্পীরা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৯ অক্টোবর : দীপাবলিকে কেন্দ্র করে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে নানা রংয়ের ফানুস। কালীপুজোর রাতে আকাশপ্রদীপ জ্বালানোর প্রস্তুতি শেষ বাঙালি গৃহস্থদের। কিন্তু এই আকাশপ্রদীপের প্রয়োজনীয় ফানুসের বাজারেও এখন দাপট চিনের। হাতে তৈরি ফানুসের চাহিদা কমে যাওয়ায় হারিয়ে যাচ্ছে বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতি। এমন পরিস্থিতিতে শিল্পীসত্তা কীভাবে টিকে থাকবে, চিন্তায় গোপাল কর্মকার, সুভাষ দাসরা।

হেমন্তের দিনকে ছোট করে তোলা, গাছের পাতা ও মাঠের ঘাসে শিশিরের জমাট বাঁধা, তার সঙ্গে জড়িয়ে সন্ধে-রাতের আকাশপ্রদীপ। কার্তিক মাস পড়লে বাংলার পরিচিত ছবি। বর্তমান সময়ে এই ছবি যেমন অনেকটা ম্লান হয়েছে, দেখা যায় না বাড়ির চালে বা বাঁশের মাথায়, তেমনই কদর কমছে আকাশপ্রদীপের জন্য দেশীয় ফানুসের। তবুও আশায় হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন হাটে পসরা সাজিয়ে বসেছেন হলদিবাড়ি, রাধানগর, রামনগর সহ বিভিন্ন এলাকার ফানুসশিল্পীরা। কিছু উপরি রোজগারের আশায় যে ফানুস তৈরি, তা অস্বীকার করছেন না তেমন কেউই। রামনগরের গোপাল কর্মকার বললেন, 'প্রতিবছরই দীপাবলির আগে নিজে হাতে ফানুস তৈরি করে বাজারগুলিতে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করি। সত্যি বলতে এবার চাহিদা একদম নেই। যা-ও বা বিক্রি হচ্ছে, সবই চিনের রেডিমেড।' হরিশ্চন্দ্রপুর সিনেমাহলপাড়ার সুভাষ দাস দীর্ঘ বছর ধরে আকাশপ্রদীপের ফানুস তৈরি করে বিভিন্ন পাড়ায় ঘোরেন। বিশেষ করে হরিশ্চন্দ্রপুরের বনেদি বাড়িগুলিতে তাঁর তৈরি ফানুসের বিশেষ কদর ছিল। এখন নামমাত্র বিক্রি। কারণ, বাইরে থাকা পারিবারিক সদস্যরা এখন আর আগের মতো দীপাবলিতে বাড়ি ফেরেন না। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন, চাহিদা কম থাকায় বড় ফানুস ৮০-১০০ টাকায় এবং ছোটগুলো ৭০ টাকায় বিক্রি করেছেন। এই ফানুস তৈরি করতে প্রয়োজন, কাঁচা বাঁশ, বেত, রংবেরঙের প্লাস্টিক এবং কাগজ। কাঁচামালের দাম বাড়লেও, ফানুসের চাহিদা কমে যাওয়ায় দাম কম। তাই মন ভালো নেই সুভাষদের। আকাশপ্রদীপ জ্বালানোর পরিবর্তে আকাশে রেডিমেড ফানুস উড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি হওয়ায়, এই পরিস্থিতি বলে মনে করেন তপব্রত মিশ্র। তাঁর বক্তব্য, 'শহরের সংস্কৃতি এখন গ্রাস করেছে গ্রামবাংলার সমাজকে। রেডিমেড ফানুসে নিজের শখ পূরণ করছেন সিংহভাগ মানুষ।'

হরিশ্চন্দ্রপুরে বিক্রি হচ্ছে হাতে তৈরি রংবেরঙের ফানুস।

> প্রতিবছরই দীপাবলির আগে নিজে হাতে ফানুস তৈরি করে বাজারগুলিতে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করি। সত্যি বলতে এবার চাহিদা একদম নেই। যা-ও বা বিক্রি হচ্ছে, সবই চিনের রেডিমেড।
>
> গোপাল কর্মকার
> ফানুস বিক্রেতা

হিন্দু পুরাণমতে, আশ্বিন মাসের অমাবস্যায় মহালয়ার দিন পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা হয়। তার পরবর্তী এক মাস মৃত পূর্বপুরুষরা ধরাধামে আসেন। থেকে যান সকলের মাঝে। আনন্দ উৎসব উদযাপনে শামিল হন ক'টা দিন। কালীপুজোর অমাবস্যায় তাঁদের ফিরে যাওয়ার পালা। ফিরে যাবেন পরলোকে। কে পথ দেখাবে তাঁদের? তাই আকাশপ্রদীপ জ্বেলে রাখা রাতভর। এই বিশ্বাস এবং সংস্কৃতি এখন ফিকে হচ্ছে।

প্রতারণা

আইসিডিএসে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার দুজন। ধৃত একজন স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলে জানা গিয়েছে।

তরুণ খুন

নদিয়ার হাঁসখালিতে মদ্যপানের আসরে বন্ধুদের হাতে খুন এক তরুণ। তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করছে পুলিশ।

আটক জেলেরা

মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের হাতে আটক কুলতলির ১৪ জন মৎস্যজীবী। ইঞ্জিন বিকল হয়ে তাঁদের ট্রলার ভাসতে ভাসতে বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে পড়ে। প্রশাসন খোঁজখবর নিচ্ছে।

দেহ উদ্ধার

পুরুলিয়ার নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হল ওড়িশায়। ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরে ব্যাগ দেখতে চায়। তারপর আর যোগাযোগ করা যায়নি।

শুভেন্দুকে ঘিরে বিক্ষোভ

‘ক্ষমতা থাকলে ১ ঘণ্টায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতাম’

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : বিক্ষোভের মুখে পড়ার পরেই পাথরপ্রতিমায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভা থেকে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি উঠল। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক বিধানসভায় কালীপুজোর উদ্বোধনে যান শুভেন্দু। সেখানেই তাঁকে বাধার মুখে পড়তে হয়। রায়দিঘিতে তাঁর কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা। আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ কেন করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। শুভেন্দুর অভিযোগ, দু'বার তাঁর ওপর হামলা হয়েছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা এই হামলা করার চেষ্টা করেছেন। যদিও বিরোধী দলনেতার কনভয়ে হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। ঘটনার নিন্দা করেছে বিজেপি। পালটা তোপ দেগেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিন রায়দিঘি বিধানসভার সাতঘরা এলাকায় কালীপুজোর উদ্বোধন করতে যান তিনি। তখনই হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মোড়ে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো

শুভেন্দুর কনভয় ঘিরে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের বিক্ষোভ। রবিবার রায়দিঘিতে।

হয়। তাঁর গাড়িতে চাপড় দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। একদিকে তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা যখন জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন, সেই সময় বিজেপির পক্ষ থেকে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দেওয়া হয়। তারপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। শুভেন্দু বলেন, ‘আমার গাড়িতে তো হামলা নয়, আমার ওপরে হামলা হয়েছে। ধর্ম পালন করতে বাধা দিচ্ছে আমাকে।’ পাথরপ্রতিমাতেও তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তারপরই পাথরপ্রতিমা সভা থেকে তাঁর দাবি, ‘আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে ১ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতাম।’

তাঁর কনভয়ে হামলার ঘটনায় অনুপ্রবেশ তত্ত্বও খাড়া করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, ‘অনুপ্রবেশকারীরা এখানে প্রবেশ করে গণতন্ত্র বিগড়ে দিচ্ছে। এখানে তো রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে আসিনি। ধর্ম পালন করতে এসেছিলাম। এই রাজ্যে হিন্দুদের ধর্ম পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না।’ সেখানে কালীপুজোর উদ্বোধনের পর মহিলা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘আমাদের রাজ্যে মহিলারা কোথাও সুরক্ষিত নন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমস্ত হিন্দুদের একত্রিত হতে হবে। তৃণমূল বা সিপিএম যে দলেরই হোন, একবার ভাবুন।’ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, খগেন মুর্মু, রাজু বিস্তার পর শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাংলায় বিরোধীদের ওপর ধারাবাহিক সন্ত্রাসের নতুন অধ্যায়। এরপর পাথরপ্রতিমায় সভা ছিল শুভেন্দুর। সেই ভিড় থেকেই রাষ্ট্রপতি শাসনের আওয়াজ ওঠায় শুভেন্দু বলেন, ‘জনগণ আওয়াজ তুলুন। আমার হাতে তো ওটা নেই। থাকলে এক ঘণ্টাও লাগত না।’

ফের ভিডিও ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। আমতলায় গিয়ে শুভেন্দুর দাবি, ‘এখানে গণতন্ত্র নেই। ভোট কাকে দেবেন আপনার ব্যাপার। ইভিএমে সেলোটেপ দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে কয়েকশো ভিডিও আছে। ক্যামেরা বন্ধ ছিল। ডায়মন্ড হারবারের ক্যামেরার লিঙ্ক যাদবপুরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৪ নভেম্বরের পর দেখিয়ে দেব প্রমাণ সহ।’

আলোকের এই ঝর্ণা ধারায়... রবিবার কালীঘাটে। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

জেলা কমিটিতে কেষ্ট ঘনিষ্ঠরাই সংখ্যায় বেশি

আশিস মণ্ডল ও অশোক মণ্ডল

সিউড়ি ও দুবরাজপুর, ১৯ অক্টোবর : অনুব্রতর হাতে গড়া জেলা কমিটিতেই সিলমোহর দিল রাজ্য কমিটি। ফের বীরভূমে ব্লক ও শহর কমিটির তালিকায় তাঁরই অনুগামীদের নাম জ্বলজ্বল করছে। ফলে রবিবার জেলা কমিটির তালিকা দেখে খুশি অনুব্রত মণ্ডল। তবে বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে জেলার অনেক শহরাঞ্চলে লিড না পাওয়ায় সেখানকার সংগঠনে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে।

এদিন তৃণমূলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত বলেন, ‘আজ কলকাতা থেকে দল খুব সুন্দর তালিকা পাঠিয়েছে। এটা দলের পক্ষে ভালো হবে। যা ছিল তাই রেখেছে। সবাই তৃণমূলের হয়েই কাজ করবে। সকলকে ধন্যবাদ জানাই।’ এছাড়াও তিনি জানান, কালীপুজো, ছটপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজোর পর সবাইকে নিয়ে বৈঠক করবেন।

এদিন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বীরভূম জেলার ব্লক ও শহর কমিটির পদাধিকারীদের তালিকা প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে তাতে ব্লক স্তরের তুলনায় শহরাঞ্চলের বেশ কিছু পদে রদবদল করা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে নতুন মুখ নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে, দুবরাজপুরে দলের দুই সদস্যের ব্লকের আহ্বায়কের জায়গায় পাঁচ সদস্যের আহ্বায়ক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে, একাধিক যুব সভাপতি ও সহ সভাপতি পদে রদবদল করা হয়েছে।

নতুন পদে আসা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কেষ্ট অনুগামীদের। একমাত্র সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকে পাল্লা ভারী কাজল শেখের। এরই মধ্যে ইস্তফা দেওয়ার পরেও ব্লক সভাপতির পদে রাখা হয়েছে নুরুল ইসলামকে। অন্যদিকে, ব্লকের কোনও দায়িত্বেই রাখা হয়নি অনুব্রত ঘনিষ্ঠ অশ্বিনী মণ্ডলকে।

বিদায়ের পথে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ঐতিহ্যবাহী ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) তার স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যবসা বন্ধ করছে। তারা

স্বেচ্ছায় লাইসেন্স থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৫ সালের ২০ অক্টোবরই হবে তাদের কার্যক্ষম এক্সচেঞ্জ হিসেবে শেষ কালীপূজা ও দীপাবলি। গত এক দশক ধরে আইনি লড়াই চলছিল। কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টাও ব্যর্থ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ব্যবসা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেবির নির্দেশিকা লঙ্ঘনের জন্য ২০১৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে সিএসই-তে ট্রেডিং স্থগিত ছিল। শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন মিলেছে।

অতি সতর্ক তৃণমূল, বেকায়দায় বামেরা

বিএলওদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যান, নির্দেশ অরূপের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : এসআইআর বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে এখন রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল চর্চা। এবার বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকেও সেই প্রসঙ্গ এড়াল না। বাঁকুড়ার সিমলাপালে বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকে বিএলওদের নিয়ে দলীয় কর্মীদের নির্দেশিকা দিলেন তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। পালটা সুর চড়িয়েছে বিজেপি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের প্রশ্ন, ‘বিএলওদের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীরা কি মস্তানি করতে যাবে? নির্বাচন কমিশনের হয়ে বিএলওরা গ্রামে যাবেন। সেখানে কেউ মস্তানি করতে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠি মিলতে পারে, মিলতে পারে গুলিও।’

বাংলায় এসআইআর হলে ১ কোটি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরেই অরূপ বলেন, ‘বাংলাতে ১ কোটি মানুষের ভোটার তালিকা থেকে নাম যাতে বাদ যায় তার জন্য পরিকল্পনা চলছে। বুথে যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আছেন, তাঁদের অনুরোধ করব তৈরি থাকুন। বিএলওদের সঙ্গে আপনারাও সঙ্গে যাবেন। যে ভোটার থাকবেন না, তার ফর্মটা নিয়ে নেবেন। ফিলাপ করে আপনারা জমা দেবেন। নাগরিক কমিটি তৈরি করুন।’

আগেই লাভপুরের তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিনহাও একই দাবি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘যিনি আমার দলের বিএলএ আছেন, তাঁকে ওই বিএলওর সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। সমস্যা যদি হয় সেখানে তাঁর সমাধান করতে হবে। প্রতিবাদ করতে হবে।’

> বাংলাতে ১ কোটি মানুষের ভোটার তালিকা থেকে নাম যাতে বাদ যায় তার জন্য পরিকল্পনা চলছে। বুথে যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আছেন, তাঁদের অনুরোধ করব তৈরি থাকুন। বিএলওদের সঙ্গে আপনারাও সঙ্গে যাবেন। যে ভোটার থাকবেন না, তাঁর ফর্মটা নিয়ে নেবেন। ফিলআপ করে আপনারা জমা দেবেন। নাগরিক কমিটি তৈরি করুন।
>
> **অরূপ চক্রবর্তী**

বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি বিএলও নিয়ে সতর্ক করেছিলেন দলীয় কর্মীদের। তারই মধ্যে দলের সাংসদও একই দাবি করেছেন। ইতিমধ্যেই ৪০০০-এর বেশি বুথ লেভেল অফিসারদের নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকদের থেকে রিপোর্ট চেয়েছে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর।

বিএলএ নিয়োগ নিয়ে সংশয়ে সিপিএম নেতৃত্ব

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : সব ঠিকঠাক থাকলে এরাজ্যে নভেম্বরে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ইঙ্গিত নির্বাচন কমিশনের। তবে এখনও সমস্ত জেলায় বিএলএ নিয়োগ নিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে বামেদের। একাধিক জেলার অধিকাংশ বুথে বিএলএ-২ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। এতে বুথ স্তরে দলের সংগঠন যে নড়বড়ে তা স্বীকার করেছেন বাম নেতারাই।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৫৫ হাজার বুথে ভোটের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত সিপিএমের এজেন্ট ছিল। তবে এখন বুথের সংখ্যা আরও বেড়েছে। ফলে কত বুথে সিপিএম শেষপর্যন্ত বিএলএ দিতে পারবে তা নিয়ে এখন থেকেই সংশয় তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিএলএ-১ নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। কিন্তু বিএলএ-২ নিয়োগ নিয়েই এখন চিন্তা। ভাইফোঁটার পরেই বামফ্রন্টের বৈঠক রয়েছে। তখনই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। বামফ্রন্ট শরিক দলের এক নেতার কথায়, ‘যে এলাকাগুলিতে আমাদের সাংগঠনিক পরিস্থিতি খারাপ সেখানে সিপিএম বিএলএ দেবে। কিন্তু যেখানে সিপিএমের পরিস্থিতিও খারাপ সেখানে কী হবে? বামফ্রন্টের বৈঠকে সবটা আলোচনা করতে হবে।’

অগাস্টের মধ্যেই বিএলএ তালিকা চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সিপিএম। মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে তেমন চিন্তা না থাকলেও কলকাতা, হাওড়ার মতো জেলাগুলি নিয়ে চিন্তা রয়েছে বামেদের। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, মালদা, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে শরিকদের সাহায্য নিতে হতে পারে সিপিএমকে।

দুটি জাতীয় সড়ক রাজ্যের হাত থেকে নিতে চায় কেন্দ্র

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের আরও দু'টি জাতীয় সড়ক এখনই রাজ্যের হাত থেকে নিতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। গত এক বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গে সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ও শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক রাজ্যের হাত থেকে নিয়েছে কেন্দ্র। এবার আবার চালতা-ময়নাগুড়ি-চ্যাংরাবান্ধা ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক (৬১ কিলোমিটার) এবং বীরপাড়া থেকে ফালাকাটা ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক (২২ কিলোমিটার) রাজ্যের হাত থেকে অবিলম্বে নিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্র। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কোনওরকম সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সর্বশেষ এই দু'টি রাস্তা রাজ্যের হাত থেকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনএইচআইডিসিএলের হাতে দিতে চায়।

চিঠির জবাবে রাজ্য সরকার অবশ্য রাস্তা দু'টির দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে তুলে দিতে সরাসরি অস্বীকার করেছে। রাজ্য জানিয়েছে, সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়া (গেজেট নোটিফিকেশন) রাস্তা হস্তান্তর করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই নিয়ে চরম টানাপোড়েন শুরু হয়েছে রাজ্যের সঙ্গে দিল্লির সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের। এই ব্যাপারে রাজ্যের জাতীয় সড়ক নর্থ জোনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দীপক কুমার সিংকে রবিবার প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘একে একে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জাতীয় সড়কের দায়িত্বভার কেন্দ্র রাজ্যের হাত থেকে নিয়ে নিতে চাইছে। সর্বশেষ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক ৭১৭ ও ৬১ নম্বর জাতীয় সড়ক দু'টিও রাজ্যের হাত থেকে অবিলম্বে নিয়ে নিতে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। রাজ্য অবশ্য জানিয়েছে, সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়া এই দুই জাতীয় সড়কের দেখভালের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।’

বিধায়কের টাকা ভাগ, ভিডিওতে অস্বস্তি

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ফের তৃণমূল বিধায়কের টাকা ভাগের ভিডিও প্রকাশ্যে আসায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, দরজা বন্ধ কেবিনে গলসির বিধায়ক নেপাল ঘোড়ুই টাকা ভাগ করছেন সহকারীদের সঙ্গে। এমনকি সেই টাকা পকেটেও ঢোকাচ্ছেন তাঁরা। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরই ফের অস্বস্তিতে তৃণমূল। দলের কর্মী-সমর্থকদের ‘দুর্নীতি-কাটমানি’ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের গলসি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় ব্যাগে করে টাকা ভরে এনেছেন। বন্ধ ঘরে নেপালের সঙ্গে বসে সিগারেটে টান দিতে দিতে তারপরই ডায়েরিতে কিছু একটা লিখছেন অনুপ। টেবিলে বান্ডিল বান্ডিল টাকার গোছা তিনি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পার্থ মণ্ডল ও নেপালের সঙ্গে ভাগবাঁটোয়ারা করছেন। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠেছে, এত টাকা কোথা থেকে এল? তাছাড়া কী উদ্দেশ্যেই বা এই টাকা তিনজনের মধ্যে ভাগাভাগি হচ্ছে? পার্থের এই বিষয়ে যুক্তি, ‘ভিডিওটি দু-বছর আগেকার। লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য ওই টাকা বিলি করা হচ্ছিল।’

নেপাল এবং অনুপের এই ভিডিওতেই অস্বস্তিতে তৃণমূল। -সংবাদচিত্র

দলীয় সূত্রে খবর, নেপালের ছায়াসঙ্গী পার্থ। পঞ্চায়েত সমিতির সবটাই নিয়ন্ত্রণ করেন অনুপ ও পার্থ। বছর দুয়েক আগে টেন্ডারে গরমিল ও কাজ না করেই মিড-ডে মিলের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল অনুপ ঘনিষ্ঠ এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এরপর আবার এই ঘটনা ঘটায় অস্বস্তি বেড়েছে তৃণমূল শিবিরে। পার্থের দাবি, ‘লোকসভা ভোটের সময়ও ইচ্ছাকৃতভাবে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে এই ভিডিও পাঠানো হয়েছিল। সেই সময় দলীয় নেতৃত্বের কাছে আমি ও বিধায়ক গিয়ে এই বিষয়ে কথা বলে পুরো ঘটনাটি জানিয়েছিলাম।’ বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফাঁসানোর জন্যই এই ‘চক্রান্ত’ করছে বলে মনে করছে তৃণমূল। বিজেপি নেতা রমন সিংয়ের কটাক্ষ, ‘কাটমানির টাকা ভাগবাঁটোয়ারা করছেন বিধায়ক ও নেতারা। তৃণমূল মানেই দুর্নীতি আর কাটমানি।’ যদিও বিজেপির অভিযোগকে নাকোচ করেছেন নেপাল ও তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

তথাগতর মুখে ফের ‘কামিনীকাঞ্চন’

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই বঙ্গ বিজেপিকে ২০২১ সালের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। ২০২১ সালের মতো যাচাই না করে যোগদান করানোর জন্য শোচনীয় ফলাফলহয়েছিল। ২০২৬ সালে যাতে সেই পরিস্থিতি না হয়, সেইজন্য সতর্ক করেছেন তিনি। সেই সময়েই তিনি কামিনীকাঞ্চনের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন। এবার ফের ‘কামিনীকাঞ্চনের’ পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেই কথাই স্মরণ করিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা। তাঁর মতে, ২০২১ সালে বিজেপির পরিস্থিতি সরকার গঠনের পর্যায়ে ছিল। কিন্তু তারপরও নির্বাচনি ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। ওই সময় যাঁদের হাতে নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল, তাঁরা কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত ছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। এই ধরনের ব্যক্তিদের দলে নেওয়ার ফলেই দলের ক্ষতি হয়েছিল বলে তাঁর দাবি।

সম্প্রতি শোভন চট্টোপাধ্যায়কে এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান করেছে তৃণমূল। সেই প্রসঙ্গ টেনে তথাগত বলেন, ‘শোভন চট্টোপাধ্যায় স্বার্থপর লোক। নিজের স্বার্থে স্ত্রীকে ছেড়েছেন। অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে রয়েছেন। নিজের স্বার্থেই বিজেপিতে এসেছিলেন, আবার চলে গিয়েছেন। তবে ২০২১ সালে যাঁদের হাতে নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল, তাঁরাই নষ্টামি করেছেন।’

বৃষ্টি থেকে রেহাই কালীপুজোয়

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর মতো কালীপুজোতেও বৃষ্টি হবে কি না, সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল বাঙালি। কিন্তু তাদের মুখে হাসি ফোটাল আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার আকাশ মূলত মেঘলা থাকলেও হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সোমবার থেকে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। ভোরের দিকে কোথাও সামান্য কুয়াশা দেখা যেতে পারে। তবে মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার যথেষ্ট উন্নতি হবে।

কালীপুজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত উৎসবের মরশুমে নতুন করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা নেই। মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ দেখা দিতে পারে এই সময়। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলায় রবিবারও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের কথা জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘূর্ণাবর্ত ২৪ অক্টোবর গভীর নিম্নচাপের পরিণত হবে। তারপর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। পরবর্তী সময়ে আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নতুন নিম্নচাপের প্রভাব বাংলায় পড়বে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। লাগাতার ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপের ভয়ে আগাম ঠাকুর দেখা শুরু করে দিয়েছেন কলকাতাবাসী। বারাসত, নৈহাটির প্যান্ডেলগুলিতে উদ্বোধনের আগে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে। দক্ষিণবঙ্গে উপকূল সংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে রবিবার বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও সোমবার থেকে এই দুশ্চিন্তা আর থাকবে না বলেই স্পষ্ট করেছে হাওয়া অফিস। ভাইফোঁটা পর্যন্ত আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

‘তেনাদের’ আস্তানায় লক্ষ্মীলাভ কম কলকাতায়

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ঘড়িতে তখন রাত ১০টা। বড় লাল বাড়ির চারিদিকে তখন হালকা কুয়াশা। হঠাৎ কারও নিঃশ্বাসের শব্দ! ভেসে আসছে গা ছমছমে অট্টহাসির শব্দ। ফাঁকা বাড়িটা ভয়ে কাঁপছে। গল্পটি কলকাতার বহু পরিচিত রাইটার্স বিল্ডিংয়ের। ভূত চতুর্দশীর রাতে অন্ধকারে মোড়া বি-বা-দী বাগে দাঁড়িয়ে শুভদীপ ঘোষ বললেন, ‘তেনারা আছেন। ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’ সিনেমায় তো দেখিয়েই ছিল, শহরের পুরোনো বাড়িগুলি ফ্ল্যাট, শপিংমল হয়ে যাওয়ায় তেনারা এখন বড়ই বিড়ম্বনায় পড়েছেন। আরে বাবা ভূত বলে কি তাঁদের মাথার ওপর ছাদের প্রয়োজন নেই? তেনারা ছিলেন, আছেন, কিন্তু কলকাতার যা পরিস্থিতি, তাতে ভবিষ্যতে আর থাকবেন কিনা সন্দেহ।’

সাবেকি কলকাতার রংয়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে একগাদা ভূতুড়ে গল্প। কোথাও রাত বাড়লেই দেখা যায় সাদা চামড়ার অশরীরীকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে, কোথাও আবার সারি সারি বইয়ের পাতা নিজেই ওলটাতে শুরু করে।

কথিত আছে, হেস্টিংস হাউস, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা হাইকোর্ট, রয়্যাল টার্ফ ক্লাব, নিমতলা শ্মশানঘাট, উইপ্রো অফিস, হাওড়া ব্রিজের মতো যে সব জায়গা দিনের বেলা হাজারো মানুষের আনাগোনায় ব্যস্ত, রাত বাড়লেই তাদের ছবি বদলে যায় নিমেষে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, ১১ নম্বর এজলাস লাগোয়া প্যাঁচানো সিঁড়িতে অশরীরী আত্মার আনাগোনা রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পিছন থেকে ধাক্কা মারার অভিজ্ঞতাও হয়েছিল আর এক প্রাক্তন বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের। লোকমুখের গুজব যখন খোদ বিচারপতিরাই স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন আমজনতার ভূত-বিশ্বাসে আপত্তি

কোথায়? রবিবার শোভাবাজারে থাকা পরিচিত ‘ভূতুড়ে’ পুতুল বাড়িতে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, বড় বড় করে লেখা ‘কঠোরভাবে প্রবেশ নিষেধ। সোশ্যাল নেটওয়ার্কের ভ্রান্ত খবরে বিভ্রান্ত হবেন না। ভূত সংক্রান্ত তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা।’ বাড়ির বাসিন্দারা এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। তবে আশপাশে কান পাতলেই শোনা গেল, বাইজিদের নাচের আওয়াজ এখনও ভেসে আসে সূর্য ডুবলেই। ভাঙাচোরা দোতলার ঘরগুলিতে এখনও সাজানো রয়েছে অসংখ্য পুতুল। যদিও এখন দীপাবলি এলেই ব্যস্ত বাঙালির ‘ভূতপ্রেম’ জেগে ওঠে। তবে ইতিহাসবিদদের আক্ষেপ, বাগবাজারের স্ট্র্যান্ড ব্যাংক রোড, নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের ওপর ‘ভূতুড়ে’ বাড়িগুলির অবস্থা এতটাই আশঙ্কাজনক যে কিছুদিন বাদে কলকাতার ভূতের গল্পও ইতিহাস হয়ে যাবে।

হেরিটেজ ট্যুর কোম্পানিগুলি একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে, শহরে ভূতের বাড়ি নির্ভর ট্যুরের চাহিদা অনেকটাই বেশি। বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই একডাকে এই বাড়িগুলির গল্প জানতে চলে আসেন। ট্যুর গাইড অভিজিৎ ধর চৌধুরী বলেন, ‘পর্যটকদের সাড়া বেশ ভালো। তবে কলকাতার ক্ষেত্রে ছোট ছোট দলে ভাগ করে তাঁদের নিয়ে যেতে হয়। তবে শুধুমাত্র ভৌতিক গল্প নয়, বাড়িগুলির ঐতিহ্য ও ইতিহাস জানতে মানুষের ঝোঁক বেশি।’ এই ধরনের ভূতনির্ভর ট্যুরগুলি বেশিরভাগই পরিচালিত হয় রাতে। কেউ দু'ঘণ্টা, কেউ বা ৪ ঘণ্টা ব্যাপী গল্প শোনান পর্যটকদের। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাদ সাধে প্রশাসনের উদাসীনতা। ট্যুর পরিচালক তথাগত নিয়োগীর কথায়, ‘ভূতের বাড়ি দেখার আগ্রহ পর্যটকদের মধ্যে সবথেকে বেশি। কিন্তু অভয়া কাণ্ডের পর রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সাধারণত পুলিশ এই ধরনের ট্যুরের অনুমতি দেয় না।’ বাইরের দেশের তুলনায় ঠিক এই কারণেই কি কলকাতায় এই ব্যবসায় লক্ষ্মীলাভ কম? ট্যুর গাইড ঋত্বিক ঘোষের উত্তর, ‘পার্ক স্ট্রিট, লোয়ার সার্কুলার রোডের কবর স্থানগুলিতে রাতে বহু চেষ্টার পরও ঢোকার অনুমতি মেলেনি। দু'তিন মাস চেষ্টার পর আমরা এই ধরনের ট্যুরের পরিকল্পনাই বাতিল করি। বাইরের দেশগুলিতে এত বাধা খুব একটা থাকে না।’ ভূত দেখেননি ট্যুর অপারেটররাও। কিন্তু একটু ভৌতিক পরিবেশই তো তৈরি করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। না পেয়ে মনোকষ্ট বাড়ছে তাঁদের। আর হতাশা বাড়ছে ভূতপ্রেমীদের।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫০ সংখ্যা, সোমবার, ২ কার্তিক ১৪৩২

মার্কিন জট

একজন রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে যে এমন মিথ্যাবাদী অভিযোগ উঠতে পারে ও এমন উপহাসের পাত্র হয়ে উঠতে পারেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট না হলে হয়তো অজানাই থেকে যেত আমাদের। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ তাঁর মধ্যস্থতায় থেমেছিল বলে এযাবৎ ৫২ বার দাবি করেছেন ট্রাম্প। হালে আরও একটি কাণ্ড ঘটিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে ফোন করে আশ্বাস দিয়েছেন, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা এবার ভারত বন্ধ করবে।

রুশ তেল কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের ওপর দীর্ঘদিন থেকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। কিন্তু মার্কিন চাপ উপেক্ষা করে মস্কো থেকে ভারত সস্তার জ্বালানি কেনায় লাগাম টানেনি। ট্রাম্পের এই সর্বশেষ দাবি সম্পর্কে নয়াদিল্লির বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী ফোনই করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। উলটে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য, ভারত আগাগোড়া উপভোক্তাদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে।

বেশ কিছুকাল ধরে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের আকাশ বড় মেঘলা। মার্কিন জনগণের বিরাট অংশ ভারতের অনুরাগী হলেও ট্রাম্পের সৌজন্যে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এখন তলানিতে ঠেকেছে। সেই কবে থেকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথা শুরু হয়েছে। এত মাসেও চুক্তিটা আর স্বাক্ষর করা হয়ে ওঠেনি।

উপরন্তু ভারত থেকে আমেরিকায় আমদানি করা ওষুধের ওপর আমেরিকা ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ২ অক্টোবর থেকে। তার আগে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক বসে ২৭ অগাস্ট থেকে। দুই শুল্কের বোঝা ছাড়াও ভারতের ওপর চেপেছে মার্কিন এইচ-ওয়ানবি ভিসার খাঁড়া। পড়াশোনা কিংবা কাজের প্রয়োজনে ভারত থেকে যাঁরা এখন আমেরিকায় যাবেন, তাঁদের এককালীন এক লাখ ডলার ফি দিতে হবে।

এই নয়া ভিসা নীতির দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইনফোসিস, টিসিএস, টেক মাহিন্দ্রার মতো ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি। ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকার ২৫ শতাংশ শুল্ক এবং বারবার বারণ সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনার জরিমানা বাবদ ২৫ শতাংশ- মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক নিয়ে চর্চা চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। তার মধ্যে দিল্লিতে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল এসে কথাবার্তা শুরু করলেও বাণিজ্য চুক্তিটা মরীচিকার মতোই মনে হচ্ছে এখন।

ভারতের ওষুধের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক কেন চাপালেন ট্রাম্প? ভারত থেকে বছরে প্রায় ১২৭০ কোটি ডলার মূল্যের ওষুধ রপ্তানি হয় আমেরিকায়। ভারতীয় ওষুধ সংস্থাগুলির বাজার মূলত উত্তর আমেরিকা। ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া ব্র্যান্ডেড ওষুধের ওপরেই ১০০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছেন ট্রাম্প। সমাজমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ তিনি জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তৈরি ব্র্যান্ডেড ওষুধের ক্ষেত্রেই এই শুল্ক।

তবে এইসব ওষুধ যদি আমেরিকাতেই তৈরি হয় বা সংশ্লিষ্ট ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থা যদি আমেরিকায় ইতিমধ্যে কারখানা নির্মাণ শুরু করে থাকে, তাহলে শুল্কের বোঝা থেকে তাদের পুরোপুরি রেহাই দেওয়া হবে বলে ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন। ভারত থেকে যেসব সংস্থা আমেরিকায় ওষুধ রপ্তানি করে, তাদের মধ্যে রয়েছে ডক্টর রেড্ডিজ, লুপিন, সান ফার্মার মতো কোম্পানি।

ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যালায়েন্সের বক্তব্য, ভারত থেকে আমেরিকায় যায় প্রায় ৯০ শতাংশ জেনেরিক ও পেটেন্টেড ওষুধ। আমেরিকা ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে শুধু আমদানি করা ব্র্যান্ডেড ওষুধের ওপরে। সুতরাং ট্রাম্পের সর্বশেষ ফতোয়ায় ভারতীয় ওষুধ শিল্পে তেমন প্রভাব পড়বে না বলেই ওই সংগঠনের দাবি।

মার্কিন মুলুকে ট্রাম্প এখন কিছুটা কোণঠাসা। 'নো কিংস মুভমেন্ট' ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেশে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের শুরু ১৯৪৭-এ। আমেরিকার পছন্দের ষষ্ঠ দেশ ভারত। কিন্তু অভিবাসন, শুল্ক, এইচ-ওয়ানবি ভিসা- সব ক্ষেত্রেই এমন অপদস্থ আগে কখনও হয়নি ভারত।

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে PERFECT থাকা। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা- এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক। যদি আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারি, ঈশ্বরের ভাবনা করতে পারি, তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই কিন্তু আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠব।

-ভগবান

দেবী চৌধুরানি : চাই আরও গবেষণা

পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলাদেশে দেবী চৌধুরানিকে নিয়ে এখনও সেই স্তরের ঐতিহাসিক বই নেই। অথচ তার খুবই প্রয়োজন।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

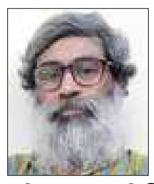

কিংবদন্তি ও বীরাঙ্গনা বাঙালি নারী, দেবী চৌধুরানিকে নিয়ে বাংলায় তিন নম্বর সিনেমাও তৈরি হয়ে গেল। প্রথমটি হয়েছিল ১৯৪৯ সালে, সতীশ দাশগুপ্তের পরিচালনায়। দ্বিতীয়টি, ১৯৭৪-এ দীনেন গুপ্ত করেছিলেন। প্রবীণরা জানেন, দীনেন গুপ্তর ছবিতে দেবী চৌধুরানি হয়েছিলেন, সুচিত্রা সেন আর ভবানী পাঠকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, বসন্ত চৌধুরী। এবার তৃতীয় 'দেবী চৌধুরানি' সিনেমাটি বানালেন, জনৈক শুভ্রজিৎ মিত্র, এই ২০২৫-এ। গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে সিনেমাটি চলছে, কলকাতা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ বাংলার অনেক প্রেক্ষাঘরে। ফলে বাংলায় দেবী চৌধুরানি আবার নতুন করে প্রাসঙ্গিকতা পেল, বলা যায়।

কিন্তু প্রায় সব সিনেমার দেবী চৌধুরানিরাই মূলত বঙ্কিমচন্দ্র বিনির্মিত, প্রফুল্ল থেকে ডাকাতরানি হয়ে ওঠা বা ভবানী পাঠকের শিষ্যা, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেত্রী, দেবী চৌধুরানি। এর সঙ্গে রংপুরের মন্থনা বা পীরগাছার জমিদার, জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানির সম্পর্ক আবছা। এসব সিনেমায় ব্রিটিশ-বাংলার প্রথম গভর্নর-জেনারেল, ওয়ারেন হেস্টিংস ও তার প্রিয় পাত্র, অত্যাচারী, দেবী সিংহ-র ফ্যাসিস্ট রাজস্ব-নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া রংপুরের জমিদার-প্রজা-কৃষক-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেত্রী, দেবী চৌধুরানির সম্পর্ক থাকলেও তা খুব দূরের!

এ কথা বলার কারণ, বাঙালিকে তো বাস্তবের দেবী চৌধুরানিকে, তাঁর সময়কার সমাজ-সংস্কৃতি-বিদ্রোহের ইতিহাসকে জানতে হবে! সিনেমা, গল্প, উপন্যাস তো ঠিক ইতিহাস নয়! বঙ্কিম নিজেও বলেছেন, 'দেবী চৌধুরানি' উপন্যাসের কিছু চরিত্র ঐতিহাসিক হলেও, এই গল্পটিকে 'ইতিহাস' হিসেবে গণ্য করা যাবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কেন বাংলাদেশেও নির্দিষ্ট করে দেবী চৌধুরানিকে নিয়ে এখনও সেই স্তরের ঐতিহাসিক গ্রন্থ কই? একটি গ্রন্থ, যাতে থাকবে, দেবী চৌধুরানিকে ঘিরে প্রচলিত উপকথা, তাঁর সম্পর্কে এযাবৎ প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য, আর এই মহীয়সী নারীর স্মৃতিবিজড়িত স্মারকসমূহের বিবরণ ইত্যাদি। সেই স্বপ্নমাখা, বাংলার লেডি রবিনহুড, দেবী চৌধুরানির বায়োপিক কই?

এটা সকলেরই জানা যে, আজ থেকে ১৫৬ বছর আগে, ১৮৬৯-এ রংপুরকে ভেঙে ব্রিটিশরা জলপাইগুড়ি জেলা তৈরি করেছিলেন এবং ১৮৮২ সালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সম্ভবত সেই সময় তিনি রংপুরের কিংবদন্তি, দেবী চৌধুরানি বিষয়ে গবেষণা করে উপন্যাসটির ভিত রচনা করেন। 'দেবী চৌধুরানি' তাঁর চতুর্দশতম এবং একদম শেষের দিকের উপন্যাস। ফলে পাকা ঔপন্যাসিক বঙ্কিম তাঁর কাজে সফল হলেন কিন্তু বঙ্কিমবর্ণিত ইতিহাসের দেবী চৌধুরানিকে কি পুরোপুরি আবিষ্কার করা গেল? না, যায়নি। এটাই ট্র্যাজেডি! ফলে 'দেবী চৌধুরানি' আজও রহস্যময়ী এবং এক বিস্ময় উদ্রেককারী বাঙালি কিংবদন্তি হয়েই আছেন, রয়ে গেলেন!

এখন প্রশ্ন হল, দেবী চৌধুরানি কেন বিস্ময়নারী? কেনই বা তিনি বাঙালির এক ইউনিক আইকন? জানা যায়, ব্রিটিশদের চোখে ডাকাতরানি হোক আর যাই হোক, রংপুরের পীরগাছার জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানিই প্রথম বাঙালি নারী ও জননেত্রী যিনি আজ থেকে কমবেশি ২৫০-২৭৫ বছর আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক ও সন্ন্যাসী-ফকির সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় শহিদ হন। জন্মের তারিখ সুস্পষ্টভাবে না জানা গেলেও তাঁর মৃত্যুর একটি তারিখও জানা যায়। ১৮ এপ্রিল ১৭৮৩। দেবী চৌধুরানির স্মৃতিতে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার, রংপুরের পীরগাছা উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামে ১৫ দিনের নাপাইচণ্ডীর মেলা বসে। এই মাঠেই নাকি ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ইটাকুমারির জমিদার রাজা শিবচন্দ্র রায়চৌধুরী, দেবীর ভাই কেষ্টকিশোর সহ জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি নিহত হন। এই সংঘর্ষকে রংপুরের ব্রিটিশবিরোধী কৃষক বিদ্রোহ এবং সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের একটি অংশ বলে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন। এবং সে কারণেও দেবী চৌধুরানিকে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের শহিদ হিসেবেও দেখেন কেউ কেউ। দেবী চৌধুরানির এই ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে খুব বিশদে গবেষণার অভাব বলেই বাংলার এই লেডি-রবিনহুড নিয়ে এত রহস্য।

যে কারণে রহস্যটি ঘনীভূত হয়, সেটা হচ্ছে রংপুরের ৭৫ জন জমিদারের মধ্যে ১২ জন মহিলা জমিদার ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই উপাধি ছিল, 'দেবী চৌধুরানি'। কিন্তু পাশাপাশি এও জানা যায় যে, এই জলপাইগুড়ি শহর থেকে মোটামুটি ১৫০ কিলোমিটার দূরে, রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার শিবকণ্ঠীরাম গ্রামের কুর্শা বামুনপাড়ার ব্রজকিশোর চৌধুরী ও কাশীশ্বরী দেবীর কন্যা, জয়দুর্গা, ওই জমিদারদের একজন এবং তিনিই বিখ্যাত দেবী চৌধুরানি, যিনি নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বেড়ে উঠে মন্থনা বা পীরগাছার জমিদার ও পরবর্তীকালে রংপুর কৃষক বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। জানা যায়, ১৭৬৫ থেকে ১৭৯১ (মতান্তরে ১৭৬৫-১৮০১) জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি মন্থনা এস্টেটের জমিদার ছিলেন (এর সঙ্গে পাওয়া তাঁর মৃত্যুর তারিখটি মেলে না)। যাই হোক, রংপুরের পীরগাছার অনতিদূরে মন্থনার জমিদারবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। ইউটিউবে সেই জমিদারবাড়ির বেশ কিছু ভিডিও আছে। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এও জানা যায়, একসময় খাজনার দায়ে জমিদারি চলে যাওয়ায়, দেবী চৌধুরানি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জমিদার, কৃষক, সন্ন্যাসী, ফকিরদের এককাট্টা করে রংপুর-বৈকুণ্ঠপুরের বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এসময়েই রংপুরে দুর্ভিক্ষ হয়। হাজার হাজার মানুষ মন্বন্তরের কবলে পড়ে। বলা হয়, এসময়ে দেবী চৌধুরানি ব্রিটিশ ও তাদের অনুগত জমিদারদের সম্পদ লুট করে গরিবদের বিলোতেন।

যে কারণে রহস্যটি ঘনীভূত হয়, সেটা হচ্ছে, রংপুরের ৭৫ জন জমিদারের মধ্যে ১২ জন মহিলা জমিদার ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই উপাধি ছিল, 'দেবী চৌধুরানি'। কিন্তু পাশাপাশি এও জানা যায় যে, এই জলপাইগুড়ি শহর থেকে মোটামুটি ১৫০ কিলোমিটার দূরে, রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার শিবকণ্ঠীরাম গ্রামের কুর্শা বামুনপাড়ার ব্রজকিশোর চৌধুরী ও কাশীশ্বরী দেবীর কন্যা, জয়দুর্গা, ওই জমিদারদের একজন এবং তিনিই বিখ্যাত দেবী চৌধুরানি, যিনি নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বেড়ে উঠে মন্থনা বা পীরগাছার জমিদার ও পরবর্তীকালে রংপুর কৃষক বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন।

এও জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেবী চৌধুরানি জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যে এবং আশপাশে বহু অজ্ঞাত ঘাঁটি গড়ে তোলেন। বলা হয়, রায়কত জমিদারদের বিশেষ আনুকূল্যে তিনি বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যে রংপুর থেকে তিস্তা, করলা নদীপথে নৌকায় আসা-যাওয়া করতেন। সম্ভবত তিস্তা তখন আরেকটু পশ্চিম দিক দিয়ে বইত। পশ্চিমবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যের শিকারপুর চা বাগানে দেবী চৌধুরানি ভবানী পাঠকের প্রাচীন মন্দির, বেলাকোবা-রংধামালি রাস্তায় মন্থনীদেবীর মন্দির, জলপাইগুড়ি শহরের কাছে, গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানি শ্মশানকালী মন্দির, শিলিগুড়ির কাছে ফাড়াবাড়ি জঙ্গলে বনদুর্গার মন্দির ইত্যাদি প্রমাণ করে দেবী চৌধুরানির লৌকিক থেকে অলৌকিক অস্তিত্ব। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষয়কুমার মিউজিয়ামে রাখা, মহানন্দা ও পঞ্চনই নদীর পুরোনো বেড থেকে পাওয়া ৪০০ বছরের প্রাচীন ৩৫ ফুট দীর্ঘ দুটি শালকাঠের নৌকা প্রমাণ করে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলা নদীতে একসময় নৌকা চলাচল করত। এছাড়া রংপুরের পীরগাছায় দেবী চৌধুরানি ডিগ্রি কলেজ, চৌধুরানি হাইস্কুল, চৌধুরানি বাজার, চৌধুরানি রেলস্টেশন, চৌধুরানি সড়ক, পল্লিকল্যাণ কেন্দ্র এবং দেবী চৌধুরানি গবেষণাকেন্দ্র আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর কিংবদন্তি দেবী চৌধুরানির অস্তিত্ব মনে করায়।

শিকারপুর ভবানী পাঠক মন্দির।

কয়েকদিন আগে তিস্তার উপকণ্ঠে, গজলডোবার কাছে সরস্বতীপুর চা বাগানে ঘুরছিলাম। সেখানকার দুজন প্রবীণ বাসিন্দাও বললেন, তাঁরা শুনেছেন, সেখানেও দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মূর্তি ছিল, স্থানীয় আদিবাসীরা দুজনকেই পুজো দিতেন। সম্প্রতি শিকারপুরের আদি সন্ন্যাসী মন্দির তথা দেবী চৌধুরানি-ভবানী পাঠকের মন্দিরটি নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পীরগাছার মতো এখানেও তো গড়ে উঠতে পারে 'দেবী চৌধুরানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান'!

শুধু উপকথার দেবী চৌধুরানি নয়, ইতিহাসের দেবী চৌধুরানিকেও তো আমাদের জানতে হবে! দেবী চৌধুরানি কি শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানি হয়ে বাঙালির 'প্রফুল্লকুমারী' হয়েই থেকে যাবেন? আরেকটা কথা, কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের ৪০০ আসনসমৃদ্ধ রবীন্দ্র মঞ্চে সদ্য রিলিজ হওয়া 'দেবী চৌধুরানি' সিনেমাটি দেখতে ম্যাটিনি শোয়ে মাত্র চারজন দর্শক ছিলেন!

(লেখক সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষক)

আজ

১৯২০

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৫৭

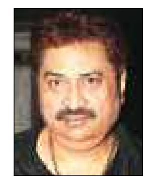

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক কুমার শানু।

আলোচিত

আপনার মনকে এতটাই শক্তিশালী করুন যাতে আপনার মেয়ে যদি কোনও অহিন্দুর বাড়িতে যায়, তাহলে তার পা ভেঙে ফেলতে আপনাকে দু'বার ভাবতে না হয়। যে মেয়েদের মূল্যবোধ নেই, তাদের বাড়ি থেকে বের হতে দেবেন না। মারধর করে, বুঝিয়ে, ভালোবেসে, যেভাবেই হোক থামান।

- প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর

ভাইরাল/১

জব্বলপুর স্টেশনে দোকান থেকে এক যাত্রী দুটি শিঙাড়া কিনে খেয়েছিলেন। কিন্তু অনলাইন পেমেন্ট আটকে যায়। এদিকে ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছিল। টাকা না পেয়ে দোকানদার যাত্রীর কলার চেপে ধরেন। শেষে হাতের স্মার্টওয়াচ দোকানদারকে দিয়ে যাত্রী রেহাই পেলেন।

ভাইরাল/২

আবর্জনার স্তূপে এক চিতাবাঘের খাবার খোঁজার ভিডিও ভাইরাল হল। রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে একটি চিতাবাঘকে খিদের জ্বালায় আবর্জনার মধ্যে খাবার খুঁজতে দেখা গেল। এক বনাধিকারিক ভিডিওটি শেয়ার করেছেন।

জনমন জনমত

মহাকাল মন্দির, ধর্মযুদ্ধ ও রাজনীতি

দিঘার জগন্নাথধাম, কলকাতার দুর্গাঙ্গনের পর এবার শিলিগুড়িতে বৃহৎ মহাকাল মন্দির তৈরি হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে চাপানউতোর। পক্ষে ও বিপক্ষে শুরু হয়েছে প্রচুর আলোচনা ও সমালোচনা। পিছিয়ে নেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি ঘোষণা করলেন, শিলিগুড়িতে তিরুপতি বালাজি মন্দিরের আদলে তৈরি হবে নতুন এক মন্দির।

অদ্ভুত ব্যাপার, যাঁরা রাম মন্দির তৈরি করার সময় ধর্মের নামে সমাজকে ভাগ করা হচ্ছে বলে বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা আজ নিজেরাই ধর্ম নিয়ে মেতেছেন। আবার যাঁরা রাম মন্দির তৈরির পক্ষে ছিলেন তাঁরাই এখানে মন্দির তৈরির বিরোধিতা করছেন। সত্যিই হাস্যকর ব্যাপার! কোনওটাই ঠিক নয় বলে সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মনে করেন। এই ধর্মযুদ্ধ কি মহাভারতের ধর্মযুদ্ধ! মহাভারতের যুদ্ধ তো আমাদের ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয়ের কথা বলে। যে ধর্ম মানবিকতা, অহিংসা, শ্রদ্ধা, ভলোবাসা, ন্যায়, কর্ম এবং সুচিন্তিত বিচারধারার কথা বলে। যেটা আমাদের আসল ধর্ম।

যাইহোক, মন্দির, মসজিদ, চার্চ, গুরদোয়ারা যা-ই তৈরি হোক না কেন তা যেন সরকারের পয়সা এবং মদতে তৈরি না হয়- এটাই আমাদের কাম্য। অযোধ্যায় রাম মন্দির বা দিঘাতে জগন্নাথধাম তৈরি হওয়ার ফলে দুই জায়গাতে অবশ্যই অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। দুটো মন্দিরেই প্রচুর জনসমাগম হচ্ছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অবশ্য এর ফায়দাও তুলেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শুধু মন্দির তৈরি হলেই কি কোনও জায়গার সর্বৈব উন্নতি হবে? শিল্প, চাকরি বা শিক্ষার কী হবে? সবাই জানতে চায় কবে মানুষের জন্য কাজ হবে? ধসে কত মানুষের প্রাণ চলে গিয়েছে? উত্তরবঙ্গের মানুষ এই ভয়াবহ বন্যা থেকে কবে মুক্তি পাবে? কবে কলকাতা বা অন্যান্য শহরের বাসিন্দারা বৃষ্টির জলে জলমগ্ন হওয়া বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাবেন?

এই যে ধর্মের খেলা শুরু হয়েছে এর শেষ কবে হবে? বিপুল পরিমাণ টাকা ধর্মস্থান তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে এবং হবে। এই টাকা কি জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করা যায় না? যাঁরা কেন্দ্র বা রাজ্যে ক্ষমতায় আছেন বা আগামীদিনে যদি ক্ষমতার বদল হয়, তাহলে তাঁরা কি শুধু এই ধর্মের খেলাই খেলবেন? আমাদের দেশ কি শুধুই ধর্মস্থানে ভরে যাবে? ধর্মযুদ্ধ তো শুরু হয়ে গিয়েছে সবাই দেখতে পাচ্ছে। মহাভারতের ধর্মযুদ্ধ তো ১৮ দিনে শেষ হয়েছিল। এই ধর্মযুদ্ধ কবে শেষ হবে বা কী বিপদ ডেকে আনবে কেউ জানি না।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ঋতুবন্ধ নয়, জীবনে দ্বিতীয় বসন্ত

সম্প্রতি বিশ্ব মেনোপজ দিবস পালিত হল। আমাদের অনেক কিছুই শিখিয়ে গেল।

সুমনা ঘোষ দস্তিদার

পাঁচ বছরের পুতুল পুতুল মেয়েটির মা চাকরিতে গেলে, সেই মুহূর্ত থেকে ড্রেসিং টেবিলে সাজানো সব প্রসাধনীর মালিক হয় সে। তার সামনে সে যেন এক রূপকথার রাজ্য! অপটু কচি হাতে সে নিজের চোখ, ঠোঁট, গাল সাজায়। মায়ের ওড়না গায়ে জড়িয়ে শাড়ি পরে। মায়ের হাবভাব, কথা অনুকরণ করে মনে মনে মায়ের মতো বড় হয়ে ওঠে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই মিছিমিছি নয়, সত্যিই বড় হয়ে ওঠে মেয়েটি। ভালোবাসতে শুরু করে নিজেকে, নিজের প্রতিটি অঙ্গকে। শুরু হয় নিজেকে চেনা, বোঝা। দিন গড়ায় শরীর পালটায়, পালটে যায় শরীরের যাবতীয় চেনা ছন্দ। ধীরে ধীরে খুলে যায় বয়ঃসন্ধির দরজা। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা শরীরজুড়ে, মনজুড়ে। নতুন আরেকটি অধ্যায়ও সংযোজিত হয়। রজচক্র বা ঋতুচক্র তখন মেয়েটির শরীর সন্তান ধারণে, সন্তান জন্ম দিতে প্রস্তুত। বিষয়টি আপাত স্বস্তির হলেও, ওই সময়টি মেয়েটির জন্য যথেষ্ট অস্বস্তির, যন্ত্রণার।

মেয়েরা প্রথমবার ঋতুমতী হলে পরিবার স্বস্তি পায়, আনন্দানুষ্ঠানও হয় অনেক রাজ্যে। যেমন অসমে তুলোনি/ সান্তি বিয়া, কেরলে হাফ শাড়ি, ওড়িশায় রাজা পার্ব, তামিলনাড়ুতে মঞ্জল নিরাত্তু ভিজা, কর্ণাটকে ঋতুশুদ্ধি ইত্যাদি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছু রাজ্যে এ বিষয়টি আজও গোপনীয়, লজ্জার। এ সময়ে পূর্ণ বিশ্রাম জরুরি, নখ, চুল কাটা অনুচিত, পুজো নিষিদ্ধ, রান্নাঘরেও প্রবেশ নিষেধ, টক খাওয়া মানা, এমন বহু মিথ আছে। অনেক শিক্ষিত পরিবারও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে সরিয়ে রেখে, এসব অযৌক্তিক নিয়মের পথেই হাঁটেন। পেটে যন্ত্রণা, মেজাজ বিগড়ে যাওয়া, রাগ, উত্তেজনা, খাবারে অনীহা এমন নানা উপসর্গ হাজির হয় ঋতুমতী মেয়েটির। ধীরে ধীরে কিশোরীটি তরুণী হয়। সময় গড়ায়, পরিণত হয়। জীবনের সব রং-রূপ-রস জুড়ে জুড়ে যায়। সময় হলে নিজেকে মা বলেও প্রমাণ করে আত্মতৃপ্ত হয় এবং সমাজে সম্মান বাড়ে।

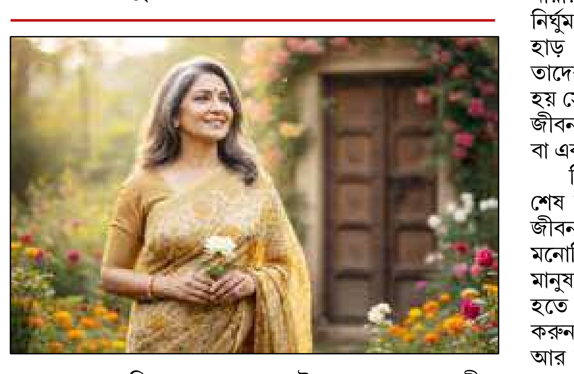

এই ঋতুমতী হওয়া, তাকে ঘিরে উৎসব, সন্তান, সেসবের হিসেবনিকেশ চলে, ব্যাখ্যা -বিচার হয়। কিন্তু সেই নারীর খোঁজ কি তাঁরা রাখেন যখন ঋতুবন্ধ বা মেনোপজ হয়? এ আলোচনা কেবল গোপনে হয়, লজ্জার আবরণে মুড়িয়ে রাখা হয়। অথচ এ খুবই স্বাভাবিক। শারীরবৃত্তীয় কারণেই একদিন ঋতুচক্র শুরু হয় আবার একদিন তা থেমেও যায়। কিন্তু এ সময় নারীর শরীরে ও মনে নানা সমস্যা, অবসাদ, উদ্বেগ ঘিরে ধরে। নির্ঘুম রাত, অনিয়ন্ত্রিত প্রস্রাব, অকারণে উত্তেজিত হওয়া, হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, হট ফ্ল্যাশে জেরবার হয় জীবন। তাদের জীবনের এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে কষ্ট হয়, মনে হয় সৌন্দর্য, আবেগ, যৌন অনুভূতি সব হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে। মনে হয় সব শেষ হয়ে গেছে। ভয়, হীনম্মন্যতা বা একাকিত্বের কষ্ট পেয়ে বসে।

কিন্তু না। একেবারেই না। রজোনিবৃত্তি মানেই জীবনের শেষ নয়। কিছুই ফুরিয়ে যাওয়া নয়। যত্ন নিয়ে, নতুন করে জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিতে হয় কেবল। এক মনোচিকিৎসকের মতে, পরিবারকে বিশেষ করে কাছের মানুষটিকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে, সহানুভূতিশীল হতে হবে। এসময় নিজেকে সময় দিন ভরপুর, কিছু ব্যায়াম করুন, ভালো লাগে এমন কাজে যুক্ত হন, সুষম খাবার খান, আর হারিয়ে যাওয়া শখগুলোতে নতুন করে আলো ফেলুন। দেখবেন রঙে-রূপে-গন্ধে ভরে উঠবে জীবন, বসন্ত জাগ্রত হবে দ্বারে। প্রথম বসন্ত নাইবা হল, দ্বিতীয় বসন্তই সই। মন ও শরীরের সকল অবসাদ কেটে ভালো থাকুন সব মহিলা, পাশে থাকুন আপনজন, পাশে থাকুক পরিবার, সমাজ।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যকর্মী।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মদের আড্ডা বা দোকান ৪। বুদ্ধিমান, সমঝদার ৫। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ৭। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে খাদ্য বিতরণ ৮। উত্তরীয় বা ওড়না ৯। থিয়েটারের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ছিলেন, বালুরঘাটের মেয়ে ১১। আইনজীবীর সাহায্যপ্রার্থী ১৩। ওজন করার কাঁটা ১৪। বাইবেলে ইশহাকের স্ত্রী ১৫। রুপোলি ফসল বলে পরিচিত।

উপর-নীচ : ১। দরজা, কপাট ২। দৃষ্টি, লক্ষ্য রাখা ৩। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথা ৬। প্রকৃতির মধ্যে যে অন্ধকার বিদ্যমান ৯। যে প্রাণী ঘাস খায় ১০। পদার্থে সবচেয়ে ছোট অংশ ১১। বিভিন্নভাবে খাওয়া হয় এই দানাশস্য ১২। লঙ্কার রাজা রাবণ।

সমাধান ■ ৪২৬৯

পাশাপাশি : ১। হাবিজাবি ৩। পরিখা ৪। নিরক্ষরেখা ৭। লকুচ ৯। অতসী ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। সভাস্থল।

উপর-নীচ : ১। হালফিল ২। বিনুনি ৩। পরোক্ষ ৪। খামোখা ৬। রেয়াত ৮। কুক্কুট ১০। সীতাফল ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রইস।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পাক-আফগান সংঘাতে রাশ টানল কাতার

দোহা, ১৯ অক্টোবর : শেষপর্যন্ত সীমান্ত সংঘাতে ইতি টানতে রাজি হয়েছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় দিনকয়েকের আলোচনার পর রবিবার দু-দেশই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। দোহায় যুদ্ধবিরতিতে রাজি হওয়ার পর আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা মহম্মদ ইয়াকুবের সঙ্গে করমর্দন করেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা মহম্মদ আসিফ। কাতারের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'দু-দেশ স্থায়ী শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বিষয়ে একমত হয়েছে। বিরোধ মেটাতে দিনকয়েকের মধ্যে ফের আলোচনায় বসবেন আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা।' মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির প্রভাবে পাক-আফগান সংঘাত বন্ধ হলেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কতটা পোক্ত হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

শনিবার দোহায় যখন দু-পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছিল তখনও আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছিল পাক সেনা। হামলায় ৩ ক্রিকেটার সহ অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। হামলার প্রতিবাদে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পাকিস্তান সরকার অবশ্য হামলাকে সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানের অংশ বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার মির আলিতে একটি সেনা ক্যাম্পে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটে। কেউ দায় স্বীকার না করলেও ইসলামাবাদের অভিযোগের তির তালিবান ঘনিষ্ঠ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান গোষ্ঠীর দিকে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রেশ ধরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ২,৬১১ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে, যা ডুরান্ড লাইন নামে পরিচিত। কিন্তু আফগানিস্তান কখনও এটিকে স্বীকৃতি দেয়নি।

মা হলেন পরিণীতি

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। দেওয়ালির আগেই ঘর আলো করে এল নবজাতক। নয়াদিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দেন পরিণীতি। রবিবার অভিনেত্রী ও তাঁর স্বামী রাঘব চাড্ডা ইনস্টাগ্রাম পোস্টে

খুশির খবরটি অনুরাগীদের জানান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মা ও সন্তান দুজনেই ভালো আছে। অগাস্টে পরিণীতির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর ঘোষণা করেছিলেন দম্পতি।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত ২

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর : দীপাবলি উপলক্ষ্যে বাড়ি ফিরছেন সকলে। পা ফেলার জায়গা নেই বাস-ট্রাম-ট্রেনে। এই অবস্থায় ভিড়ের চাপে মুম্বইয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন তিন যাত্রী। শনিবার গভীর রাতে মুম্বইয়ের লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে বিহারগামী কর্মভূমি এক্সপ্রেসে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দু-জনের। গুরুতর জখম একজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। মৃত দুই তরুণের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশের অনুমান, দু-জনেরই বয়স ৩০-৩৫ বছর।

হামাসকে হুঁশিয়ারি আমেরিকার

চুক্তি ভুলে হামলায় ফের রক্তাক্ত গাজা

জেরুজালেম ও ওয়াশিংটন, ১৯ অক্টোবর : সংকটের মুখে ইজরায়েল-হামাস শান্তিচুক্তি। সপ্তাহব্যাপী সংঘর্ষ বিরতির মধ্যেই রাফা সহ দক্ষিণ গাজায় বিমান হামলা চালাল ইজরায়েল। হামাসের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পর রবিবার এই হামলা চালায় আইডিএফ। হামলায় কমপক্ষে ৩৮ জন প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। আহত বহু। রাফায় একটি আইইডি বিস্ফোরণে কয়েকজন ইজরায়েলি নিরাপত্তাকর্মীর আহত হওয়ার খবর মিলেছে। চলতি সংঘাতের জন্য একে অন্যের দিকে আঙুল তুলেছে ইজরায়েল ও হামাস। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেছেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ। ইজরায়েলের দাবি, সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে তাদের বাহিনীর ওপর রকেট, স্নাইপার হামলা চালিয়েছে হামাস। দাবি অস্বীকার করে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি গোষ্ঠী আবার ইজরায়েলকে দায়ী করেছে। দু-পক্ষের দাবি, পালটা দাবির মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে।

হামাসের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। রবিবার তাঁর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও শীর্ষস্থানীয় নিরাপত্তা কর্তাদের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেনাকে কড়াভাবে অবস্থা সামাল দিতে বলা হয়েছে। গাজা স্ট্রিপে সক্রিয় হামাস জঙ্গিদের কোনও ছাড় দেওয়া হবে না।' মার্কিন রিপোর্ট বলছে, গাজার অসামরিক বাসিন্দাদের ওপর হামলার ছক কষেছে হামাস। সেক্ষেত্রে আমেরিকা চুপচাপ বসে থাকবে না। গাজার অধিবাসীদের বাঁচাতে পদক্ষেপ করা হবে। এই হুঁশিয়ারি মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের। কী পদক্ষেপ করা হবে তা খোলসা করেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

শনিবার মার্কিন বিদেশমন্ত্রক অভিযোগ করেছে, গাজায় নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের ওপর হামাসের হামলার ছকের গোপন রিপোর্ট তারা পেয়েছে। গাজায় শান্তি ফেরানোর চুক্তিতে শামিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানকার অসামরিক বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, স্থলভাগে শান্তি বজায় রাখতে ও এলাকাকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হামাস হানা দিলে পালটা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। হামাসের পরিকল্পিত ছক সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি ওয়াশিংটন। অন্যদিকে, হামাস মার্কিন দাবি নস্যাৎ করে জানিয়েছে, এটা আসলে 'বিভ্রান্তিকর' প্রচার।

পারস্পরিক সংঘাত

- গাজায় ইজরায়েলের বিমান হামলা
- রাফায় আইইডি বিস্ফোরণে আহত ইজরায়েলি সেনারা
- ইজরায়েলের দাবি, সংঘর্ষ বিরতি ভেঙে তাদের বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছে হামাস
- দাবি অস্বীকার প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর
- সেনাবাহিনীকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ নেতানিয়াহুর
- প্যালেস্তিনীয়দের ওপর হামাসের হামলার ছক, অভিযোগ আমেরিকার

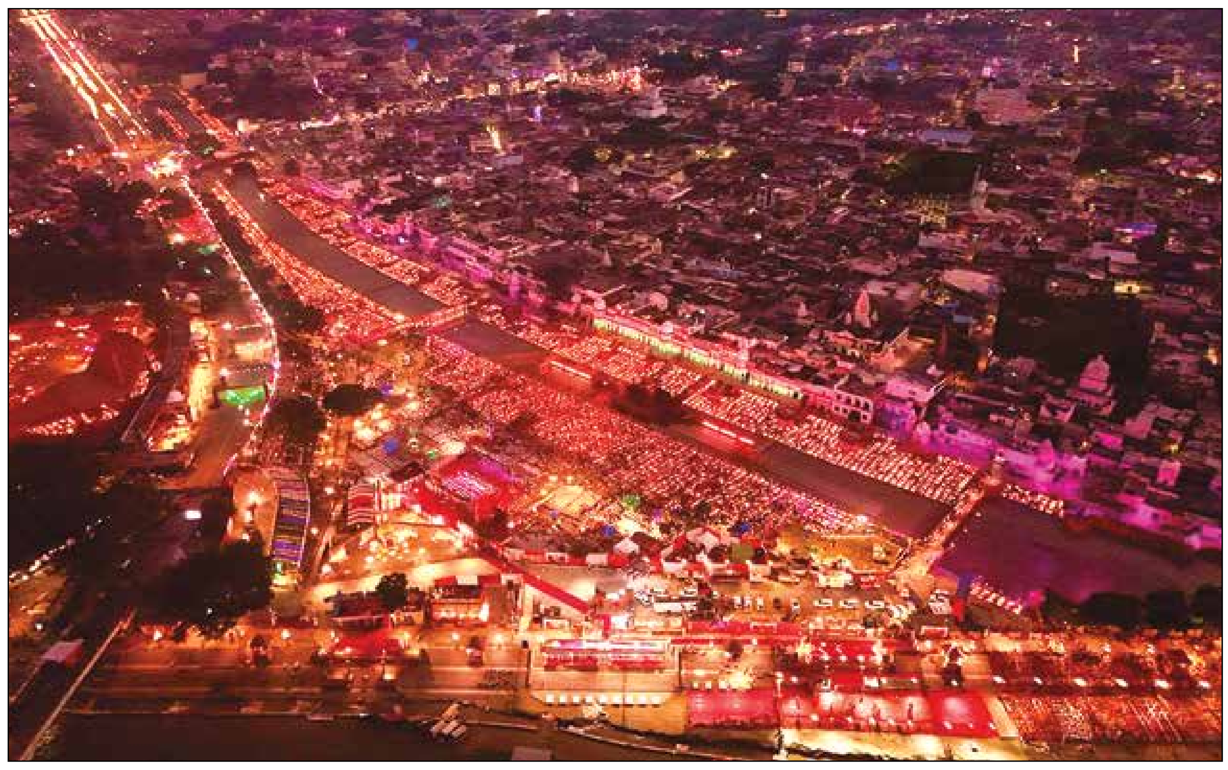

আলো আমার আলো, ওগো...

দীপাবলিতে নয়াদিল্লির রাজপথ। -পিটিআই

দীপাবলির প্রাক্কালে আতশবাজির রোশনাই অযোধ্যার রাম কি পৈড়িতে।

যোগী-অখিলেশ তর্জা

অযোধ্যা, ১৯ অক্টোবর : দীপাবলিতেও তর্জামুক্ত থাকল না উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি। আলোর উৎসবে যোগী সরকারের দেদার খরচ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। প্রদীপ, মোমবাতির জন্য টাকা খরচ না করে ক্রিসমাসের ধাঁচে নানাবিধ রঙিন আলোর সম্ভার দিয়ে দীপাবলি পালন করার নিদানও দেন তিনি। এর জবাবে তীব্র ভাষায় তাঁর নিন্দা করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রাম মন্দির আন্দোলনের সময় করসেবকদের ওপর সপা সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদবের সরকারের গুলি চালানো নিয়েও অখিলেশকে বিঁধেছেন তিনি। প্রতিবারের মতো এবারও অযোধ্যানগরী সেজে উঠেছে দীপোৎসব উপলক্ষ্যে। এবছর অযোধ্যায় ২৬,১১,১০১টি প্রদীপ জ্বালানো হবে।

অযোধ্যায় এহেন রাজসূয় যজ্ঞ ঘিরে প্রশ্ন তোলেন অখিলেশ। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভগবান রামের নামে আমি একটি প্রস্তাব দিতে চাই। সারাবিশ্বে সমস্ত শহর ক্রিসমাসের সময় আলোয় সাজানো হয়। সেটা চলে মাসের পর মাস ধরে। আমাদের তার থেকে শেখা উচিত। আমরা কেন প্রদীপ এবং মোমবাতির জন্য এত টাকা খরচ করব? অবশ্য এই সরকারের থেকে আমরা আর কীই বা আশা করতে পারি। এই সরকারের যাওয়া উচিত। সুন্দর সুন্দর রঙিন আলো দিয়ে সাজানো যায় সেটা আমরা সুনিশ্চিত করব।'

অখিলেশের এই মন্তব্যের জবাবে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'যাঁরা গুলি চালিয়েছিলেন তাঁরা রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় আসেননি। রাম মন্দির আন্দোলনের সময় মন্দির নির্মাণেরও বিরোধিতা করা হয়েছিল। ওঁরা গুলি চালিয়ে ছিলেন। আমরা প্রদীপ জ্বালিয়েছি।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিটি প্রদীপ আমাদের মনে করায় সত্যকে সমস্যায় ফেলা যায় ঠিকই, কিন্তু পরাজিত করা যায় না। সেই লড়াইয়ের ফলেই অযোধ্যায় এই মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।' অখিলেশের সমালোচনা করে ভিএইচপি নেতা বিনোদ বনশল বলেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে বিদেশি পরম্পরা নিয়ে গর্ববোধ করছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।' বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালার তোপ, 'সইফাইতে নাচগানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। কিন্তু অযোধ্যায় দীপাবলি উদযাপন হলে অখিলেশ যাদবের সমস্যা হয়।'

অন্তঃসত্ত্বাকে খুন প্রাক্তন লিভ-ইন সঙ্গীর

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : নয়াদিল্লির নবি করিম অঞ্চলের কুতুব শাহ রোড এক হাড় হিম করা ঘটনার সাক্ষী থাকল। স্বামীর সঙ্গে মায়ের বাড়িতে যাওয়ার সময় শালিনী নামে বছর ২২-এর গর্ভবতী খুন হয়ে গেলেন।

অভিযোগ, প্রাক্তন লিভ-ইন সঙ্গী এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেছে শালিনীকে। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামী আকাশ আক্রমণকারী আশুর ছুরি কেড়ে নিয়ে তাকে পালটা আঘাত করেন। দু'জনের ধস্তাধস্তিতে গুরুতর আহত হন আশু। স্থানীয়রা তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শালিনী,আশুকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত আকাশের চিকিৎসা চলছে।

মুসলিম ভোট দরকার নেই : গিরিরাজ

পাটনা, ১৯ অক্টোবর : সম্প্রতি কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বিহারের আরওয়ালে এক জনসভায় মুসলিম ভোটারদের 'নমক হারাম' (বেইমান) বলে উল্লেখ করে তাঁদের ভোটের দরকার নেই বিজেপির, এমন মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করলেন। আশঙ্কা, তাঁর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিহারের রাজনীতিতে মুসলিম ভোটের মেরুকরণ আরও তীব্র হতে পারে।

শনিবার বেগুসরাইয়ে গিরিরাজ বলেছেন, 'আমি এক মৌলবিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি আয়ুষ্মান ভারতের স্বাস্থ্যকার্ড নিয়েছেন কি? তিনি হ্যাঁ বলায় আমি তাঁকে ফের জিজ্ঞাসা করি ওই স্বাস্থ্যকার্ড কি হিন্দু-মুসলিম ভিত্তিতে দেওয়া হয়? উত্তরে তিনি না বলায় আমি তাঁকে এবার জিজ্ঞেস করি, আপনি কি আমাকে ভোট দেবেন? উনি হ্যাঁ বলায় আমি তাঁকে ঈশ্বরের নামে শপথ করে কথাটা বলতে বলেছিলাম। উনি কিন্তু তা করেননি।' গিরিরাজের বক্তব্য, 'মুসলিমরা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সমস্ত সুবিধা নেয় কিন্তু আমাদের ভোট দেয় না। এই ধরনের লোকেদের নমক হারাম বলা হয়। আমি মৌলবি সাহেবকে বলেছিলাম, আমি নমক হারামদের ভোট চাই না।' বিরোধীরা গিরিরাজের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন।

লালুর বাড়ির সামনে জামা ছিঁড়ে প্রতিবাদ

পাটনা, ১৯ অক্টোবর : আসনরফা এবং টিকিট বণ্টন নিয়ে বিরোধী মহাজোটের অস্বস্তি যেন কাটতেই চাইছে না। আরজেডি-কংগ্রেস নেতারা মুখে যতই জোটে সব ঠিক আছে বলে দাবি করুন, পরিস্থিতি কিন্তু অন্য। আরজেডি এবার যে টিকিট বণ্টন করেছে তাতে মধুবন আসনে মদন শা-কে প্রার্থী করা হয়নি। কেন তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি সেই প্রশ্ন তুলে রবিবার আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়ির বাইরে মদন শা রীতিমতো প্রতিবাদের ঝড় তোলেন।

টিকিট না পেয়ে কান্না আরজেডি নেতা মদন শা'র। রবিবার পাটনাতে।

দলীয় সমর্থক, অনুগামী, সাংবাদিকদের সামনে নিজের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে রাস্তায় শুয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। এহেন নাটকীয় পরিস্থিতির কারণে মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে যায় লালুর বাড়ির বাইরে। তৈরি হয় জটলা। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায় মদন শা-র প্রতিবাদের ভঙ্গিমা। অভিযোগ উঠেছে, টিকিট বণ্টনের ক্ষেত্রে আরজেডিতে দুর্নীতি হয়েছে। মদন শা বলেন, 'আমি টাকার বিনিময়ে টিকিট নিতে চাইনি বলেই আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় যাদবের হস্তক্ষেপে মধুবন আসনে প্রার্থী করা হয়েছে ড. সন্তোষ কুশওয়াহাকে।' শুধু প্রতিবাদ করাই নয়, লালুর গাড়ি পাটনার বাসভবনে যখন ঢুকছিল তখন তার পিছনে ধাওয়া করেন মদন শা। তাঁকে বাধা দেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

এদিকে দীপাবলি, ভাইফোঁটার পরই মগধভূমে নির্বাচনি প্রচারে নামছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ২৪ অক্টোবর থেকে বিহারে প্রচার শুরু করবেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল জানিয়েছেন, চলতি মাসের শেষে অন্তত ৪টি জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। ২৪ তারিখ মোদি প্রথম সভাটি করবেন সমস্তিপুরে। ওইদিনই বেগুসরাইয়ে দ্বিতীয় সভা করবেন তিনি। ৩০ তারিখ মুজফফরপুর ও ছাপড়ায় আরও দুটি জনসভা করবেন মোদি। ২, ৩, ৬ ও ৭ নভেম্বরও বিহারে প্রচার সারবেন তিনি।

এদিকে জেএমএম মহাজোট ছেড়ে বেরিয়ে আসায় আরজেডি-কংগ্রেসকে নিশানা করেছে বিজেপি। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের ঔদ্ধত্যের কারণেই জেএমএম মহাজোট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বলে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। ৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে জেএমএম। একাধিক আসনে মহাজোটের বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হওয়ায় আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে হস্তক্ষেপ করতে বলেছেন কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব। বিরোধী মহাজোটে যাতে জোটধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য লালুকে নেতৃত্ব দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

নেপোলিয়নের গয়না চুরি

প্যারিস, ১৯ অক্টোবর : চুরি হয়ে গেল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বহুমূল্য অলংকার। চুরি গিয়েছে তাঁর স্ত্রী জোসেফিনের একাধিক গয়নাও। খোয়া যাওয়া জিনিসগুলির দাম কয়েক কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছে। স্থান প্যারিসের লুভ মিউজিয়াম। রবিবার দিনেরবেলা জাদুঘরের জানলা ভেঙে যেভাবে ফরাসি সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর গয়না চুরি হয়েছে, তাতে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে প্যারিসের পুলিশ প্রশাসন।

গোটা বিশ্ব থেকে পর্যটকরা যে জাদুঘরে ভিড় জমান, সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর বেরিয়ে পড়েছে। ঘটনার পর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে লুভ মিউজিয়াম। আচমকা জাদুঘর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দর্শকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। নিরাপত্তা কর্মীরা দর্শনার্থীদের দ্রুত জাদুঘর থেকে বার করার চেষ্টা করায় পড়ে যায় হুড়োহুড়ি। ফ্রান্সের সংস্কৃতিমন্ত্রী রাচিদা দাতি জানিয়েছেন, রবিবার জাদুঘর খোলার কিছুক্ষণের মধ্যে চুরির ঘটনাটি ঘটে। জাদুঘরের জানলা ভেঙে ঢুকে পড়ে মুখোশ পরা দু'জন চোর। তখন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল দলের তৃতীয় সদস্য। ল্যুভেরে সংরক্ষিত নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও জোসেফিনের মোট ৯টি গয়না লুঠ করেছে তারা। তারপর দলটি

বন্ধ লুভ

একটি স্কুটারে চেপে পালিয়ে যায়। দুষ্কৃতীদের খোঁজে প্যারিস ও তার আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রকাশ্যে আসেনি চোরদের পরিচয়ও। লুভেই রয়েছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসা। বিশ্ববিখ্যাত ছবিটি নিরাপদেই রয়েছে বলে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

দিল্লির নাম ইন্দ্রপ্রস্থ করার দাবি

নয়াদিল্লি ১৯ অক্টোবর : নাম বদলের রাজনীতির তালিকায় খোদ জাতীয় রাজধানী দিল্লি। হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ভিএইচপি-র দাবি, অবিলম্বে দিল্লির নাম বদলে ইন্দ্রপ্রস্থ করা হোক। রবিবার দিল্লির সংস্কৃতিমন্ত্রী কপিল মিশ্রকে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেছে তারা। ভিএইচপি-র যুক্তি, দিল্লি বললে যেখানে ২ হাজার বছরের ইতিহাস সামনে আসে, সেখানে ইন্দ্রপ্রস্থ যুক্ত করলে শহরের ৫ হাজার বছরের গৌরবময় সংস্কৃতিকে বাঁচানো সম্ভব হবে। শুধু শহরের নামই নয়, ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দিল্লি রেলস্টেশনের নাম বদলে ইন্দ্রপ্রস্থ করার দাবি তুলেছে ভিএইচপি। সংগঠনের নেতা সুরেন্দ্রকুমার গুপ্তার দাবি, নামবদল স্রেফ পরিবর্তন নয়, এটি একটি জাতির চেতনার প্রতিচ্ছবি।

বিতর্কে প্রজ্ঞা

নয়াদিল্লি ১৯ অক্টোবর : ফের বিতর্কে ভোপালের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। এবার অবশ্য নীতি পুলিশির জন্য। হিন্দুত্ববাদী নেত্রী নিদান দিয়েছেন, 'বাড়ির মেয়েরা যেন অ-হিন্দুদের বাড়িতে না যায়। যদি তাঁরা সেই নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে ওই মেয়েদের ঠ্যাং ভেঙে খোঁড়া করে দিতে যেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না হয়।' প্রজ্ঞার টোটকা, 'আপনারা যদি আপনাদের ছেলেমেয়েদের ভালোর জন্য মারধর করেন তাহলে পিছু হটবেন না।'

নো কিংস বিক্ষোভে উত্তাল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৯ অক্টোবর : অভিবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে বিদেশনীতি। মাত্র ১০ মাসের শাসনে আমেরিকাকে বদলে দিতে পরের পর পদক্ষেপ করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর নীতির বিরুদ্ধে এবার বিক্ষোভ শুরু হয়েছে গোটা দেশে। প্রায় সব বড় শহরে হচ্ছে জমায়েত, মিছিল। শনিবার আমেরিকায় 'নো কিংস' নামে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন কয়েক লক্ষ মানুষ। সরকারি হিসাব বলছে, এদিন ৫০টি মার্কিন প্রদেশে ২,৬০০-র বেশি প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের হাতে 'নাথিং ইজ মোর প্যাট্রিওটিক দ্যান প্রোটেস্টিং' (প্রতিবাদের থেকে বড় দেশপ্রেম আর হয় না) কিংবা 'রেজিস্ট ফ্যাসিজম' (ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন) লেখা পোস্টার-ব্যানার নজরে এসেছে। জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর এই নিয়ে তৃতীয়বার গণবিক্ষোভের মুখে পড়েছেন ট্রাম্প। তবে জনসমাগম ও আন্দোলনের বিস্তারের নিরিখে এবছরের বাকি ২টি আন্দোলনকে ছাপিয়ে গিয়েছে এবারের 'নো কিংস' বিক্ষোভ। ট্রাম্প অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। বিক্ষোভকারীদের কটাক্ষ করে এদিন সামাজিক মাধ্যমে একটি এআই ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে তাঁকে রাজকীয় পোশাকে দেখা গিয়েছে। মাথায় মুকুট। টাইম স্কোয়ারে কিং ট্রাম্প নামে একটি যুদ্ধবিমানে চেপে বিক্ষোভকারীদের ওপর জল-কাদা বর্ষণ করছেন তিনি। স্পষ্ট বার্তা।

ট্রাম্প বিরোধিতার ঢেউ ইউরোপেও

নিউ ইয়র্ক পুলিশের হিসাব বলছে, শনিবার শহরে যে বিক্ষোভ হয়েছে, তাতে এক লক্ষের বেশি মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। শুধু টাইম স্কোয়ারে ২০ হাজার লোকের ভিড় জমে ছিল। বিভিন্ন পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষকে সেই ভিড়ে দেখা গিয়েছে। তাঁদের একজন ফ্রিলান্স লেখক বেথ জেসলফ বলেন, 'ট্রাম্প ফ্যাসিবাদী শাসনযন্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। বর্তমান সরকার যে স্বৈরাচারী, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।' সিনেটের ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমাদের আমেরিকায় কোনও স্বৈরাচারী শাসক থাকতে পারেন না। ট্রাম্পকে আমরা গণতন্ত্র ধ্বংস করতে দেব না।' ওয়াশিংটন ডিসিতে ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভে সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সকে। তিনি বলেন, 'আমেরিকাকে ভালোবাসি বলেই আমরা এখানে জড়ো হয়েছি।'

বিক্ষোভ ঠেকাতে প্রশাসন বলপ্রয়োগ না করলেও জমায়েত স্থানের আশপাশে পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রদেশগুলিতে বাড়ানো হয়েছে ন্যাশনাল গার্ডের সংখ্যা। তবে এদিন তাঁদের প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। আমেরিকায় নো কিংস বিক্ষোভ ইউরোপেও প্রভাব ফেলেছে। শনিবার বার্লিন, মাদ্রিদ, রোম, লন্ডনের মতো শহরে ট্রাম্প বিরোধী জমায়েত হয়েছে। লন্ডনে আমেরিকার দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন হাজারের বেশি মানুষ। কানাডার টরন্টোয় মার্কিন কনসুলেটের বাইরেও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। রবিবার প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প অবশ্য নিজেকে রাজা নন বলে দাবি করেছেন।

সংঘের মিছিলে সায়

বেঙ্গালুরু, ১৯ অক্টোবর : ধাক্কা খেল কর্ণাটকের কংগ্রেসশাসিত সরকার। ২ নভেম্বর কালাবুর্গির চিত্তপুরে আরএসএসকে মিছিল বের করার অনুমতি দিল কর্ণাটক হাইকোর্ট। প্রথমে সিদ্দারামাইয়ার সরকার এই মিছিল বের করার অনুমতি দেয়নি। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কালাবুর্গি আরএসএসের আহ্বায়ক অশোক পাতিল। শুনানির সময় বিচারপতি এমজিএস কামাল জানিয়ে দেন, প্রত্যেকের আবেগকে সম্মান করা উচিত। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে চিত্তপুর প্রশাসন আরএসএসকে মিছিল বের করতে বাধা দিয়েছিল। কারণ, একই সময়ে ভীম আর্মি এবং ভারতীয় দলিত প্যান্থার নামে দুটি সংগঠনেরও মিছিল বের করার কথা।

আইভিএফ
যেখান থেকে শুরু হয় নতুন জীবনের গল্প

আইভিএফ অর্থাৎ ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে একটি সাধারণ ও কার্যকরী সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি, যা বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের বা দম্পতিদের গর্ভধারণে সহায়তা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। লিখেছেন শিলিগুড়ির বিখ্যাত ইনফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ **ডাঃ প্রসেনজিৎকুমার রায়**

আইভিএফের ধাপ

- ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য ডিম্বাশয়কে উদ্দীপ্ত করা।
- মহিলার ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা।
- ডিম্বাণুগুলোকে ল্যাবরেটরিতে শুক্রাণুর সঙ্গে নিষিক্ত করা।
- নিষিক্ত ভ্রূণগুলিকে ল্যাবে বড় করা।
- গর্ভধারণের উদ্দেশ্যে একটি বা একাধিক সুস্থ ভ্রূণকে মহিলার জরায়ুতে স্থানান্তর করা।

সাধারণ ভুল ধারণা এবং সত্যতা

ধারণা ১	প্রকৃত তথ্য
আইভিএফ সবসময় সফল হয়।	আইভিএফ একটি কার্যকর পদ্ধতি হলেও এটি বাচ্চার জন্মানোর নিশ্চয়তা দেয় না। সাফল্যের হার নির্ভর করে রোগীর বয়স, স্বাস্থ্য, ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর গুণমান এবং বন্ধ্যাত্বের কারণের উপর।
আইভিএফ করলে সবসময় যমজ বা একাধিক সন্তান হয়।	অতীতে একাধিক ভ্রূণ স্থানান্তর খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যেটা একাধিক গর্ভধারণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিত। এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে সিঙ্গল এমব্রিও ট্রান্সফার (eSET)-এর মাধ্যমে একটি মাত্র ভ্রূণ স্থানান্তর করা হয় একটি সুস্থ একক গর্ভধারণের জন্য। এটি উল্লেখযোগ্যভাবে যমজ বা তার বেশি গর্ভধরণের হার কমিয়ে দিয়ে মা এবং বাচ্চার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।
আইভিএফ শুধুমাত্র মহিলাদের বন্ধ্যাত্বের জন্য।	আইভিএফ একটি বহুমুখী চিকিৎসা, যা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের বন্ধ্যাত্ব সমস্যার সমাধানে সহায়ক। কম শুক্রাণু সংখ্যা, শুক্রাণুর গতি, বন্ধ ডিম্বনালি, এন্ডোমেট্রিওসিস অথবা কোনও দম্পতির ক্ষেত্রে যদি ব্যাখ্যাতীত কোনও কারণ থাকে সেক্ষেত্রে প্রায়শই আইভিএফ পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে।
আইভিএফে জন্ম নেওয়া শিশুরা কম সুস্থ হয় বা বেশি জন্মগত ত্রুটি থাকে।	গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আইভিএফে জন্ম নেওয়া শিশুরা সাধারণত আর পাঁচটা সাধারণ জন্মানো বাচ্চার মতোই সুস্থ থাকে। অল্প কিছু ক্ষেত্রে সামান্য বেশি ঝুঁকি থাকতে পারে, যেটা সম্পূর্ণভাবে দম্পতির বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কোনওভাবেই আইভিএফ পদ্ধতির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকি প্রি-ইমপ্ল্যানটেশন জেনেটিক টেস্টিং (পিজিটি) ভ্রূণের জেনেটিক ত্রুটি চিহ্নিত করতেও সহায়ক হয়ে থাকে।
আইভিএফ প্রক্রিয়া সবসময় যন্ত্রণাদায়ক।	আইভিএফ কিছুটা অস্বস্তিকর হলেও সাধারণত সহনীয়। ডিম্বাণু সংগ্রহের সময় সিডেশন বা অ্যানাস্থিশিয়া দেওয়া হয়, ফলে ব্যথা কম হয়। হরমোনাল ওষুধের কারণে ফোলাভাব, পেটে ব্যথা বা স্তনে অস্বস্তি হতে পারে, যা সাধারণত সামলানো যায়।
আইভিএফ করলে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।	বেশিরভাগ গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আইভিএফ চিকিৎসা ও জরায়ু বা স্তন ক্যানসারের মধ্যে তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ নেই। যেসব মহিলার বন্ধ্যাত্ব রয়েছে, তাঁদের ক্যানসারের ঝুঁকি হয়তো কিছুটা বেশি, কিন্তু সেটা সাধারণত জেনেটিক কারণে, আইভিএফের জন্য নয়।
আইভিএফ হল বন্ধ্যাত্বের একমাত্র ও শেষ উপায়।	আইভিএফ অনেকসময় গুরুতর বন্ধ্যাত্বের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এটি সবসময় শেষ উপায় নয়। ব্লকড ফ্যালোপিয়ান টিউব বা পুরুষের শুক্রাণুর সমস্যা থাকলে আইভিএফ শুরুতেই সুপারিশ করা হতে পারে। অনেক রোগীই তাঁদের রোগ নির্ণয় ধাপের ওপর নির্ভর করে তুলনামূলক কম জটিল পদ্ধতি যেমন আইইউআই অথবা জীবনশৈলী পরিবর্তনের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করেছে।
শুধু তরুণ দম্পতিরাই আইভিএফের মাধ্যমে সন্তান ধারণ করতে পারেন।	প্রায়শই আইভিএফ সাফল্যের ক্ষেত্রে মহিলার বয়সকে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়, তবে অনেক মহিলা ৩০ বছর বয়সের পরেও, এমনকি ৪০ বছর বয়সের পরেও সফলভাবে গর্ভধারণ করেছেন। ডিম্বাণুদাত্রীর থেকে ডিম্বাণু নেওয়া বা ভ্রূণ সংরক্ষণও বেশি বয়সিদের জন্য সহায়ক হয়ে থাকে।
ভ্রূণ স্থানান্তরের পর সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হয়।	সম্পূর্ণ বিশ্রামের দরকার নেই। হালকা হাঁটাচলা ও স্বাভাবিক কার্যকলাপ রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমায়।
মানসিক চাপই বন্ধ্যাত্বের কারণ এবং আইভিএফে প্রভাব ফেলে।	মানসিক চাপ সামগ্রিক স্বাস্থ্য বা সাময়িকভাবে হরমোনে প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু এটা সরাসরি বন্ধ্যাত্বের কারণ নয়। চাপ নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্যই ভালো, তবে আইভিএফের সফলতা নির্ভর করে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর।

আপনার বর্তমান পরিস্থিতিতে আইভিএফ সম্পর্কে নির্ভুল, ব্যক্তিগত তথ্য এবং নির্দিষ্ট ঝুঁকি এবং সুবিধা বুঝতে একজন অভিজ্ঞ প্রজনন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শব্দ যখন বিপদ ডেকে আনে

শব্দ যত জোরালো হয়, কানের ক্ষতির সম্ভাবনাও তত বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন ডেফনেস অ্যান্ড আদার কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার (এনআইডিসিডি)-এর মতে, ৭০ ডেসিবেল বা তার চেয়ে কম মাত্রার শব্দ দীর্ঘ সময় ধরে শুনলেও কানে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে, ৮৫ ডেসিবেল বা তার বেশি মাত্রার শব্দে শ্রবণশক্তি কমতে পারে। শব্দ যত জোরালো হবে, শ্রবণশক্তি হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় সময় তত কম হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-এর মতে, প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি তরুণ-তরুণী অস্বাস্থ্যকর উপায়ে শব্দ শোনার কারণে স্থায়ী এবং নিবারণযোগ্য শ্রবণশক্তি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। হু আরও বলেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মানুষের কোনও না কোনও মাত্রায় শ্রবণশক্তির সমস্যা দেখা দেবে, যার মধ্যে ৭০ কোটিরও বেশি মানুষের অডিটরি রিহ্যাবিলিটেশন প্রয়োজন হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শ্রবণশক্তির ক্ষতির ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু আমরা বুঝব কীভাবে যে একটি নির্দিষ্ট শব্দ আমাদের কানের জন্য ক্ষতিকর? এনআইডিসিডি কিছু শব্দের মাত্রা উল্লেখ করে তা বোঝার উপায় জানিয়েছে। যেমন, ফিশফিশ করে কথা বললে তার মাত্রা ৩০ ডেসিবেল, আপনার ফ্রিজের গুঞ্জন ৪০ ডেসিবেল, আপনার স্বাভাবিক কথা বলার ভলিউম ৬৫ থেকে ৮০ ডেসিবেল। তবে এর থেকে বেশি মাত্রার যে কোনও শব্দ, যেমন সিনেমার হলের শব্দ, যা ৮০ থেকে ১০৪ ডেসিবেল মাত্রার তা আপনার শ্রবণশক্তির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এনআইডিসিডি-র পরামর্শ, আপনার কান সুরক্ষিত রাখতে স্পিকার থেকে দূরে বসার চেষ্টা করুন এবং একজোড়া ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার করুন।'

নিয়মিতভাবে ৮৫ ডেসিবেলের বেশি শব্দের মধ্যে থাকা শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ হতে পারে। ৬০-৭০ ডেসিবেলের মধ্যে থাকা শব্দ সাধারণত নিরাপদ।

তাছাড়া হেডফোনে সর্বোচ্চ ভলিউমে গান শোনা (৯৬ থেকে ১১০ ডেসিবেল)-র মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার কানের ক্ষতি করতে পারে। তাই এনআইডিসিডি-র পরামর্শ, আপনার শ্রবণশক্তি রক্ষা করতে ভলিউম কমিয়ে দিন। কম ভলিউমেও গান শুনতে ভালো লাগবে।

ধীরে ধীরে ক্ষতি

সবসময় হঠাৎ করে শ্রবণশক্তি কমে না। এটি সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে হতে পারে এবং এর মাত্রা মাঝারি বা গুরুতর হতে পারে। এটি এক কানে বা উভয় কানেই ঘটতে পারে। হু'র মতে, উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে আসা সাময়িক শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ হতে পারে। পাশাপাশি দীর্ঘ বা বারবার উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে আসা স্থায়ীভাবে কানের ক্ষতি করতে পারে। ফলে অপরিবর্তনীয় শ্রবণশক্তি হ্রাস ঘটে। সিনিয়ার ইএনটি কনসালট্যান্ট ডাঃ সুরেশ নারুকার কথায়, 'যেসব তরুণ-তরুণী নিয়মিত উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে থাকে, তাদের কানের পরীক্ষার গ্রাফ প্রায় ৮০ বছর বয়সির মতো দেখায়। যেসব মানুষ প্রতিদিন একটানা বা মাঝারি শব্দের মধ্যে কাজ করেন, যেমন জাহাজে কর্মরত ব্যক্তিরা, তাঁরা কানে একপ্রকার একটানা গুঞ্জন শুনতে পান, যা প্রাথমিক শ্রবণশক্তির সমস্যার লক্ষণ।'

ইয়ারফোন কি সত্যিই দায়ী

বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রবণশক্তি হ্রাসের জন্য ডিভাইস নয়, বরং শব্দের মাত্রা এবং শব্দের সংস্পর্শে থাকার সময়কাল দায়ী। ডাঃ নারুকার মতে, আপনার কানের জন্য আসল ঝুঁকি আসে দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ ভলিউমে কিছু শোনার কারণে, ইয়ারবাড, ইয়ারপড বা হেডফোনের কারণে নয়। এমনকি একটি টেলিভিশন সেটের উচ্চ ভলিউমে কিছু শোনাও কানের ক্ষতির কারণ হতে পারে। তিনি আরও বলেন, 'শ্রবণশক্তি হ্রাস শুধুমাত্র শোনার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না, এটি মানসিক এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতারও কারণ হতে পারে।'

ইয়ারপড, ইয়ারবাড এবং হেডফোন/ইয়ারফোন ব্যবহার সম্পর্কে অনেক ধরনের ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন, ইয়ারপড কানের ভিতরে প্রবেশ করে বলে এটি হেডফোনের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, যা আদৌ সত্যি নয়। উভয় ধরনের ডিভাইসই উচ্চ ভলিউমে ব্যবহৃত হলে ক্ষতিকর হতে পারে। আরেকটি ধারণা হল, ইয়ারফোন থেকে ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। তবে আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির মতে, ব্লুটুথ ইয়ার ডিভাইসগুলো মোবাইল ফোনের চেয়েও অনেক কম মাত্রার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গ নির্গত করে। বর্তমানে এই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত গবেষণা নেই, যা কোনও নির্দিষ্ট ক্ষতি বা ক্যানসারের ঝুঁকির সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রমাণ করে।

সুরক্ষার উপায়

২০২২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়সি তরুণদের শ্রবণশক্তি হ্রাসের মোকাবিলায় কিছু মানদণ্ড জারি করেছে। এর মূল বার্তা, ব্যক্তিগত অডিও ডিভাইসের ভলিউম কমিয়ে রাখা। শব্দের উচ্চতা এমন একটি সহনীয় সীমার মধ্যে রাখতে হবে, যাতে কান সুরক্ষিত থাকে। উচ্চ শব্দযুক্ত জায়গায় একটি পরিষ্কার ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে ডাঃ নারুকার পরামর্শ, উচ্চ শব্দ এবং কোলাহলপূর্ণ স্থান থেকে দূরে থাকা, পরিষ্কার ইয়ারপ্লাগ বা হেডফোন ব্যবহার করা, নিয়মিত কান পরীক্ষা করানো এবং ডিভাইসে ভলিউম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সক্রিয় করা উচিত।

তাঁর কথায়, 'যদি আপনার পেশা এমন হয় যেখানে আপনাকে শব্দের সংস্পর্শে থাকতে হয়, যেমন বিমানবন্দরে কাজ করা বা কোনও শিল্প এলাকার কাছে বসবাস করা, তাহলে আপনাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যদি শ্রবণশক্তি হঠাৎ করে হ্রাস পায় এবং আপনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসার জন্য যান, তাহলে শ্রবণশক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কিন্তু চিকিৎসা নিতে দেরি করলে এই সম্ভাবনা কমে যায়।'

ছোট্ট তারা

মালদা শহরের পূর্ব দেশবন্ধুপাড়ার সুদিতি চৌধুরী (৯) সেন্ট মেরির তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ছবি আঁকায় নজর কেড়েছে। বড় চিত্রশিল্পী হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে।

দীপাবলি উৎসবে মাতোয়ারা রায়গঞ্জবাসী

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : দীপাবলি মানেই আলোর উৎসব। আর সেই উৎসবে প্রতি বছরের মতো এবছরও মাততে চলেছে রায়গঞ্জ শহর। ইতিমধ্যে শহরের বেশকিছু পুজোর উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে। রবিবার সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ সংঘ, বন্দর একাদশ, বয়েজ সুকান্ত ক্লাবের পুজোর উদ্বোধন হয়। এদিন থেকেই শহরবাসী তো বটেই সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকার মানুষ উপস্থিত হন পুজোমণ্ডপ দেখতে।

রায়গঞ্জ শহরের দুর্গাপুজোর পাশাপাশি কালীপুজোরও বেশ নামডাক রয়েছে। বিগ বাজেটের পুজোগুলি প্রতি বছর অসাধারণ পুজো উপহার দেয় দর্শনার্থীদের। শহরবাসী পুলক রায় বললেন, 'রায়গঞ্জের কালীপুজো সত্যিই খুব ভালো হয়। সন্ধ্যায় রকমারি আলোয় মণ্ডপের চাকচিক্য অনেক বেশি ধরা পড়ে। বিগ বাজেটের যে চার-পাঁচটি পুজো রয়েছে সেগুলো সবই দেখব।'

অন্যদিকে, শহরের যানজট ও নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে বিগত বছরগুলোর মতো এবছরও বাজি বাজার বসানো হয়েছে স্টেডিয়াম

> রায়গঞ্জের কালীপুজো সত্যিই খুব ভালো হয়। সন্ধ্যায় রকমারি আলোয় মণ্ডপের চাকচিক্য অনেক বেশি ধরা পড়ে। বিগ বাজেটের যে চার-পাঁচটি পুজো রয়েছে সেগুলো সবই দেখব।
>
> **পুলক রায়** *রায়গঞ্জের বাসিন্দা*

ময়দানে। কমবেশি চল্লিশটি স্টলে এখানে আতশবাজি বিক্রি হচ্ছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় বাজি বাজারের উদ্বোধন হলেও শনিবার থেকে ক্রেতাদের ভিড় জমে বাজি কেনার জন্য। ফানুস, চরকি, তুবড়ি, রংমশাল, তারাবাতি থেকে শুরু করে রকমারি আতশবাজি দেদার বিক্রি হচ্ছে। লিটন সাহা নামে এক বাজি বিক্রেতার কথায়, 'প্রতি বছর এখানে বাজির দোকান বসাই। এবছরও এখানে বাজি বিক্রি করছি। সমস্ত বাজিই পরিবেশবান্ধব।'

এদিন বিকেলে বাবার সঙ্গে স্টেডিয়ামে আতশবাজি কিনতে এসেছিল শহরের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র মৃন্ময় ঘোষ। চকোলেট বোম ও লংকা বোম না পেয়ে কিছুটা মন খারাপ হলেও অন্য আতশবাজি কিনে বাড়ি ফিরেছে সে। কয়েকদিন ধরে নিষিদ্ধ শব্দবাজির বিরুদ্ধে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।

শহরের দেবীনগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন, দেহশ্রী ব্যায়ামাগার ও রামকৃষ্ণপল্লির দেবপুরীর পরিচালনায় প্রতি বছরের মতো এবছরও অনুষ্ঠিত হচ্ছে দীপালি উৎসব। নাচ, গান, আবৃত্তি, বিতর্ক সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। তবে বর্তমানে এই প্রতিযোগিতাগুলিতে ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণ অনেক কম, দাবি আয়োজকদের।

নদীর তীরে পাখির আশ্রয়

মালদা, ১৯ অক্টোবর : মালদা শহরের মহানন্দা নদীর তীর হয়ে উঠেছে বিভিন্ন পাখির আশ্রয়স্থল। বেশ কিছু প্রজাতির পাখি নদীতীরের গাছগুলিতে বাসা বেঁধেছে। সম্প্রতি একটি নিশিবকের ছানা গাছ থেকে মাটিতে পড়ে ডানায় চোট পায়। সেই ছানাকে উদ্ধার করে সুস্থ করে তোলার কাজ চালাচ্ছেন ওই এলাকারই এক প্রৌঢ়। বিষয়টি জানতে পেরে দ্রুত ওই প্রৌঢ়ের সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা জানিয়েছে বন দপ্তর।

বালুরঘাটে সাড়ে তিন নম্বর মোড় ক্লাবের প্রতিমা (ওপরে)। মালদায় দশমাথা কালীর শোভাযাত্রায় কাঠপুতুল (মাঝে)। রায়গঞ্জে দেবীনগরের আমরা ক'জন ক্লাবের কালী প্রতিমা। ছবি : মাজিদুর সরদার, অরিন্দম বাগ ও দিবাকর সাহা

আলোর মালায় সেজেছে বালুরঘাট

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর পর এবার বালুরঘাট শহর মেতে উঠেছে আলোর উৎসবে। সোমবার কালীপুজো। কিন্তু রবিবার থেকেই শহরের প্রতিটি রাস্তা, বাজার এবং বাড়ি সেজে উঠেছে আলোর মালায়। বিশ্বাসপাড়া, বাসস্ট্যান্ড, নারায়ণপুর, সাহেব কাছারি ও রঘুনাথপুর, শহরের প্রতিটা কোণে রঙিন আলোর বাহার এনে দিয়েছে উৎসবের রেশ। নানা ধরনের রংবেরংয়ের আলোর অপেরা শহরকে করেছে প্রাণবন্ত।

শহরের বাজারগুলোতে এদিন সকাল থেকেই ক্রেতাদের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। মাটির প্রদীপ থেকে শুরু করে রকমারি ডিজাইনের লাইট যা দীপাবলির বাজারের প্রধান আকর্ষণ। সন্ধ্যা নামতেই ক্রেতাদের ভিড় দ্বিগুণ হয়ে যায়। বালুরঘাট হাইস্কুল মাঠে বাজি বাজারে এসে উৎসবের রঙিন আমেজে মেতে উঠেছে মানুষ। নানা ধরনের আতশবাজি আর আলোর ঝলকানিতে খুদেদের চোখে দেখা গেল খুশির ঝিলিক। ছোটদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বড়রাও মেতে উঠেছেন আলোর উৎসবে।

নিউটাউনের বাসিন্দা রাধামণি

> বালুরঘাটে দীপাবলি উৎসব শুধু কালীপুজো নয়, আমাদের জীবনের আনন্দের রং। আলোর এই উৎসব আমাদের জীবনে আনন্দ বয়ে আনে। এই উৎসব মানুষকে একত্রিত করে।
>
> **শান্তনু দে** *স্থানীয় বাসিন্দা*

মুখোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতি বছরই দুর্গাপুজোর পর আমরা আলোর উৎসবের জন্য অপেক্ষা করি। শহরকে এমন আলোর মালায় সাজতে দেখে দারুণ লাগছে।' তিনি যোগ করেন, 'দীপাবলির সময় ছোট মাটির প্রদীপের আলোও আমাদের মনে খুশির জোয়ার ডেকে আনে।' শহরের আরেক বাসিন্দা তনুশ্রী সরকার বলেন, 'বালুরঘাটের বাজার আজ উৎসবমুখর। সন্ধ্যা নামতেই পুরো শহর যেন ঝলমলে আলোয় ভরে উঠেছে।'

রবিবারের মতো প্রায় একই ছবি দেখা গিয়েছিল শনিবার বালুরঘাট শহরজুড়ে। শনিবার রাতেও নিউ মার্কেট, ডানলপ, তহবাজার সহ শহরের বিভিন্ন থালা-বাসনের দোকান ও সোনার দোকানে ধনতেরাসের কেনাকাটায় জমে উঠেছিল ভিড়। ক্রেতাদের হাসি, দোকানদারদের ব্যস্ততা, সব মিলিয়ে শহরের মেজাজ ছিল প্রাণবন্ত। খিদিরপুরের প্রবীণ বাসিন্দা শান্তনু দে বলেন, 'বালুরঘাটে দীপাবলি উৎসব শুধু কালীপুজো নয়, আমাদের জীবনের আনন্দের রং। আলোর এই উৎসব আমাদের জীবনে আনন্দ বয়ে আনে। এই উৎসব মানুষকে একত্রিত করে।'

বালুরঘাটের প্রতিটি কোণে এখন চলছে আলোর অপেরা। কালীপুজোর আগে প্রদীপ শিখা শহরে এক অনন্য পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

দশমাথার মহাকালীকে নিয়ে শোভাযাত্রা

ভূতচতুর্দশীতে আরাধনা

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১৯ অক্টোবর : রংবেরঙের বিশাল বিশাল কাঠের পুতুল নিয়ে এগিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। ঢাকের বাদ্যি আর তাসা, ব্যান্ডের শব্দে মুখরিত চারিদিক। রবিবার সকালে দশমাথার মহাকালীকে নিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দু'ধারে দাঁড়িয়ে পড়েন পথচলতি মানুষও।

মালদা শহরের গঙ্গাবাগে ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির এই পুজোর সঙ্গে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস জড়িয়ে। ব্রিটিশ শাসনকালে ব্যায়াম সমিতির এই পুজো শুরু করেন বিপ্লববাদে দীক্ষিত কিছু তরুণ। এখানে দেবীর ১০টি মাথা, ১০টি হাত ও ১০টি পা রয়েছে। এই কালী প্রতিমায় শিবের উপস্থিতি নেই। কালীর পায়ের তলায় অসুরের মাথা দেখা যায়। অমাবস্যার বদলে দেবীর আরাধনা করা হয় ভূতচতুর্দশীতে। অনেকেই এঁকে মহাকালী বলে থাকেন। ভূতচতুর্দশীর সকালে শোভাযাত্রা সহকারে শহর পরিক্রমা করে দেবীকে মন্দিরে আনা হয়। প্রতি বছরই এই শোভাযাত্রা দেখতে রাস্তার দুইধারে ভিড় জমান শহরবাসী। এবছরও শোভাযাত্রায় বিভিন্ন এলাকার বাদ্যযন্ত্র ও শিল্পীদের দেখা গিয়েছে।

ঢাক

পুজো মানেই ঢাকের বাদ্যি। দশমাথা কালীর দেবী প্রতিমার শোভাযাত্রায় দেবীকে আগলে ছিল ঢাকিদের দল। দেবী প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে ২০টি ঢাক বাজিয়ে চলেছেন ঢাকিরা। সুব্রত মাঝি নামে এক ঢাকি বলেন, 'এই শোভাযাত্রায় আমি এবারই প্রথম এসেছি। প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার এমন শোভাযাত্রায় ডাক পেয়ে বেশ ভালোই লাগছে।'

নাচাটোকা

ওডিশার জাজপুরের এই বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বাদ্যকারদের একটি দল দশমাথা কালীর শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। বড় বড় ডঙ্কার সঙ্গে ছিল ছোট ছোট বাদ্যযন্ত্রও। রাকেশ প্রধান নামে এক ডঙ্কাশিল্পী বলেন, 'আমরা ওডিশা থেকে এসেছি। বিভিন্ন শুভ অনুষ্ঠানে আমরা এই বাদ্যযন্ত্র বাজাই।'

তাসা-ব্যান্ড

প্রতি বছরই ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির এই শোভাযাত্রায় মালদার তাসা ও ব্যান্ডের দল অংশ নেয়। ব্যতিক্রম হয়নি এবছরও। ১১ সদস্যের ব্যান্ডের তালে নেচে উঠছিলেন স্থানীয় তরুণ-তরুণীরা। বিবেক দাস নামে এক তরুণ বলেন, 'প্রতি বছরই আমরা পুজোয় খুব আনন্দ করি। আজ আমরা শোভাযাত্রার সঙ্গে নাচগানের মাধ্যমে দেবীকে মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি। আজই দেবীর পুজো হবে।'

কাটপুতুল নাচ

এবছর এই শোভাযাত্রায় স্থান পেয়েছিল দুর্গাপুরের কাটপুতুল নাচও। দুর্গাপুরের শিল্পীরা বড় বড় কাটপুতুল সেজে নাচ পরিবেশন করছিলেন। অশোক রায় নামে এক শিল্পী বলেন, 'আমাদের এই শিল্প স্থানীয়ভাবে কার্টুন নাচ হিসেবে পরিচিত। অনেকেই আবার একে কাটপুতুল নাচও বলেন। আমরা এবারই প্রথম মালদায় এসেছি। শোভাযাত্রায় অংশ নিতে পেরে বেশ ভালো লাগছে।'

ডুগডুগি ও করতাল

দেবীকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়ার শোভাযাত্রার মান বাড়িয়েছিলেন ডুগডুগি ও করতাল শিল্পীরা। সাধারণ মাপের থেকে অনেকটা বড় বড় ডুগডুগি, করতাল, কাঁসর, ব্যান্ড নিয়ে ঘণ্টাতিনেক ধরে মানুষকে আনন্দ দিয়েছিলেন শিল্পীরা। সব মিলিয়ে ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতির শোভাযাত্রায় শহরজুড়ে উন্মাদনা দেখা গিয়েছে।

দেহ ফিরতেই শোকের ছায়া

গঙ্গারামপুর, ১৯ অক্টোবর : এলাকায় তিনি অমল মাস্টার নামে পরিচিত। সত্তরের দশকে কংগ্রেসে যোগদানের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের পথচলা শুরু। কথা হচ্ছে গঙ্গারামপুর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অমলেন্দু সরকারের। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে কলকাতায় চিকিৎসা চলাকালীন তিনি মারা যান।

শনিবার রাতে কলকাতা থেকে তাঁর মরদেহ গঙ্গারামপুরে এসে পৌঁছায়। এরপর দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র, গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র সহ তাঁর অনেক সহকর্মী ও অনুরাগীরা। তাঁর মৃত্যুতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব শোক প্রকাশ করেছেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সহ সভাপতি, চেয়ারম্যান সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

রক্তদান

বালুরঘাট, ১৯ অক্টোবর : দক্ষিণ দিনাজপুর ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স ফোরামের উদ্যোগে শনিবার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ফোরামের তরফে উপস্থিত ছিলেন ইনহাউস ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত সোমা কুণ্ডু ও অন্যরা। শিবিরে বালুরঘাটের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে একজন মহিলা সহ মোট ১৪ জন রক্তদান করেন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন এদিনই প্রথম রক্তদান করেন।

কালী প্রতিমায় রংতুলির টান মোহিতের। ছবি : মাজিদুর সরদার

দাদুর শেখানো শিল্পকে বাঁচিয়ে রেখেছে নাতি

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৯ অক্টোবর : সবেমাত্র আট বছর বয়স। চোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে হাতে তুলে নিয়েছে কাদামাটি ও রংতুলি। আর সেই হাতেই গড়ে তুলছে মহাকালী। কথা হচ্ছে বালুরঘাটের আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র মোহিত মহন্তের। মোহিতের এমন কর্মকাণ্ডে অবাক পাড়ার মানুষজন।

প্রায় দেড় ফুট উচ্চতার কালী প্রতিমা তৈরি করছে মোহিত। প্রতিমা তৈরি থেকে শুরু করে প্রতিমাতে রং দেওয়া সবটাই করছে মোহিত। তবে এর আগে মোহিত গণেশ, কার্তিক, শিব সহ অনেক প্রতিমা তৈরি করেছে। কিন্তু পরে সেগুলো জলে মিলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু এটি সে রেখে দেবে বলে জানা গিয়েছে।

মোহিতের এমন শিল্পীসত্তার সূত্রপাত অবশ্য পরিবারিক ঐতিহ্যেই। পাঁচ বছর বয়স থেকে তার মাটির প্রতি টান। মোহিতের দাদু বিপিন কামেত ছিলেন প্রতিমাশিল্পী। তবে দাদু এখন আর নেই। কিন্তু দাদুর শেখানো হাতের কাজ আজও বেঁচে আছে নাতির মধ্যে।

বর্তমানে মোহিত তার মাসি ও দিদার সঙ্গে থাকে। তার বাবা কৈলাস মহন্ত দিল্লির এক কুরিয়ার অফিসে কাজ করেন। মা শ্রাবণী কামেত মহন্তও সেখানে রয়েছেন। দূরে থাকলেও ছেলের এমন প্রতিভার খবর তাঁদের কাছে প্রতিদিন পৌঁছে যায়। মোহিতের মামা রোহিত কামেতও একজন প্রতিমাশিল্পী। তিনি বলেন, 'বর্তমানে আমি বালুরঘাটের একাধিক পুজোর প্রতিমা তৈরি করছি। আমার খুড়তুতো দিদির ছেলে মোহিত ছোটবেলা থেকেই প্রতিমা গড়ার প্রতি ভীষণ আগ্রহী। আমি যেমন আমার জেঠু অর্থাৎ মোহিতের দাদু বিপিন কামেতের কাছেই প্রতিমা তৈরির শিক্ষা পেয়েছি। ঠিক তেমনি দাদুর শেখানো শিল্প মোহিত এখন থেকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এত অল্প বয়সে ওর এমন আগ্রহ দেখে সত্যি অবাক লাগে।'

মোহিতের তৈরি এই প্রতিমাটি কোথাও পুজো হবে না। বাড়ির সামনে সে দর্শনের জন্য প্রতিমাটি রাখবে। মোহিতের কথায়, 'আমি পাঁচ

> আমি পাঁচ বছর বয়স থেকে প্রতিমা বানাচ্ছি। এই প্রথম কালী প্রতিমা বানাচ্ছি, এটি উৎসবের পরও রাখব। বড় হয়ে আমি এই শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।
>
> **মোহিত মহন্ত** *খুদে মৃৎশিল্পী*

বছর বয়স থেকে প্রতিমা বানাচ্ছি। দাদুর কাছ থেকে শেখা প্রতিটি ধাপ এখনও মনে আছে। এই প্রথম কালী প্রতিমা বানাচ্ছি, এটি উৎসবের পরও রাখব। বড় হয়ে আমি এই শিল্পকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

মোহিতের বাড়ি এখন রংতুলি, কাদা, বাঁশ দিয়ে ভর্তি। সব মিলিয়ে যেন এক উৎসবের গন্ধ। তাই কালীপুজোর আগে একপ্রকার ব্যস্ততার মধ্যেই কাটছে মোহিতের দিন। মোহিত জানিয়েছে, বড় হয়ে সে দাদুর মতো বড় প্রতিমাশিল্পী হতে চায়। বালুরঘাটের মানুষের চোখে মোহিত শুধু একজন খুদে শিল্পী নয়, বরং ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিমাশিল্পীর প্রাথমিক রূপ। হয়তো একদিন এই খুদের হাত থেকে জন্ম নেবে শহরের সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রতিমা।

মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে তোরণ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : রায়গঞ্জ শহরের ব্যস্ততম বিদ্রোহী মোড় এলাকায় ফুটপাথ বলে কিছু নেই। তার ওপর রাস্তা দখল করে তৈরি করা হয়েছে বাঁশের তোরণ। এদিকে আবার টোটোচালকদের লম্বা লাইন। ফলে ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে নাজেহাল হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষজনকে। দিনভর শহর ও বাইরে মিলিয়ে কয়েকশো টোটো এসে রাস্তা দখল করে নিচ্ছে। এতে বাসস্টপ থাকা সত্ত্বেও বাস দাঁড়ানোর জায়গা থাকছে না। বাধ্য হয়ে বাসের কর্মীদের রাস্তার মাঝখানে বাস দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠানো-নামানো করতে হচ্ছে।

বছরের অন্য সময় এলাকায় যানজট থাকলেও পুজোর মরশুমে তা আরও বাড়ে। বিদ্রোহী মোড় এলাকায় কর্তব্যরত দুজন ট্রাফিক পুলিশকর্মী থাকলেও যানজট রুখতে তাঁদের নাজেহাল হতে হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, পুজো শেষ হওয়ার ১৫ দিন হয়ে গেলেও বাঁশের তোরণ এখনও খোলা হয়নি। পুজো কমিটির তোরণ খুলে নেওয়া উচিত ছিল।

বিদ্রোহী ক্লাবের পুজো কমিটির সভাপতি সুপ্রিয় কুণ্ডু বললেন, 'প্যান্ডেলের লেবারদের জন্য কিছুটা দেরি হলেও

যাতায়াতে সমস্যা সাধারণ মানুষের

আমরা সব খুলে ফেলেছি।' এক টোটোচালকের কথায়, 'পুজোর সময় আলোকসজ্জার জন্য লাগানো তোরণ এখনও রয়েছে। এজন্য যানজট হচ্ছে। রাস্তায় টোটো নিয়ে বের না হলে আমরা খাব কী। আমাদের তো রুটিরুজির ব্যাপার আছে।'

দেবীনগর এলাকায় ডিভাইডার তুলে দেওয়ায় কিছু বাস বিদ্রোহী মোড় হয়ে দেবীনগর দিয়ে যাতায়াত করছে। কিন্তু বেলা বাড়তেই যানজট বেড়ে যাওয়ায় বাসগুলি মেডিকেল কলেজ ও জেলখানা হয়ে যাতায়াত করছে।

অন্যদিকে, বিপ্লবী পুজো কমিটির বাঁশের তোরণ ও ফ্রেমগুলি রাস্তার দুইপাশে এখনও রয়েছে। ওই পুজো কমিটির সভাপতি ও রায়গঞ্জ পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ড কোঅর্ডিনেটর তপন দাসের বক্তব্য, 'আমরা আজকেই ডেকোরেটার সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করব। তাড়াতাড়ি বাঁশ খুলে ফেলার কাজ শুরু হবে।' এবিষয়ে পুর প্রশাসক মণ্ডলীর ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার বলেন, 'শহরে টোটো চলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। বাঁশের তোরণ যাতে খুলে দেওয়া হয়, সেজন্য পুজো কমিটিগুলিকে বলা হয়েছে।'

কালীপুজোর ভোগে রুই মাছ ভাজা

হরষিত সিংহ

মালদা, ১৯ অক্টোবর : প্রাচীন রীতি মেনে এখনও মালদা শহরের মকদুমপুর সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি মন্দিরে পুজো হয়ে আসছে। জাগ্রত এই কালীপুজোয় প্রধান ভোগ হিসাবে মাছ দেওয়া হয়। এখন মূলত রুই মাছ ভোগ দেওয়া হয়। পুজোয় মায়ের চক্ষুদানে দেওয়া হয় ছাগবলি। এই কালীবাড়িতে পুজো দিয়েই সাধক হয়ে উঠেছিলেন রূপচাঁদ ঠাকুর।

প্রতি বছর নিষ্ঠার সঙ্গে দীপান্বিতা আমাবস্যায় সিদ্ধেশ্বরী কালী মায়ের পুজো করে আসছে আচার্য পরিবার। মকদুমপুর এলাকায় সরু গলির মধ্যেই রয়েছে আচার্য পরিবারের প্রাচীন সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি মন্দির। এখন এই মন্দিরের চারপাশে ছোট বড় ভবন হয়ে গেলেও একসময়ে চারদিক ফাঁকা ছিল। বর্তমানে যেখানে মন্দির সেখানে ছিল বিশাল বট গাছ। আচার্য পরিবারের সদস্যদের দাবি, মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে বট গাছের নীচে ৩৫৩ বছর আগে পুজোর সূচনা করেছিলেন রূপচাঁদ ঠাকুর। তিনি সাধক ছিলেন। পরবর্তীকালে পরিবারের অনেকেই তন্ত্রসাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। তাঁরাও নিয়মিত পুজো করে এসেছেন। তন্ত্রমতে এখানে পুজো করা হয়। জানা গিয়েছে, দেবীর ভোগ হিসাবে যে রুই মাছ দেওয়া হয়, সেটিকে প্রথমে আচার্য বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তারপর পরিবারের এক সধবা মহিলা মাছটিকে কাটেন। মাছটিকে কাটার পর ভেজে নিয়ে সেটি পুজোয় মায়ের ভোগ হিসাবে নিবেদন করা হয়।

কথিত আছে, এই পুজোর দায়িত্বে থাকা আরও একজন স্বপ্নাদেশে মহানন্দা নদীতে খড়্গ পেয়েছিলেন। সেই খড়্গ দিয়েই এখনও বলি দেওয়া হয়। এখন যে মন্দিরটি রয়েছে তা আগে ছিল না। ২০২২ সালে মন্দিরটি নতুন করে তৈরি করেন পরিবারের সদস্যরা। এখন এই মন্দিরেই পুজো হয়। দীপান্বিতা অমাবস্যায় মায়ের বার্ষিক পুজোর আয়োজন করা হয়।

মকদুমপুর সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি মন্দির।

পুজোর দায়িত্বে থাকা পরিবারের সদস্য সমীর আচার্য বলেন, 'পূর্বপুরুষেরা এই পুজোর মধ্যে দিয়েই সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। একসময়ে বাংলাদেশ থেকেও বহু ভক্ত এখানে আসতেন। এখনও জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তরা পুজোর সময়ে মায়ের কাছে মনস্কামনা পূরণ করতে আসেন। আমরা প্রাচীন রীতি মেনে পুজো করে যাচ্ছি।'

এখানে বংশানুক্রমিকভাবে পুরোহিতরাও পুজো করে আসছেন। পাশাপাশি দেবীমূর্তিও বংশানুক্রমিকভাবে একই পরিবার তৈরি করে আসছে। এখন এই পুজোর দায়িত্বে রয়েছেন শংকর পানিগ্রাহী। তিনি বলেন, 'এই দেবী খুবই জাগ্রত। পুজোর সময়ে ভক্তদের সমাগম চোখে পড়ার মতো।'

পুলিশের জালে দুই তৃণমূল নেতা

প্রচুর টাকার বিনিময়ে জাল নিয়োগপত্র

পরাগ মজুমদার

ডোমকল, ১৯ অক্টোবর : সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি ও জাল নিয়োগপত্র দিয়ে টাকা আদায়ের অভিযোগে তৃণমূলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি ও তাঁর এক সহযোগীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের সহযোগিতায় বিধাননগর থানার পুলিশ তৃণমূলের জলঙ্গির প্রাক্তন ব্লক সভাপতি মোস্তাক আহমেদ ও দাপুটে তৃণমূল নেতা আব্দুস শাহিন মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করে রবিবার। দুই তৃণমূল নেতার গ্রেপ্তারির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে তা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায় এলাকার রাজনৈতিক মহলে। এদিনই দুজনকে আদালতে তোলা হলে বিচারক ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। আইসিডিএসের রাজারহাট অফিসে সুপারভাইজারের পদে সরাসরি নিয়োগের নাম করে তাঁরা বিভিন্নজনের কাছ থেকে প্রচুর টাকা তুলেছেন বলে পুলিশ অভিযোগ পেয়েছে। ওই দুই তৃণমূল নেতার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রভাব খাটিয়ে বিভিন্নজনের কাছ থেকে টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে মোস্তাক আহমেদ ও আব্দুস শাহিনের বিরুদ্ধে। একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিধাননগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে, ওই দুই তৃণমূল নেতা চাকরির মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ও ভুয়ো নিয়োগপত্র দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আইসিডিএসের রাজারহাটের অফিসে সুপারভাইজার পদে নিয়োগের জন্য নদিয়ার রিপন মণ্ডলের স্ত্রী শবনম মুসতারিকে ভুয়ো নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল ১১ লক্ষ টাকার বিনিময়ে। যদিও শবনম বিষয়টি জানতে পারেন ওই নিয়োগপত্র নিয়ে সংশ্লিষ্ট অফিসে কাজে যোগ দিতে গিয়ে। নিয়োগপত্র দেখে সেখানকার সহকারী পরিচালক ভাস্কর ঘোষ শবনমকে ভুয়োর বিষয়টি জানান। প্রথমে মোস্তাক ও আব্দুসের খোঁজ করেন শবনম। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করতে পারেননি তিনি। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তিনি বিধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। আইসিডিএসের রাজারহাট অফিসের সহকারী পরিচালক ভাস্করও ঘটনাটি জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বিধাননগর থানায়। তদন্তের পর বিধাননগর থানার একটি বিশেষ দল রবিবার পৌঁছায় জলঙ্গিতে এবং অভিযুক্ত দুই তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করে।

কী অভিযোগ

- চাকরির মিথ্যে প্রতিশ্রুতি ও ভুয়ো নিয়োগপত্র দিয়ে টাকা আদায় করতেন তৃণমূলের দুই নেতা
- নদিয়ার শবনম মুসতারিকে আইসিডিএসের ভুয়ো নিয়োগপত্র দিয়ে নেওয়া হয় ১১ লক্ষ টাকা
- শবনম বিষয়টি জানতে পারেন আইসিডিএসের রাজারহাট অফিসে কাজে যোগ দিতে গিয়ে
- দুই সপ্তাহ আগে পুলিশে অভিযোগ শবনমের

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে প্রথমে মোস্তাককে এবং তাঁকে জেরা করে পরবর্তীতে আব্দুসকে গ্রেপ্তার করা হয়। মোস্তাক একসময় জলঙ্গি দক্ষিণ ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি ছিলেন। দলীয় রাজনীতিতে তিনি স্থানীয় বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত।

এদিকে, ছেলের গ্রেপ্তারিকে ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছেন মোস্তাকের মা সিদরাতুল মুনতাহা। তিনি বলেন, 'মিথ্যা অভিযোগ তুলে চক্রান্ত করে এলাকার কেউ কেউ ওকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছে।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি অপূর্ব সরকার বলেন, 'ঘটনাটি পুলিশ তদন্ত করে দেখছে। অভিযুক্তরা যদি দোষী সাব্যস্ত হন, তাহলে আইন আইনের মতো ব্যবস্থা নেবে।'

আলোয় সেজেছে দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দির। রবিবার। -পিটিআই

পুজোর উদ্বোধনে শুভশ্রী ও সোহিনী

মালদা ও বালুরঘাট, ১৯ অক্টোবর : কালীপুজোর ২৪ ঘণ্টা আগে ভূত চতুর্দশীতেই মালদা শহরে উদ্বোধন হল একাধিক বিগ বাজেটের পুজোর। সন্ধ্যার পর থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল নামল মণ্ডপে মণ্ডপে। রবিবার ঝলঝলিয়া যুবকবৃন্দের পুজোর উদ্বোধন করেন টলিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে দেখতে স্বাভাবিকভাবেই ভিড় উপচে পড়েছিল ঝলঝলিয়া এলাকায়। এখানে মূলত ভিড়টা ছিল তরুণ ও তরুণীদের। এদিকে, বালুরঘাটে পুজোর উদ্বোধনে আসেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার।

পাশাপাশি ভিড় ছিল পল্লিশ্রী ৮৬, ইউথ ক্লাব, দিশারী ক্লাবের পুজোকে কেন্দ্র করেও। এই তিনটি পুজোর উদ্বোধনও হয়েছে এদিন। এদিনের ভিড়ে ছিল স্থানীয়দের মুখ বেশি। সোমবার কালীপুজোর রাত থেকে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে ভিড় বাড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিনের ভিড়ে থাকা টিনা সরকার বললেন, 'কালীপুজোয় সারাদিন উপোস থেকে পুজো করতে হবে, অঞ্জলি দিতে হবে। তার সঙ্গে বাজি পোড়ানোও রয়েছে। তাই আজ সন্ধ্যাতেই বেশ কিছু ঠাকুর ও মণ্ডপ দেখে নিয়েছি। পুজোর পরের দিন মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বের হয়ে বাকি পুজোগুলি দেখে নেব।'

বালুরঘাটে পুজোর উদ্বোধনে এসে সোহিনী বলেন, 'নারীর মধ্যে দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী সব আছে। কিন্তু ২০২৫-এ দাঁড়িয়ে শক্তির সাধনা করা বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছে। ছোট থেকে মেয়েদের লক্ষ্মীরূপে বড় করা হয়। ঘরসংসার করার বিষয়ে শেখানো হয়। এখন আমাদের ইকুয়ালিটির দিকে যেতে হবে। পুরুষ হয়ে জন্মেছ বলে বিশেষ ট্রিটমেন্ট, কন্যা হয়ে জন্মালে অন্য ট্রিটমেন্ট, এখন আর এভাবে দেখলে হবে না। প্রত্যেক ঘর থেকে বেরিয়ে মেয়েরা কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাক। আইএস-আইপিএস-স্কুল টিচার-যার যেটা মন চায় নিজেদের সেভাবে গড়ে তুলুক। কারণ, পায়ের তলার মাটি শক্ত হওয়া খুব দরকার।'

পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যু

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৯ অক্টোবর : কাজের খোঁজে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন অসংখ্য শ্রমিক। কিন্তু পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই তাঁদের জীবনে ঘটে যাচ্ছে করুণ পরিণতি। গত তিনদিনে গোয়া, বেঙ্গালুরু, কেরল ও মহারাষ্ট্রে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে গৌড়বঙ্গ ও মুর্শিদাবাদের পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের। শোকস্তব্ধ তাঁদের পরিবার। আর্থিক অনটনে দেহ ফেরানো নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

গত শুক্রবার গোয়ার একটি মালবাহী জাহাজে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রাণ হারান রায়গঞ্জের শীতগ্রাম অঞ্চলের মাহিগ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক শের আলি (১৮)। সপ্তাহ দুয়েক আগে জীবিকার খোঁজে গোয়া গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে জাহাজে মাল ওঠানো-নামানোর কাজ পান। শুক্রবার সিলিন্ডার বিস্ফোরণে শের আলি সহ আরও কয়েকজন গুরুতর অগ্নিদগ্ধ হন। তাঁদের গোয়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় শের আলির। মা ঝালন খাতুন কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'ছেলেকে একবার দেখতে চাই। ওকে যেতে নিষেধ করেছিলাম। তবু সে চলে গেল।' শোকে কাতর বাবা কাজল আলি বলেন, 'ছেলের দেহ আনব কীভাবে বুঝতে পারছি না। আমাদের টাকা নেই ওকে নিয়ে আসার।'

মৃতদেহ ফিরিয়ে আনা নিয়ে কেউ কোনও পদক্ষেপ করছে না বলে অভিযোগ। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক সত্যজিৎ বর্মনের বক্তব্য, 'কেউ যোগাযোগ করেনি। আমি খোঁজখবর নিচ্ছি।' তবে রবিবার বিকেলে রায়গঞ্জ ব্লকের জয়েন্ট বিডিও অমিত সাহা ও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান এক্তিকার আলি মৃত শের আলির বাড়িতে গিয়ে দেহ আনার জন্য পরিবারের হাতে ২৫ হাজার টাকা তুলে দেন। জয়েন্ট বিডিও বলেন, 'ওই পরিবারের হাতে পঞ্চায়েত ও ব্লকের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। আমরা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি। সরকারি সমব্যথী প্রকল্পের আর্থিক সুবিধাও দেওয়া হবে।'

মর্মান্তিক পরিণতি

- তিনদিনে মালদা, মুর্শিদাবাদ ও রায়গঞ্জের পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের মত্যু
- গোয়ায় ১ জন, বেঙ্গালুরুতে ২ জন, কেরলে ১ ও মহারাষ্ট্রে ১ জনের মৃত্যু
- বাড়িতে দেহ আনা নিয়ে দুশ্চিন্তায় মৃতদের পরিবার

এদিকে, শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে রতুয়ার বাহিরকাপ গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক পিয়ারুল হক (৩২)-এর। প্রায় তিন মাস আগে তিনি অন্য শ্রমিকদের সঙ্গে বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলেন বহুতল ভাঙার কাজে। কাজের সময় হঠাৎ দুর্ঘটনাবশত বহুতল থেকে পড়ে যান পিয়ারুল। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

পিয়ারুলের মৃত্যুর খবরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর পরিবার ও গ্রামে। ভেঙে পড়েছেন দুই কন্যাসন্তানকে নিয়ে স্ত্রী আয়েশা খাতুন। মৃতদেহ বাড়িতে ফেরার অপেক্ষায় রয়েছেন সকলে। প্রতিবেশীরা প্রশাসনের সহযোগিতা চেয়েছেন। রবিবার বিকেলে মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে দাঁড়ান রতুয়ার বিধায়ক সমর মুখোপাধ্যায়। তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, 'প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দেহ দ্রুত ফিরিয়ে আনা হবে এবং সরকারি আর্থিক সাহায্য পাইয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে একই দিনে মুর্শিদাবাদের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। কেরলে নির্মাণশ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে ডোমকলের বাসিন্দা রকিবুল শেখ (৩৯) নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে পড়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুসংবাদ আসতেই শোকে ভেঙে পড়ে পরিবার। বেঙ্গালুরুতে নির্মাণশ্রমিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন ডোমকলের আরেক যুবক হুসানই শেখ (২১)। রবিবার তাঁর সহকর্মীরা ঘরের মধ্যে গলায় ফাঁস লাগানো দেহ দেখতে পান। এই আকস্মিক মৃত্যু ঘিরে রহস্য তৈরি হয়েছে। এদিনই মহারাষ্ট্রের নাসিকে মৃত্যু হয়েছে মুর্শিদাবাদের রানিতলার মোঃ রেজুয়ান (৪০) নামে আরও এক শ্রমিকের। কাজের জায়গায় হঠাৎই অচেতন অবস্থায় পড়ে যান তিনি। সহকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

এই ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিক ঐক্য মঞ্চের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক আসিফ ফারুক বলেন, 'এইভাবে শ্রমিকদের অকালমৃত্যু খুবই বেদনার। আমরা যত দ্রুত সম্ভব দেহ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করছি।'

বালুরঘাট ও মালদায় কালীপুজোর উদ্বোধনে সোহিনী ও শুভশ্রী।

মন্দির নেই, বেদিতে পুজো

প্রথম পাতার পর

কোনওরকমে দিন গুজরান করছেন দুর্গতরা। তার মধ্যে দিয়েই মাকে বরণ করতে প্রস্তুত সকলে। এক লহমায় নদীগর্ভে মন্দির চলে গিয়েছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে অবিকৃত থাকা কালী মায়ের থানেই এবার পুজো করবেন গ্রামবাসী। চাচণ্ডের বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগে ঐতিহ্য আর পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এর মাঝে সন্ধ্যা গড়াতেই প্যান্ডেলের ম্যারাপ বেঁধে ফেলার কাজ শেষ। রাত শেষ হলেই তিথি মেনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে মায়ের। লাল সিমেন্টের বেদি। আর তারই পাশে একদিকে শামিয়ানা খাটিয়ে মায়ের এমন আরাধনা সত্যিই এই পরিস্থিতিতে এক বিরল চিত্র।

জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন,'গঙ্গার ভাঙনে বহু মানুষ সর্বস্ব হারিয়েছেন। তবুও তার মাঝে আলোর উৎসবে মনোবল চাঙ্গা রেখে দেবীর আরাধনায় মেতে উঠছেন তাঁরা। এটা খুবই প্রশংসনীয়। ওই সব দুর্গত মানুষকে সাধ্যমতো সহযোগিতায় আমরা প্রস্তুত।'

ডঃ সারা জর্জের বিশেষ সম্মান

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : পল জর্জ গ্লোবাল স্কুল এবং সেন্ট জর্জ স্কুলের পরিচালক ডঃ সারা জর্জকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করল 'হেল্পিং গুরুস'। তারা ১০ হাজারের বেশি স্কুল নিয়ে করা একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভারতবর্ষের কে-১২ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে। এই সম্মান সেসব আদর্শদের জন্য যাঁরা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অ্যাম্বাসাডর দীপক ভোহরা এই পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি একজন প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিবিদ এবং ভারত-আফ্রিকা সম্পর্কে এক বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। ডঃ সারা জর্জ ১৯৮২ সাল থেকে একজন বিশিষ্ট শিক্ষিকা ও প্রতিষ্ঠান নির্মাতা হিসাবে পরিচিত। তাঁর হাত ধরে সেন্ট জর্জ স্কুল এবং পল জর্জ গ্লোবাল স্কুল সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়ন ও পড়ুয়াদের সঠিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করছে। এছাড়াও নারী ক্ষমতায়ন এবং দুঃস্থ শিশুদের জন্য কাজের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিশ্বব্যাপী কাজের জন্য তিনি নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকেও সম্মান পেয়েছেন।

জঙ্গলের রেলপথে আধুনিক প্রযুক্তি

জলপাইগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের সংরক্ষিত বনাঞ্চল সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বনাঞ্চলের ভিতর ১৪৬.৪ কিলোমিটার রেলপথে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) বসানোর কাজ আগামী বছর এপ্রিলের মধ্যে শেষ করতে চায় রেল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়া হাতির করিডরে এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা চালু হবে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মাদারিহাট থেকে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা, লামডিং ডিভিশন, রঙ্গিয়া এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইতিমধ্যেই ৬৪.০৩ কিলোমিটারের হাতি করিডরে আইডিএস ব্যবস্থা সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। এদিকে নাগরাকাটা থেকে সেবক হয়ে শিলিগুড়ির দিকে বিস্তৃত করিডরে দ্রুত আইডিএস বসানোর দাবি তুলেছেন পরিবেশকর্মী ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা।

এপ্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গে নাগরাকাটা থেকে মাদারিহাটের মধ্যে আইডিএস ব্যবস্থা রূপায়ণের পর কোনও বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঘটেনি। এই পদ্ধতিতে বিশেষ সেন্সরের মাধ্যমে রেলের পাইলটের কাছে রেললাইনে বন্যপ্রাণীর উপস্থিতির খবর পৌঁছে যায়। তাই দুর্ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে। আরও ১৪৬.৪ কিলোমিটার রেলপথে আগামী এপ্রিলের মধ্যে আইডিএস বসবে।' উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার মধ্যে রয়েছে মহানন্দা, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য এবং বক্সা বাঘ বন। এছাড়াও জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতর দিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের লাইন গিয়েছে।

মুক্তির পথে

প্রথম পাতার পর

রাজ্যটির স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে হতদরিদ্র পরিবারগুলির জীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ করা শুরু হয়। যাঁদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সরকারি প্রকল্পের ব্যাপারে যাঁরা কিছুই জানতেন না, ছোট ছোট প্রকল্পে তাঁদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। ওই সমীক্ষায় চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে উপার্জনহীন ৩৫ শতাংশ পরিবার, ২১ শতাংশের দু'বেলা খাদ্য না জোটা, ১৫ শতাংশের মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকার পাশাপাশি জানা গিয়েছিল, ২৪ শতাংশ পরিবারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কেরল নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

শিক্ষকের দেহ

প্রথম পাতার পর

গাছগুলোতে জল দেওয়ার কথা। তবে আজ যে স্কুলে আসবে, তা আমি জানতাম না।' তিন মাস আগে বিয়ে করা কাজলের এমন মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না কেউই। সম্প্রতি বোনের বিয়ে দিয়েছেন কাজল। স্ত্রী, বাবা ও মাকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার ছিল বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। এদিন সকালে তাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেও দেখা গিয়েছে। ঘটনায় হতবাক বন্ধুরাও। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। তবে প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলেই অনুমান করা হচ্ছে। শিক্ষা মহল থেকে স্থানীয় মানুষ, এমন ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না কেউই।

পৃথিবীর পাঠশালা

দীর্ঘ জীবন জাপানের জাদু

দীর্ঘজীবন পাওয়ার ক্ষেত্রে জাপান বিশ্বজুড়ে একেবারে এক নম্বরে। বর্তমানে সেখানে ৯৫ হাজারের বেশি শতবর্ষীয় মানুষ বসবাস করছেন! এই অসাধারণ কৃতিত্বের পেছনে রয়েছে তাঁদের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, সক্রিয় জীবনধারা, শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা। জাপানের বেশিরভাগ শতবর্ষীয় মানুষই মহিলা এবং তাঁদের অনেকেই ১০০ বছর পার করেও খুবই সক্রিয়। গবেষকরা তাঁদের জীবনযাত্রা খুঁটিয়ে দেখছেন দীর্ঘ জীবনের রহস্য জানতে। যেখানে মাছ, সবজি খাওয়া এবং মননশীলতার মতো অভ্যাসগুলি সামনে আসছে। এই প্রবণতা জাপানকে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখেও ফেলেছে, যেমন দ্রুত বার্ধক্যপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যসেবাকে মানিয়ে নেওয়া। তবে একইসঙ্গে এটি সারাবিশ্বকে এই অনুপ্রেরণা দেয় যে, বার্ধক্য মানেই কিন্তু পতন নয়, এটি একটি নতুন অধ্যায়।

হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব বুদ্ধি

মানুষের হৃৎপিণ্ড শুধু একটা রক্ত পাম্প করার যন্ত্র নয়, এটি একটি বুদ্ধিমান অঙ্গ, যার নিজস্ব একটি জটিল স্নায়ুতন্ত্র আছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, হৃৎপিণ্ডে প্রায় ৪০ হাজার নিউরন রয়েছে, যাকে তারা 'হৃদয় মস্তিষ্ক' বলছেন। মজার ব্যাপার হল, আমাদের মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ডকে যতটা সংকেত পাঠায়, তার চেয়ে বেশি সংকেত হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ককে পাঠায়! এই অবিরাম আদানপ্রদান আমাদের মানসিক চাপ, আবেগ এবং সার্বিক সুস্থতা নিয়ন্ত্রণ করে। যখন হৃৎপিণ্ডের ছন্দ শান্ত থাকে, তখন মস্তিষ্ক আরও ভালোভাবে কাজ করে। আবার, অনিয়মিত সংকেত উদ্বেগ বা মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। গভীর শ্বাস, ধ্যান এবং মননশীলতার মতো কৌশলগুলি 'হৃদয় সংগতি' তৈরি করতে পারে। এটি মেজাজ ভালো করার পাশাপাশি স্ট্রেস হরমোন কমায়।

নরওয়ের অরণ্য বাঁচাও

নরওয়ে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বন উজাড় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে! এর অর্থ হল, সরকার এমন কোনও প্রকল্প অনুমোদন করবে না যা দেশে বন ধ্বংসের কারণ হয়। এই পদক্ষেপ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য নরওয়ের বৃহত্তর প্রতিশ্রুতির অংশ। বন হল কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী বন ধ্বংসের কারণে প্রায় ১৫ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। নরওয়ে, আমাজন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বন রক্ষার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে। বন উজাড় নিষিদ্ধ করে তারা অন্য দেশের জন্য এক উদাহরণ তৈরি করেছে।

কলা গাছের সুতোর পোশাক

ভিয়েতনাম টেকসই ফ্যাশনকে স্বাগত জানাচ্ছে কলা গাছের তন্তু দিয়ে তৈরি স্কুল ইউনিফর্ম তৈরি করে। সিন্থেটিক কাপড়ের মতো নয়, কলার আঁশ থেকে তৈরি এই কাপড় প্রাকৃতিক, সহজে পচে যায়, বাতাস চলাচল করতে পারে এবং যথেষ্ট শক্তপোক্ত। সবচেয়ে বড় কথা, এটি তাপ সহনশীল, যা ভিয়েতনামের গরম আবহাওয়ার জন্য আদর্শ। কলার ফল পাড়ার পর গাছের কাণ্ডগুলি সাধারণত ফেলে দেওয়া হত। এখন বস্ত্রশিল্পের উদ্ভাবকরা এই কৃষি বর্জ্যকে পরিবেশবান্ধব কাপড়ে পরিণত করছেন। এতে একদিকে যেমন বর্জ্য কমছে, তেমনই কৃষকরাও স্থানীয় সম্পদ থেকে বাড়তি আয় করতে পারছেন। এই ইউনিফর্মগুলি বেশি টেকসই এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাবও অনেক কম। ভিয়েতনাম দেখাচ্ছে কীভাবে বর্জ্যকে পোশাকে রূপান্তরিত করে মানুষ ও পরিবেশ, উভয়েরই উপকার করা যায়।

খুনের আশঙ্কা

প্রথম পাতার পর

বাবলার নিরাপত্তারক্ষী তুলে নেওয়ার পরই তাঁকে খুন হতে হয়। এমন প্রেক্ষাপটে তৃণমূল নেতা, জনপ্রতিনিধিদের নিরাপত্তা জোরদার করতে রাজ্য সরকারও তৎপর হয়েছে। ইতিমধ্যেই পুরাতন মালদা পুরসভার চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষ নিরাপত্তারক্ষী পেয়েছেন। ফলে নিজের রাজনৈতিক পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং প্রয়াত নেতার ঘনিষ্ঠ হওয়ায় বিশ্বজিৎও মনে করছেন তাঁর নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বজিতের দাবি, তিনি বিষয়টি দলীয় নেতৃত্বকে জানিয়েছেন। কিন্তু তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী বলেন, 'অনেক বিষয়েই বিশ্বজিৎ হালদারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও চিঠি আমি এখনও পাইনি। তবে উনি যদি এই ধরনের আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাহলে দলীয় স্তরে আলোচনা হবে।'

তৃণমূল নেতার এমন আশঙ্কাকে শাসকদলের প্রতি সাধারণ মানুষ যে আস্থা হারাচ্ছেন, তারই প্রতিফলন হিসেবে দেখছে বিজেপি। বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রতাপ সিংহ বলেন, 'বর্তমানে গোটা রাজ্যের মানুষই আতঙ্কিত। শুধু বিরোধীরা নয়, শাসকদলেও এ ধরনের আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়া রাজ্য সরকারের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করছে। তবে আমরা চাই সাধারণ মানুষ, নেতা, জনপ্রতিনিধি সকলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকুক।'

মূল্যবোধের বাজারে হাহাকারের বিকিকিনি

প্রথম পাতার পর

কেউ চড়া দামে গাড়ি হাঁকাচ্ছে তো কেউ টিকিটের দাম আকাশমুখী করেছে। সাধে কি বলে কারও সর্বনাশ তো কারও পৌষমাস।

তার উপরে বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো সোশ্যাল মিডিয়া তো আছেই। যে মিডিয়া মানুষকে সোশ্যাল করার বদলে লোভী, আত্মপ্রচারসর্বস্ব করে ছেড়েছে। এটা নাকি এখন অর্থ উপার্জনের প্ল্যাটফর্মও বটে। তা এই সোশ্যাল মিডিয়ায় টাকা উপার্জন করা যায় কীভাবে? তার একটা সম্ভাব্য পন্থা হল আপনার করা পোস্টে যত বেশি ভিউয়ার হবে, মানে আপনার পোস্টে যত লাইক, কমেন্টের বন্যা হবে আপনার পকেটটিও তত ফুলেফেঁপে নধর হবে। আর কে না জানে কখনো-কখনো অর্থই অনর্থের মূল। সুতরাং বন্যায় কেউ সব হারিয়ে ফেলেছে, কোই বাত নেহি। ওটা নিয়েই রিলস বানাও। আহা, সেই দুঃখ দেখতে সবাই হামলে পড়বে, এই তো মওকা! কে কত দুঃখভরা লাইভ রিলস বানাতে পারে তার টক্কর দেওয়ার। মানসিকভাবে কতটা ভিখারি হয়ে গেলে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের দুর্দশা নিয়ে রিলস বানায় টাকা রোজগার বা সস্তায় জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য! এর চেয়ে অশালীন আর কী হতে পারে! ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো আজ মানিটাইজেশনের লোভে মানুষের নৈতিকতা, বিবেকবোধ সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করেছে। কেউ রিলসের ক্যাপশন দিচ্ছে - বন্যার তোড়ে শাড়ির আঁচল ওড়ে। কেউ দিচ্ছে - স্রোত থেকে বাঁচতে বুকে ধরো জাপটে। কেউ লিখছে, ওহ! দুধিয়াতে গিয়ে আজ যা দিলাম না!

ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকটা জলের পাউচ বিলি হচ্ছে। ভিউ বাড়ানোর জন্য কোনও অপচেষ্টারই খামতি নেই। আমরা একবারও ভেবে দেখছি না কী বার্তা রেখে যাচ্ছি সমাজের বুকে! একজন দেখলাম স্কুল তলিয়ে যাওয়ার ভিডিও আপলোড করে লিখেছে 'পড়াশোনা করে যে, ধসে চাপা পড়ে সে।' কী সাংঘাতিক মানসিকতা! এ আমরা কোন পতনের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। এই যে বন্যাবিধ্বস্তদের মুখের সামনে বুম ধরে তাঁর হাহাকারের কথা লাইভ করে টিআরপি বাড়ানোর চেষ্টা, একবারও ভেবে দেখছি না তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে আমরা কীভাবে পাবলিক করে দিচ্ছি!

কবিরা সত্যিই সত্যদ্রষ্টা হন। শঙ্খ ঘোষ সেই কবেই লিখে গিয়েছেন, 'বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া / তোমার সাথে ওতপ্রোত / নিয়ন আলোয় পণ্য হলো / যা কিছু আজ ব্যক্তিগত / মুখের কথা একলা হয়ে / রইল পড়ে গলির কোণে / ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু / ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে ...।'

আমরা এখন এতটাই অমানবিক হয়ে গিয়েছি যে, একদিকে যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, তখন অন্যদিকে সেই একই ঘটনায় আমরা কেউ কেউ বিনোদনের খোরাক খুঁজে নিচ্ছি। কেউ সারা জীবনের সম্বল হারিয়ে ফেলার জন্য আর্তনাদ করছে আর কেউ সেটাকেই লাইভ করে তার চ্যানেলের টিআরপি বাড়াচ্ছে। দুঃখদুর্দশা হাহাকার সবটাই যেন এখন অনলাইন 'কনটেন্ট'। ভাইরাল হওয়ার একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের এতটাই আষ্টেপৃষ্ঠে গিলে নিচ্ছে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও আমরা হাতছাড়া করতে চাইছি না। ক্রমাগত সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তির ফলে আমাদের মধ্যে বাস্তব জীবনের প্রতি সংবেদনশীলতা কমে যাচ্ছে, দায়বদ্ধতা কমে যাচ্ছে। একটা লাইক বা কমেন্ট বা চোখের জল পড়া ইমোজি দিয়েই আমরা কর্তব্য সেরে ফেলছি! তারপর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে সুবাসিত চায়ে চুমুক দিয়ে টিভির চ্যানেল খুলে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় দুর্যোগের লাইভ টেলিকাস্ট দেখে জাস্ট টাইম পাস করছি। আসলে মুখে স্বীকার না করলেও আমরা জানি আমাদের অনেকের ভিতরেই একজন নিরো আছে, যে রোম পুড়ে গেলেও বেহালা বাজায় ...

ব্যর্থ রোকো, হার ভারতের

১৪ বল খেলে ৮ রানে ফিরছেন রোহিত শর্মা। পারথে রবিবার।

ভারত-১৩৬-৯
অস্ট্রেলিয়া-১৩১/৩
(৭ উইকেটে ডিএলএস পদ্ধতিতে জয়ী অস্ট্রেলিয়া)

পারথ, ১৯ অক্টোবর : খেলা শেষ। বৈঠক শুরু!

নীতীশ কুমার রেড্ডির ব্যাক অফ লেংথ ডেলিভারিটা স্কোয়ার লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে সিঙ্গলস নিলেন ম্যাট রেনশ (অপরাজিত ২১)। সিঙ্গলস শেষ হওয়ার সঙ্গেই বৃষ্টিবিঘ্নিত ওডিআই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতিতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন মিচেল মার্শরা (অপরাজিত ৪৬)।

আর তখনই সাজঘর থেকে বেরিয়ে মাঠে ঢুকে পড়লেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। সঙ্গে বোলিং কোচ মর্নি মরকেল ও ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। আলাদাভাবে অধিনায়ক শুভমান গিলকে ডেকে নিলেন। মাঠের মধ্যেই শুরু হল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বৈঠক। অন্তত মিনিট দশেক ধরে চলা সেই বৈঠকে যে পারথ একদিনের ম্যাচে দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের পাশে সিরিজের বাকি থাকা দুই ম্যাচের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বোঝার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার আগ্রহ ছিল যাঁদের নিয়ে, সেই রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের খেলা শেষ হওয়ার পর মাঠে দেখা যায়নি। ব্যাট হাতে দুইজনই ব্যর্থ হয়েছেন। জোশ হ্যাজেলউডের অতিরিক্ত বাউন্সের সামনে ঠকে গিয়ে দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন হিটম্যান। তাঁর সংগ্রহ ১৪ বলে ৮। রয়েছে একটি বাউন্ডারিও। হিটম্যান ফেরার পর পছন্দের তিন নম্বরে নেমে হতাশ করেছেন কিং কোহলি। মিচেল স্টার্কের বলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে বিরাটের ক্যাচ নিয়ে তাঁকে রানের খাতাই খুলতে দেননি কুপার কোনোলি। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বরাবরই সফল বিরাট। অতীতে তাঁর সাফল্যও কম নেই অস্ট্রেলিয়ায়। আজ স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে একদিনের ম্যাচে প্রথমবার শূন্য করার গ্লানিও যুক্ত হল বিরাটের মুকুটে। 'রোকো' জুটি ব্যাট হাতে ব্যর্থ হওয়ার দিনে তাঁদের সতীর্থরাও দলকে ভরসা দিতে পারেননি। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে বৃষ্টিতে বারবার থমকে যাওয়া ম্যাচ শেষপর্যন্ত কমে দাঁড়িয়েছিল ২৬ ওভারে। লোকেশ রাহুল (৩৮), অক্ষর প্যাটেলদের (৩১) আগ্রাসনে ২৬ ওভারে ১৩৬/৯-এর বেশি করতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে অধিনায়ক মার্শের পাশে আজই একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া রেনশর দাপটে ২৯ বল বাকি থাকতে অনায়াসে ডিএলএস পদ্ধতিতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া।

৮ বলে ০ রানে আউট বিরাট কোহলি।

বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল পারথে। অপটাস স্টেডিয়ামে টস বা খেলা শুরুর সময়ও বোঝা যায়নি সারাদিনে বারবার বিঘ্ন ঘটবে ভারত-অজি মহারণে। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। তবে বৃষ্টির প্রথম পর্ব শুরুর আগে 'রোকো'-র প্রত্যাবর্তন অভিযান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। টিম ইন্ডিয়ার একদিনের অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকের মঞ্চটা শুভমানের জন্যও সুখের হল না। দারুণ শুরুর পরও গিল (১০) দলকে ভরসা দিতে পারেননি। ৮ ওভারে ২৫ রানে তিন উইকেট কখনই কোনও ভালো দলের বিজ্ঞাপন হতে পারে না। হ্যাজেলউড (২০/২), স্টার্কের (২২/১) গতি, অতিরিক্ত বাউন্সের সঙ্গে সিম মুভমেন্ট ও টেস্ট ম্যাচ লেংথের বোলিংয়ের কবলে পড়ে শুরুতেই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। পরে শ্রেয়স আইয়ার (১১), ওয়াশিংটন সুন্দররা (১০) চেষ্টা করেও দলকে বড় রানের দিশা দিতে ব্যর্থ। যদিও ভারতীয় ব্যাটারদের ব্যর্থতার অন্যতম অজুহাত হিসেবে বলা হচ্ছে, বৃষ্টির কথা। অন্তত চারবার খেলা বন্ধ হয়েছে আজ। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের মনোসংযোগে ব্যাঘাতও ঘটেছে।

যদিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় এমন যুক্তি অচল। সোজাকথা হল, গত ৯ মার্চ দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পর পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে গনগনে বাউন্সের কড়াইতে নামতে হলে টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ের যে স্কিল, পরিণতিবোধ থাকা উচিত ছিল, সেটাই আজ দেখা যায়নি। তার মধ্যে শুরুতেই 'রোকো' জুটির ব্যর্থতা নিয়েও প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে। চলতি সিরিজের পরই যদি বিরাট-রোহিতরা একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন, তাহলে তাঁদের হাতে রইল বাকি আর দুই ম্যাচ।

শেষ পর্যন্ত রোকো জুটি তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ বৃষ্টির কারণে বারবার থমকে যাওয়া একদিনের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরের সামনে জমজমাট আড্ডার দৃশ্য দেখা গিয়েছে। যেখানে বক্তা হিসেবে ছিলেন রোহিত। আর শ্রোতার তালিকায় সবচেয়ে বড় দুই নাম কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক গিল। আড্ডার মাঝে পপকর্ন খেতেও দেখা গিয়েছে তাঁদের। সেই দৃশ্য দেখার পর মুম্বইয়ে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের স্টুডিয়োতে থাকা রোহিতের বন্ধু তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার অভিষেক নায়ার হিটম্যানকে পপকর্ন না খাওয়ার অনুরোধও করেছেন।

বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ থাকার সময়ের হালকা মেজাজের আড্ডা ম্যাচ হারের পর চড়া মেজাজের আলোচনায় বদলে গিয়েছে। 'রোকো'-দের নিয়ে কোচ গম্ভীর এখন কী ভাবছেন কে জানে।

শুরুর ব্যাটিং বিপর্যয়কে দুষছেন শুভমান

পারথ, ১৯ অক্টোবর : শুরুটা হতে পারত মায়াবী। শুরুটা হতে পারত রঙিন। শুরুটা হতে পারত স্মরণীয়ও।

বাস্তবে কোনওটাই হয়নি। কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে হতাশ অধিনায়ক শুভমান গিল। দলের ব্যর্থতার জন্য বারবার বৃষ্টিতে মনঃসংযোগ নষ্ট হওয়ার কথা তিনি যেমন তুলে ধরেছেন। তেমনই শুরুর পাওয়ার প্লে-তে ২৫/৩ হয়ে যাওয়ার বিষয়টাও তুলে ধরেছেন। শুরুর ব্যাটিং বিপর্যয়কে ম্যাচ হারের জন্য দায়ী করে ভারত অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'ভারত থেকে এখানে আসার পর অল্প সময়ের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার কাজটা মোটেও সহজ নয়। কিন্তু তারপরও বলছি, শুরুর পাওয়ার প্লে-তে তিন উইকেট হারানো কখনও ভালো ব্যাপার নয়। শুরুর সেই সমস্যা পরে আর কাটিয়ে উঠতে পারিনি আমরা।'

অক্ষর প্যাটেল ব্যাটে-বলে ভালো করেছেন। লোকেশ রাহুলও ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিয়েছিলেন। আজই একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া নীতীশ কুমার রেড্ডিও তাঁর সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনওটাই যথেষ্ট ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ম্যাচে শুরুতেই তিন উইকেটে হারানোর বিপর্যয় দলের জন্য ভালো ব্যাপার নয়। অধিনায়ক শুভমানের কথায়, '১৩৬ রান যথেষ্ট ছিল না। আবার পরিস্থিতিও আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কোনও অজুহাত দিতে চাই না। কিন্তু আমাদের আরও ভালো করতে হবে।' পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ভারতীয় সমর্থকরা যেভাবে সারাদিন ধরে দলকে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছে, তার জন্য নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করছেন ভারত অধিনায়ক। যদিও ম্যাচে সাফল্য না এলে সেই ভাগ্যবান হওয়ার কোনও মানেই হয় না। পাশাপাশি আজ ভারত অধিনায়ককে মাঠের ধারে অনেকটা সময় কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা গিয়েছে। প্রাক্তন অজি উইকেটকিপার-ব্যাটার গিলক্রিস্টের থেকে শুভমান কোনও পরামর্শ পেয়েছেন কিনা, এখনও জানা যায়নি।

ভারত থেকে এখানে আসার পর অল্প সময়ের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার কাজটা মোটেও সহজ নয়। কিন্তু তারপরও বলছি, শুরুর পাওয়ার প্লে-তে তিন উইকেট হারানো কখনও ভালো ব্যাপার নয়।
– শুভমান গিল

ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে ওডিআই নেতৃত্বের শুরুটা ভালো হল না শুভমানের।

জয়ের পর ম্যাট রেনশের সঙ্গে মিচেল মার্শ। রবিবার পারথে।

সহজ জয়েও ভারতকে 'সমীহ' মার্শদের

পারথ, ১৯ অক্টোবর : অপটাস স্টেডিয়ামে একটানা ব্যর্থতায় ব্রেক লাগিয়ে অবশেষে ভারত-বধ অস্ট্রেলিয়ার। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে নতুন বলে রিংটোন সেট করে দেন মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউড। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির ফ্লপ শোয়ের যে আর ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাকিরা।

২৩ তারিখ অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ম্যাচ। জিতলেই সিরিজ অজিদের পকেটে। আজকের দাপুটে জয় আত্মবিশ্বাসের পারদ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটাই। তবে ভারতকে হালকাভাবে নিতে নারাজ অস্ট্রেলিয়া শিবির। বিশ্বাস, বাকি দুই ম্যাচে প্রত্যাঘাতে মরিয়া থাকবেন বিরাট-রোহিতরা।

ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু কুহনেম্যান বলেছেন, 'ভারতের মতো দলের বিরুদ্ধে জয় সবসময় বাড়তি প্রাপ্তি। তবে আমার ধারণা ওরা শক্তিশালী হয়ে ফিরবে বাকি সিরিজে। বিশ্বমানের দল। উত্তেজক এবং আকর্ষণীয় সিরিজ হতে চলেছে।'

অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ বলেছেন, 'এদিন আবহাওয়া প্রভাব ফেলেছে। তার মধ্যেও বিশাল সংখ্যক ক্রিকেটপ্রেমী যেভাবে মাঠ ভরিয়েছে, তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। জয় সবসময় প্রাপ্তি। বিশেষত, তা যখন ঘরের মাঠে হয়। অস্ট্রেলিয়ায় খেলা আমি বরাবর উপভোগ করি। দল যেভাবে খেলেছে, অধিনায়ক হিসেবে আমি খুশি।'

'তদন্ত না করেই প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে'

পক্ষপাতদুষ্ট! পাক তোপের মুখে জয়

লাহোর, ১৯ অক্টোবর : চোরের মায়ের বড় গলা।

পাকিস্তানের হাল অনেকটা সেই রকমই। পাক বিমানহানায় তিন আফগানিস্তান ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের বদলে আইসিসিকেই কাঠগোড়ায় তুলছে তারা! জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি-র দোষ, তারা বিমানহানায় ক্রিকেটারদের মৃত্যুর নিন্দা করেছে!

বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার যে সমালোচনা হজম হচ্ছে না পাকিস্তানের। পালটা অভিযোগ, পাক বিমান হানাতেই যে ক্রিকেটাররা মারা গিয়েছে তার নির্দিষ্ট প্রমাণ কোথায়? আর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কোন যুক্তিতে আইসিসি তোপ দেগেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে? পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারারের দাবি, আইসিসি-র প্রতিক্রিয়া একতরফা, পক্ষপাতদুষ্ট।

আতাউল্লাহ তারার বলেছেন, 'আইসিসি-র এই বিবৃতির প্রত্যাখ্যান ও তীব্র নিন্দা করছি আমরা। কোনও কিছু খতিয়ে না দেখেই মন্তব্য করা হয়েছে। আইসিসি যেভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে, পাকিস্তানের হামলাতেই মারা গিয়েছে আফগান ক্রিকেটাররা।'

জয় শা-র দিকে সরাসরি আঙুল তোলেন পাক মন্ত্রী। দাবি, 'আফগান ক্রিকেট বোর্ড অভিযোগ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আইসিসি চেয়ারম্যান সামাজিক মাধ্যমে কার্যত একই ভাষাতেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। দাবির সপক্ষে আফগান বোর্ড কিন্তু তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেনি। আইসিসি-রও উচিত স্বাধীনভাবে সবকিছু খতিয়ে দেখা। মনে রাখা উচিত, বছরের পর বছর ধরে পাকিস্তানও সন্ত্রাসের শিকার।'

পাক মন্ত্রীর আরও দাবি, আইসিসি-র নিরপেক্ষতা ও স্বাধীন ভাবনাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে এই পদক্ষেপ। আইসিসি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা। কোনও কিছু নিশ্চিত না হয়ে একপক্ষের দাবিকে প্রচার করা অনুচিত। অন্যের প্ররোচনায় পা দিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট বিবৃতিতে থেকে বিরত থাকা উচিত আইসিসি-র।

আজ ইডেন টেস্টের টিকিট বিক্রি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : টিম ইন্ডিয়া আপাতত অস্ট্রেলিয়ায়। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সাদা বলের সিরিজ খেলে দেশে ফেরার পরই শুভমান গিলরা হাজির হয়ে যাবেন কলকাতায়। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। আসন্ন সেই টেস্টের টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে কাল থেকে। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সচিব বাবলু কোলে জানিয়েছেন, সোমবার কালীপুজোর দিন বেলা বারোটা থেকে অনলাইনে ইডেন টেস্টের টিকিট বিক্রি শুরু হতে চলেছে। ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টে ইডেনের গ্যালারি ভরে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী সিএবি সচিব। এদিকে, উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ জয়ের পর আজ টিম বাংলা ছিল বিশ্রামে। আগামীকালও পুরো দলের অনুশীলনে ছুটি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে ইডেনে গুজরাট ম্যাচের অনুশীলন শুরু করবে বাংলা দল। ছুটির আবহের মধ্যেই জানা গিয়েছে, ৩০ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলের ম্যাচের স্কোয়াডে সুযোগ পেতে চলেছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও আকাশ দীপ। গুজরাট ম্যাচে তাঁদের বাংলা দলে নাও পাওয়া যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। অধিনায়ক অভিমন্যুকে পাওয়া না গেলে সহ অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন।

'আগের চেয়েও বেশি ফিট'

প্রথম ম্যাচের আগে ঘোষণা বিরাটের

পারথ, ১৯ অক্টোবর : ২২৪ দিন পর একদিনের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনটা স্মরণীয় হল না। ব্যাট হাতে রান পাননি। ৮ বল খেলে করেছেন শূন্য। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একদিনের ক্রিকেটে বিরাট কোহলির প্রথম শূন্য।

তারপরও অবশ্য হতাশায় ভেঙে পড়ার কিছু দেখছেন না কিং কোহলি। বরং তিনি অপটাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছেন। আর তার মধ্যেই সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রবি শাস্ত্রী ও অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে হাজির হয়ে ঘোষণা করেছেন, তিনি আগের চেয়েও এখন বেশি ফিট। টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর লন্ডনে পরিবারের সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছেন। মিশন অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতি নিয়েই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে হাজির হয়েছেন। বিরাটের কথায়, 'গত ১৫-২০ বছরে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। বিশ্রাম নেওয়ার সময় পাইনি। আমি বোধহয় সবচেয়ে বেশি ক্রিকেট খেলেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশে নিয়মিত আইপিএল-ও খেলেছি। তাই বিশ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে। মানসিকভাবে তরতাজা হয়েই আবার ক্রিকেটে ফিরেছি।'

প্রত্যাবর্তনটা সুখের হয়নি কিং কোহলির। ব্যাটে রান পাননি। মিচেল স্টার্কের বলে ফিরতে হয়েছে শূন্য রান করে। কোহলির কথায়, 'আমি এমন একজন ক্রিকেটার যে প্রস্তুতি ছাড়া খেলতে নামি না। প্রস্তুতি নিয়েই অস্ট্রেলিয়ায় এসেছি। আমি সবদিক থেকে তৈরি। শারীরিকভাবে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি ফিট আমি। লন্ডনে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশে অনুশীলনও করেছি। জীবনটাকে নতুনভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করেছি। পরিবারের সঙ্গে, সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানো আমার কাছে খুব স্পেশাল। দারুণ উপভোগ করেছি মুহূর্তগুলো।'

বিরাট ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনা ও জল্পনা হল তাঁদের ভবিষ্যৎ। আরও স্পষ্ট করে বললে, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের বিশ্বকাপে কোহলিকে কি দেখা যাবে? উত্তর কারও জানা নেই। দিনকয়েক আগে অস্ট্রেলিয়া সফরের দল নির্বাচনের পর জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারও স্পষ্টভাবে সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। আজ কোহলিও খোলসা করে তাঁর আগামীর ভাবনা, পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলেননি। তবে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে খেলতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন, সেকথা নতুনভাবে আবার জানিয়েছেন আজ।

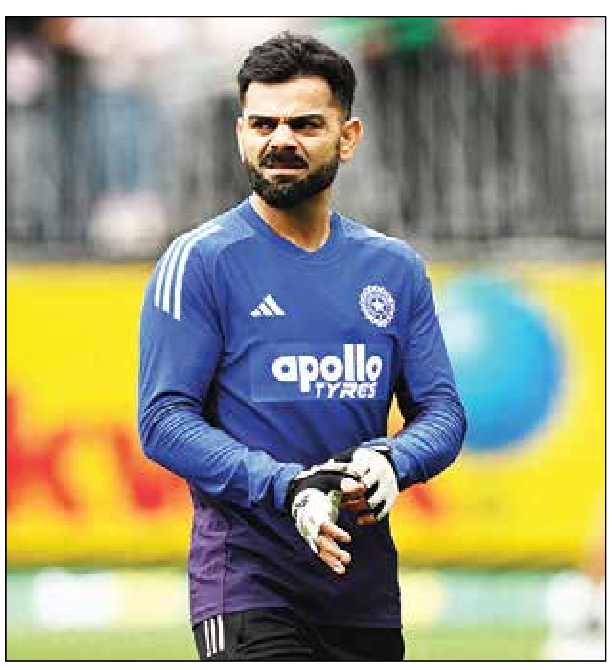

খেলা শুরুর আগে ফিটনেস ট্রেনিংয়ে বিরাট কোহলি।

গত ১৫-২০ বছরে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। বিশ্রাম নেওয়ার সময় পাইনি। আমি বোধহয় সবচেয়ে বেশি ক্রিকেট খেলেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশে নিয়মিত আইপিএল-ও খেলেছি। তাই বিশ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে। মানসিকভাবে তরতাজা হয়েই আবার ক্রিকেটে ফিরেছি।
বিরাট কোহলি

রুপোতে থামলেন তনভী

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর : সাইনা নেহওয়ালের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে জুনিয়ার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জেতার সুযোগ ছিল তাঁর সামনে। কিন্তু রুপোতেই থামতে হল ১৬ বছরের তনভী শর্মাকে। রবিবার ফাইনালে তিনি ৭-১৫, ১২-১৫ পয়েন্টে থাইল্যান্ডের আনাপাট ফিচিতপ্রেচাসাকের বিরুদ্ধে হেরেছেন। প্রথম গেম ভালো যায়নি তনভীর। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে ৬-১ পয়েন্টের লিড নিয়ে শুরুটা দারুণ করেছিলেন পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরের এই শাটলার। তবে এরপর একের পর এক ভুল করে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যান তনভী। সোনা জিততে না পারলেও ১৭ বছর পর জুনিয়ার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন থেকে ভারতের ঘরে পদক এল।

দিল্লির কোচ টমাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ইতিমধ্যেই আইএসএলের নতুন ক্লাব স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির লোগো প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এদিন তারা নতুন কোচের নাম ঘোষণা করল। এই মরশুমে দিল্লির এই ক্লাবের কোচ হলেন টমাস থুস। এই পোলিশ কোচ এর আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লিগ জয়ী দলের সহকারী কোচ ছিলেন। এছাড়া কেরালা ব্লাস্টার্সের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ও পরে অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্ব নেন। নতুন কোচের অধীনে সুপার কাপে নামবে দল। প্রসঙ্গত হায়দরাবাদ এফসি নিজামের শহর থেকে দিল্লি চলে যাওয়ার পর নাম বদল করে হয় স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি।

এদিন দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাক মরশুম প্রস্তুতির জন্য খেলা প্রীতি ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি-র কাছে ৪-১ গোলে হেরে গেল টমাসের দল।

বয়স সংখ্যা মাত্র, বিরাট-রোহিতের পাশে সূর্য

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর : রোহিত শর্মা আটত্রিশ।

বিরাট কোহলি ছত্রিশে। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে দুই তারকার পক্ষে খেলা আদৌ কি সম্ভব? জল্পনা তুঙ্গে। যে প্রশ্নের জবাবে দুই সিনিয়ার সতীর্থের পাশে দাঁড়ালেন ভারতের টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। যুক্তি, বয়স নয়, নির্বাচনের মাপকাঠি হওয়া উচিত পারফরমেন্স।

এক প্রশ্নের জবাবে সূর্য বলেছেন, 'আমার কাছে বয়স সংখ্যা মাত্র। তুমি যদি রান করো, সাফল্য পাও, দলের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারো, তাহলে বয়স কোনও ফ্যাক্টরই নয়। জেমস অ্যান্ডারসনকে নিয়ে পড়ছিলাম। ওর বয়স এখন ৪৫-৪৬ হবে (আসলে ৪৩)। সম্প্রতি ও ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করেছে। আসল কথা সেই সাফল্য। সেটা থাকলে তুমি কতদিন খেলবে, খেলা চালিয়ে যাবে, তা ঠিক করবে তুমি।'

শুভমান গিলকে নিয়ে আবার অন্য গল্প শোনালেন। সূর্যের অকপট স্বীকারোক্তি, গিলের কাছে টি২০ দলের অধিনায়কত্ব হারানোর আশঙ্কা করেন তিনি! টেস্টের পর ওডিআই নেতৃত্বে দায়িত্ব শুভমানের কাঁধে। এবার কি টি২০ দলের পালা? এশিয়া কাপের টি২০ ভারতীয় দলে একেবারে সহ অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের অন্তর্ভুক্তিতে সেই প্রশ্নও উসকে দিয়েছে।

সূর্য বলেছেন, 'মিথ্যে বলব না, প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু ভয় থাকে। আমিও ভয় পাই। তবে এই ভয় আমার ভালো খেলার প্রেরণাও। মাঠ এবং মাঠের বাইরে শুভমানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ ভালো। জানি, ক্রিকেটার হিসেবে ওর দক্ষতা এবং কী ধরনের মানুষ। আর ভয় আমাকে সবসময় উদ্বুদ্ধ করে।'

টি২০ অভিষেকের প্রসঙ্গ টেনে

গিলের জন্য নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কা!

সূর্য আরও বলেছেন, 'অভিষেক ম্যাচে নামার সময়ও ভয়ে ছিলাম। যদিও বাস্তব ঘটনা একটু অন্যরকম ছিল (জোফ্রা আর্চারিকে ছক্কা মারেন প্রথম বলেই)। বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি, পরিশ্রম করলে, নিজের প্রচেষ্টার কাছে সৎ থাকলে, সাফল্য ঠিক আসবে।'

কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সময় (২০১৪-২০১৭) থেকে পরিচয়ের কথা সূর্যের মুখে। গম্ভীর তাঁর কাছে বড় ভাইয়ের মতো। কেকেআরে গম্ভীরের কোচিংয়ে চার বছর আইপিএলে খেলেছেন। প্রচুর শিখেছেন। মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছেন। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যা সাহায্য করেছে।

জাতীয় দলের দায়িত্বে তাই নতুন করে বোঝাপড়ার দরকার পড়েনি। সূর্য বলেছেন, 'অনেক সময় দল নিয়ে আলোচনার সময় দেখা যায় আমার একাদশ আর গোতিভাইয়ের একাদশ ৯৯ শতাংশ এক! মাঠে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কখনও অনেক কিছুই মনের মধ্যে ভিড় করে। তখন ডাগআউটের দিকে তাকাই। এক ইশারাতেই বুঝে যাই। আমাদের সম্পর্ক এরকমই।'

টেস্ট ও ওডিআইয়েও ভারতীয় দলে নিয়মিত খেলতে চান। যদিও কেরিয়ার এই মুহূর্তে শুধু আটকে টি২০-তে। এরজন্য নিজেকেই দুষছেন সূর্যকুমার। অকপট স্বীকারোক্তি, অনেক সুযোগ পেয়েছেন ওডিআই দলে জায়গা পাকা করতে। কিন্তু পারেননি। তবে এখন মাঝেমাঝে আফসোস হয়, যদি সাফল্য পেতেন, হয়তো ওডিআই দলের অধিনায়কের সম্মানও তাঁর মুকুটে যুক্ত হতে পারত!

ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতায় জলে হবু বৌমার ৮৮

৮৮ রানের পথে দৃষ্টিনন্দন ড্রাইভ স্মৃতি মান্ধানার। ইন্দোরে।

ইংল্যান্ড-২৮৮/৮
ভারত-২৮৪/৬

ইন্দোর, ১৯ অক্টোবর : ২৭ বলে দরকার ৩৩ রান। ক্রিজে দুরন্ত ছন্দে থাকা রিচা ঘোষ ও সেট হয়ে যাওয়া দীপ্তি শর্মা। ভারতের জয় নিয়ে নিশ্চিত ইন্দোরের দর্শকরা। সেখান থেকেই ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতায় ইংল্যান্ডকে ম্যাচ উপহার ভারতের। ৪ রানে হেরে ওডিআই বিশ্বকাপে হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলল হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড।

সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে লাস্যময়ী স্মৃতি মান্ধানার প্রেম অনেকদিনের। এহেন প্রেমের কাহিনী এবার চূড়ান্ত পরিণতি পেতে চলেছে। শুক্রবার ইন্দোরে এক অনুষ্ঠানে যার নিশ্চয়তা দিয়ে ঘরের ছেলে পলাশ বলেছেন, 'খুব শীঘ্রই স্মৃতি ইন্দোরের পুত্রবধূ হতে চলেছে। এইটুকুই বলার আছে আমার।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সংগীতশিল্পী পলক মুচ্ছলের ভাই পলাশ আরও বলেছেন, 'আমি কিন্তু আপনাদের শিরোনাম দিয়ে গেলাম।'

পলাশ-স্মৃতি যেদিন পরস্পরকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'হ্যালো হাসবেন্ড... হ্যালো ওয়াইফি' বলে ডাকবেন সেদিন তাঁদের নিয়ে খবর হবে, তাঁরা শিরোনামে আসবেন। ব্যক্তিগত জীবনের সেই বিশেষ মুহূর্ত আসার আগে রবিবার 'প্রথম ভালোবাসা' ক্রিকেটেও শিরোনামে স্মৃতি। দুরন্ত ৮৮ রানের ইনিংসের পরও হবু শ্বশুরবাড়ির শহরে হারের লজ্জা নিয়ে ফিরলেন স্মৃতি। ভারত ২৮৪/৬ স্কোরে আটকে যায়।

এদিন টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামার পর ইংল্যান্ডকে ২৮৮/৮ স্কোরে পৌঁছে দেওয়ার কারিগর হিদার নাইট (১০৯)। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ৩০০তম ম্যাচে শতরান পেলেন তিনি। নাইটকে যোগ্য সংগত করেন ওপেনার অ্যামি জোনস (৫৬) ও অধিনায়ক ন্যাট স্কিভার ব্রান্ট (৩৮)। তবে ইংল্যান্ডের রানকে তিনশো পার হতে না দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন দীপ্তি শর্মা (৫১/৪)। মহিলাদের ওডিআইয়ে চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে ২ হাজার রান ও ১৫০ উইকেটের মাইলস্টোনে পা রাখলেন তিনি। জোড়া উইকেট নেন নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি।

অস্ট্রেলিয়ার মতো এদিনও শতরান মিস করেন স্মৃতি। কিন্তু যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন 'মিদাস' টাচে পাওয়া গিয়েছে ইন্দোরের হবু পুত্রবধূকে। শুরুতে প্রতীকা রাওয়ালকে (৬) হারালেও রানতাড়ার চাপ শুষে নেন স্মৃতি (৮৮)। হার্লিন দেওলকে (২৪) নিয়ে প্রাথমিক ধাক্কা সামলান তিনি। এরপর অধিনায়ক হরমনপ্রীতের (৭০) সঙ্গে ১২৫ রানের জুটিতে ওডিআইয়ে ভারতের সবাধিক সফল রানতাড়ার মঞ্চ গড়ে দিয়েছিলেন ২৯ বছরের স্মৃতি। কিন্তু দীপ্তির (৫০) পাশাপাশি লোয়ার অর্ডারে রিচা (৮), আমনজ্যোৎ কাউরদের (১৮) ম্যাচ শেষ করে না আসতে পারার রোগ ফের ভোগাল ভারতকে। বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারলে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় হয়ে যাবে হরমনপ্রীতদের।

অস্ট্রেলিয়া সফরে কুড়ির দ্বৈরথ

যুবির নজরে প্রস্তুতি শুরু অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন।

মাত্র ২৪ ম্যাচের কেরিয়ারেই টি২০-তে এক নম্বর ব্যাটারের শিরোপা। আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরেও যে দাপট বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ভারতীয় টি২০ দলের বিস্ফোরক ওপেনার অভিষেক শর্মা।

শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন ওডিআই দল ইতিমধ্যেই মিশন অস্ট্রেলিয়ায় নেমে পড়েছে। শুরুটা যদিও সুখকর হয়নি। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে উদ্বোধনী ম্যাচে বিশ্রী হার হজম করতে হয়েছে। হতাশা বাড়িয়েছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ফ্লপ শো। অভিষেকের চোখ সেদিকে থাকলেও মূল ফোকাস ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় শুরু পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রস্তুতিতে। লক্ষ্যপূরণে কোচ কাম মেন্টর যুবরাজ সিংয়ের অধীনে চলছে নিবিড় অনুশীলন।

এশিয়া কাপে ভারতের জয়ের অন্যতম কারিগর ছিল অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ব্যাটিং। চেনা মেজাজে বোলারদের ছত্রখান করেছিলেন। নামের পাশে সাত ইনিংসে দুশোর স্ট্রাইক রেটে ৩১৪ রান। অস্ট্রেলিয়ায় যদিও চ্যালেঞ্জ

শিষ্য অভিষেক শর্মাকে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য টিপস দিচ্ছেন যুবরাজ সিং।

অনেক বেশি। পরিবেশ, পিচ পরিস্থিতিও আলাদা। ভারতের হয়ে প্রথমবার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে অভিষেক-ঝড় অব্যাহত থাকে কি না, অধীর অপেক্ষায় ক্রিকেটমহল।

ভক্তদের হতাশ করতে রাজি নন বছর পঁচিশের বাঁহাতি ওপেনার। নারাজ প্রস্তুতিতে ফাঁকফোকর রাখতে। ব্যাটে শান দিতে তাই বরাবরের মতো যুবরাজের ক্লাসে হাজির অভিষেক। প্রিয় কোচের সঙ্গে প্র্যাকটিসের যে ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। বিগ হিটিং স্কিলের পাশাপাশি মাটি ঘেঁষা শটে জোর দিতে দেখা গিয়েছে অভিষেককে।

প্রস্তুতির ভিডিও পোস্ট করার পাশাপাশি তাঁর কেরিয়ারে যুবরাজ সিংয়ের অবদানের কথাও এক টিভি শোয়ে জানিয়েছেন অভিষেক। যেখানে বলেছেন, 'একটা সময় চাপের মধ্যে ছিলাম। আইপিএলে ধারাবাহিকভাবে খেলার সুযোগ মিলছিল না। অথচ, আমার সমবয়সি, বন্ধু শুভমান তখন ভারতের হয়ে খেলছে। মনের মধ্যে চাপ তৈরি হচ্ছিল। যুবিপাজি এগিয়ে আসে। সাহস জুগিয়ে বলেছিল, ২-৩ বছরের মধ্যে আমি দেশের হয়ে খেলব। শুধু খেলব না দলকে জেতাব। সেভাবে নাকি আমাকে তৈরি করছেন।'

এএফসি না খেলার আক্ষেপ কামিন্স-মেহতাবদের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হলেও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলারদের মুখে ঘুরে-ফিরে আসছে সেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রসঙ্গ।

ইরানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না খেলতে যাওয়া নিয়ে সমর্থকদের ক্ষোভ রয়েছে। যার প্রভাব দেখা গিয়েছে শিল্ড ফাইনালে। ম্যাচের অধিকাংশ সময় মৌন থেকে নিজেদের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বাগান জনতা। ঐতিহাসিক আইএফএ শিল্ড জিতলেও কোচ-ফুটবলারদের মুখে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না খেলার আক্ষেপ রয়েই গিয়েছে।

শনিবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বাগান দলের দুই তারকা জেসন কামিন্স ও মেহতাব সিং জানিয়ে গেলেন, তাঁরাও এএফসি খেলতে চেয়েছিলেন। অজি তারকা কামিন্স বলেছেন, 'এই মরশুমে আমরা সবাই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু জিনিস আমাদের হাতে থাকে না। এই মুহূর্তে ইরানে খেলতে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। এইসব ক্ষেত্রে অতীতে এএফসি-র পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বেলায় কেন করেনি, সেটা জানি না।'

কামিন্সের সুরে সুর মিলিয়ে দলের নবাগত ডিফেন্ডার মেহতাব বলেছেন, 'আমরা সবাই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার স্বপ্ন দেখি। এর আগে মুম্বইয়ের হয়ে এই প্রতিযোগিতায় খেলেছি। তখন ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হয়েছিল। সেই সময়ের পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমান ইরানের পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই সবাই মিলেই ওখানে না খেলতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।'

কয়েকদিন পর গোয়াতে সুপার কাপের আসর বসতে চলেছে। সেখানেও গ্রুপপর্বে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হতে হবে সবুজ-মেরুনকে। এই প্রসঙ্গে কামিন্স বলেছেন, 'আমি মোহনবাগানের হয়ে পাঁচটি ট্রফি জিতেছি। একমাত্র অধরা রয়ে গিয়েছে সুপার কাপ। সেটা এই বছর জিততে চাই। আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে। সুপার কাপেও ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। এই ম্যাচটা সবসময়ই স্পেশাল।' ফাইনালে পেনাল্টি তাঁরই নেওয়া। উচ্ছ্বসিত মেহতাব বলেছেন, 'মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তটা একদমই সঠিক। আমি এখানে যোগ দেওয়ার পর থেকে সবসময় ডার্বি খেলতে চেয়েছিলাম। ফাইনালে পেনাল্টি মারতে যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। তবে এখানেই থামতে চাই না। মোহনবাগানকে আরও ট্রফি জেতাতে চাই।'

এদিকে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন

আইএফএ শিল্ড জিতে চিংড়ি নিয়ে উচ্ছ্বাস জেসন কামিন্স, দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের।

নিজের পেনাল্টি মিস নিয়ে অজি তারকা বলেছেন, 'বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রাও পেনাল্টি মিস করেন। আমি আগে অনেক পেনাল্টি থেকে গোল করেছি। আগামী ম্যাচে পেনাল্টি পেলে ফের মারতে যাব। তবে টাইব্রেকারের সময় বেশ টেনশনে ছিলাম।'

এদিকে মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর আইএফএ শিল্ডই প্রথম খেতাব মেহতাবের। তাও আবার পূর্বতন দল ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে খেতাব জয়। ফাইনালে টাইব্রেকারে শেষ হয়ে সমাজমাধ্যমে বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু লিখেছেন, 'এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের অধিনায়ক হিসেবে আমার প্রথম আইএফএ শিল্ড জেতার গর্ব অপরিসীম। মোহনবাগানের জন্য এটি ২১তম আইএফএ শিল্ড। এটা একটি ঐতিহ্য, যা শুরু হয়েছিল ১৯১১ সালে এবং আমাদের সমর্থকরা আজও তা বহন করে চলেছেন।' আপাতত আইএফএ শিল্ড ভুলে সুপার কাপই পাখির চোখ সবুজ-মেরুন শিবিরের।

এভার্টনের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে আর্লিং হাল্যান্ড।

হাল্যান্ড নির্ভরতা কাটাতে চান গুয়ার্দিওলা

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯ অক্টোবর : আপন ছন্দে ছুটছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। মাঠে নামলেই গোল করছেন। জেতাচ্ছেন দলকে। তবে শুধুমাত্র হাল্যান্ডের ওপর নির্ভরশীল হতে চাইছেন না ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে শনিবার এভারটনকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ম্যান সিটি। জোড়া গোল করেন হাল্যান্ড। চলতি মরশুমে ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে ইতিমধ্যেই ২৩টি গোল করে ফেলেছেন তিনি। তবে ম্যাচের পর গুয়ার্দিওলার স্পষ্ট বলেছেন, 'আমরা নির্দিষ্ট একজনের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারি না। অন্য খেলোয়াড়দেরও এগিয়ে আসতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে। গোল করতে হবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'এই ম্যাচেও অনেকেই গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। তবে তা কাজে লাগাতে পারেনি।'

শনিবার ম্যাচের প্রথম ৪৫ মিনিট চেনা ছন্দে দেখা যায়নি সিটিজেনদের। এই নিয়ে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক বিরতির পর এমনটা হয়। ছন্দে ফিরতে সময় লাগে। তবুও জয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের দলের জন্য।' অন্যদিকে, নটিংহাম ফরেস্টকে ৩-০ গোলে হারিয়ে প্রিমিয়ার লিগে টানা দ্বিতীয় জয়ের মুখ দেখল চেলসি। তারাও তিনটি গোলই করেছে ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে। ম্যাচ শেষে চেলসি কোচ এনজো মারেস্কা বলেছেন, 'প্রথমার্ধ আমাদের জন্য কঠিন ছিল। বিরতির পর কৌশলগত কিছু পরিবর্তন আনায় ম্যাচ হাতে আসে।'

মেসির দুরন্ত হ্যাটট্রিক

ওয়াশিংটন, ১৯ অক্টোবর : মেজর লিগ সকারে মরশুমের শেষ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করলেন লিওনেল মেসি। সেইসঙ্গে ২৯ গোল করে সর্বাধিক গোলদাতা হিসেবে লিগ শেষ করলেন তিনি।

ন্যাশভিলের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ৫-২ গোলে জয় পায় ইন্টার মায়ামি। ৩৫ মিনিটে আর্জেন্টাইন মহাতারকার গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। কিন্তু তারপর সাম সারিজ ও জ্যাকব শাফেলবার্গের গোলে প্রথমার্ধের শেষে ২-১ ফলে এগিয়ে যায় ন্যাশভিল।

৬৩ মিনিটে গোল করে সমতা ফেরান মেসি। মিনিট চারেক পরেই মায়ামিকে এগিয়ে দেন বাল্টসার রডরিগেজ। ৮১ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন মেসি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সংযোজিত সময়ে টেলাস্কো সেগোভিয়াকে দিয়ে একটি গোল করান আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

আপাতত ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে কেরিয়ারে প্রথমবার মেজর লিগ সকারের সর্বাধিক গোলদাতা হয়েছেন মেসি। ৩৪ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে লিগ শেষ করেছে মায়ামি। আগামী মরশুমে এমএলএস কাপের প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে তারা খেলবে ন্যাশভিলের বিপক্ষে।

গোলের পর ৮ বছর আগের সেলিব্রেশন ফেরালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ক্লাব ফুটবলে '৮০০' রোনাল্ডো

রিয়াধ, ১৯ অক্টোবর : বয়স একটা সংখ্যা মাত্র, সেটা প্রতিনিয়ত প্রমাণ করেই চলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল ফাতেহর বিরুদ্ধে আল নাসের জিতল ৫-১ গোলে। হ্যাটট্রিক করলেন জোয়াও ফেলিক্স। কিন্তু বিশ্বমানের গোল করে ম্যাচের সব আলো শুষে নিলেন সেই রোনাল্ডো। সেইসঙ্গে সরকারিভাবে ক্লাব ফুটবলে '৮০০' গোলের নজির স্পর্শ পর্তুগিজ মহাতারকার।

ম্যাচের ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি মিস করেন রোনাল্ডো। কিন্তু পরের মিনিটেই বক্সের কোণ থেকে দুরন্ত শটে বিশ্বমানের গোল করে যান পর্তুগিজ মহাতারকা। আট বছর আগে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষেও ঠিক একইরকমভাবে গোল করেছিলেন সিআর সেভেন। সেই গোলের পর জার্সি খুলে গ্যালারির দিকে তুলে ধরেছিলেন রোনাল্ডো। এই ম্যাচেও সেটাই করলেন রোনাল্ডো। গোটা বিশ্বকে বোঝাতে চাইলেন, বয়স বাড়লেও একইরকম ক্ষিপ্র তিনি। এই গোলের সুবাদে বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ক্লাব ফুটবলে ৮০০ গোল করলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সব মিলিয়ে ফুটবল কেরিয়ারে ৯৪৯ গোলের মালিক তিনি।

১৬, ৬৮ ও ৮৫ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেছেন ফেলিক্স। ৭৫ মিনিটে একটি গোল করেছেন কিংসলে কোমান। ফাতেহর গোলটি সোফিয়ানা বেন্ডেবেকার। আপাতত ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রোনাল্ডোরা।

২২ অক্টোবর আল নাসের ভারতের মাটিতে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ খেলবে। এই ম্যাচে রোনাল্ডো খেলবেন ধরে নিয়েই গোয়াজুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে পর্তুগিজ মহাতারকা গোয়ায় আসবেন কি না, সেই বিষয়ে আল নাসের কোনও কিছু এখনও স্পষ্ট করে বলেনি।

সুপার কাপে ডার্বি জয়ের আবদার শুনছেন মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে ইরান না যাওয়া নিয়ে সমালোচনা, সমর্থকদের বিক্ষোভ, সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মরশুমের প্রথম খেতাব জিতে আগাম দীপাবলির আনন্দে মাতোয়ারা সবুজ-মেরুন জনতা। বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার মুখেও তাই স্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। সত্যিই কি স্বস্তি?

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। শনিবার ম্যাচ শেষে মোলিনার শরীরী ভাষা তেমনই। আসলে শুধু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে না যাওয়াই নয়, একইসঙ্গে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হার বেশ চাপে ফেলে দিয়েছিল স্প্যানিশ কোচকে। প্রথমটা ডুরান্ড কাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের কাছে, তারপর এসিএল টুয়ের প্রথম ম্যাচে আহল এফকে-র কাছে। সমর্থকদের জন্য শিল্ড জিততে পেরে খুশি, জানালেন মোলিনা। তবে তাঁর কাজ যে এখানেই শেষ নয়।

মোলিনাই জানালেন, শিল্ড জয়ের রেশ কাটার আগেই সমর্থকদের থেকে সুপার কাপের ডার্বি জয়ের আবদার তাঁর কানে পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'সমর্থকরা শিল্ড জেতার আশায় ছিল। চ্যাম্পিয়ন হয়ে তাই খুব ভালো লাগছে। মাঠ থেকে সাজঘরে ফেরার পথে কয়েকজন সমর্থকের সঙ্গে দেখা হল। ওরা এখন থেকেই সুপার কাপে ডার্বি জয়ের আবদার শুরু করে দিয়েছে। বলেছে আমাদের ডার্বি জিততেই হবে।'

উলটোদিকে ডার্বি হেরে শিল্ড জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করেছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধে লাল-হলুদ বাহিনীকে এগিয়ে দেন হামিদ আহদাদ। পরক্ষণেই জোড়া সুযোগ নষ্ট। সেটাকেই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বলে মনে করছেন অস্কার ব্রুজোঁ। শনিবার ম্যাচ শেষে হতাশার সুরেই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'প্রথম গোলের পর ম্যাচের রাশ আমাদের হাতে ছিল। ওই সময়ই ম্যাচটা শেষ করে ফেলা উচিত ছিল আমাদের। সেটা তো আমরা পারিনি, উলটে গোল হজম করতে হয়েছে।' তবে ডুরান্ডের পর শিল্ড ডার্বিতেও যে লড়াকু ইস্টবেঙ্গলকে দেখা গিয়েছে এই কথা হলফ করে বলা যায়। ব্রুজোঁও বলেছেন, 'গত কয়েক বছর ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে থেকে মাঠে নামত। এখন আর তা হয় না।'

সামনেই সুপার কাপ। সোমবারই সেই টুর্নামেন্টে খেলতে গোয়া উড়ে যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার থেকে সেখানেই প্রস্তুতি শুরু করবে ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। তার আগে সমাজমাধ্যমে সমর্থকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমাদের ওপর আস্থা রাখার জন্য সমর্থকদের ধন্যবাদ। জয় ইস্টবেঙ্গল।'

সুপার কাপের আগে সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন অস্কার। শিল্ড শেষ। এবার পাখির চোখ সুপার কাপ। যেখানে ৩১ অক্টোবর ফের ডার্বি।

আজ গোয়া রওনা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

রায়গঞ্জে ফিরল প্রীতিকা

রায়গঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : ভারতীয় অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিল রায়গঞ্জের প্রীতিকা বর্মন। রবিবার সে রায়গঞ্জে ফিরল। এদিন প্রথমে বাগডোগরায় পৌঁছায় প্রীতিকা। সেখানে তাকে সংবর্ধনা দেন জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস সহ সংস্থার অন্য কর্মকর্তারা। পরে রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড়ে প্রতীকার স্কুল হাতিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের তরফে তাকে বরণ করা হয়।

বাগডোগরা বিমানবন্দরে সংবর্ধনা দেওয়া হল প্রীতিকা বর্মনকে।

জলপাইগুড়ি দল ঘোষিত

জলপাইগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : আন্তঃ জেলা সিনিয়ার টি২০ ক্রিকেট ২৭ অক্টোবর শুরু হবে। যার জন্য জলপাইগুড়ি দল ঘোষণা করল জেলা ক্রীড়া সংস্থা। সংস্থার যুগ্ম ক্রিকেট সচিব শিলাদিত্য মিত্র এবং সন্দীপ দাসগুপ্ত ঘোষিত দলে রয়েছেন রজত নাগ, অম্লান দাসগুপ্ত, ভাস্কর রায়, অভিজিৎ বিশ্বাস, অভিদীপ্ত বসু, শোয়েব শা, অমিত রায়, সম্রাট দে সরকার, শান শংকর, ঋষভ বিবেক, স্বদেশ রায়, শিবম ঝা, আকাশ রায়, অনিমেষ অধিকারী ও গোকুল রায়। দল প্রতিযোগিতা শুরুর একদিন আগে বালুরঘাট পৌঁছাবে।

প্রথম রিশিকা

জলপাইগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : সাউথ এশিয়ান যোগাসনা স্পোর্টসে জলপাইগুড়ির রিশিকা আগরওয়াল মহিলা বিভাগে প্রথম হয়েছে। মেয়েদের সাব-জুনিয়ারে সৃজিতা দে হয়েছে তৃতীয়।

ট্রফি নিয়ে উল্লাস জর্জ টেলিগ্রাফ অ্যাথলেটিক ক্লাবের। -প্রসেনজিৎ সাহা

চ্যাম্পিয়ন জর্জ টেলিগ্রাফ

দিনহাটা, ১৯ অক্টোবর : দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার এমএলএ গোল্ড কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কলকাতার জর্জ টেলিগ্রাফ অ্যাথলেটিক ক্লাব। শনিবার রাতে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে কলকাতা পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাবকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা পুলিশের সুরজিৎ শীল। প্রতিযোগিতার সেরা ও সেরা স্ট্রাইকার জর্জের রাকেশ কাপুর। সেরা গোলকিপার একই দলের তুহিন দে তালুকদার। পুরস্কার তুলে দেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান অপর্ণা দে নন্দী।

উত্তরের খেলা

বাংলা দলে সুস্মিতা

রায়গঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : অনূর্ধ্ব-২৩ মেয়েদের বাংলা দলে সুযোগ পেল উত্তর দিনাজপুরের সুস্মিতা পাল। ২৭ অক্টোবর আহমেদাবাদে জি-১ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শুরু হবে। বাংলার সেই স্কোয়াডে রয়েছে সুস্মিতা। সে সুযোগ পাওয়ায় খুশি জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুদীপ বিশ্বাস।

ফাইনালে লওগা

বুনিয়াদপুর, ১৯ অক্টোবর : জোড়দিঘি এসটিএফসি ক্লাবের দুইদিনের ১৬ দলীয় ফুটবলে ফাইনালে উঠল লওগা এফসি। রবিবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে মা মনসা বিন্দু মাসি দলকে হারিয়েছে। মহুগ্রাম জুনিয়ার হাইস্কুল মাঠে রাজু সরেন জোড়া গোল করেন। ফাইনাল সোমবার।